BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1075 ♦ Friday 30 January - Thursday 05 February 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ইরানের শীর্ষ ব্যক্তিদের ওপর হামলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র!

--১৫ পৃষ্ঠায়

টাইমসকে সাক্ষাৎকার

কোনো দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে নন তারেক রহমান

পোস্ট ডেস্ক : তারেক রহমানের কণ্ঠ একসময় হারিয়ে গিয়েছিল। যা বাংলাদেশের মতো ১৭ কোটি ৫০ লাখ মানুষের একটি দেশের সম্ভাব্য নেতা হিসেবে মোটেও আদর্শ ঘটনা নয়। এদিকে এই ঘটনা বিদ্রূপের সঙ্গেও মিশে আছে, কারণ নিজ দেশের গণমাধ্যমে তারেক রহমানের বক্তৃতা প্রচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে নিয়ে এভাবেই সংবাদের সূচনা লিখেছে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন। ২৮শে জানুয়ারি প্রকাশিত তারেক রহমানের সাক্ষাৎকারে দেশের সামপ্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জের নানা বিষয় উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনটির শিরোনাম- 'বাংলাদেশ'স প্রোডিগাল সন'। এতে বলা হয়, দীর্ঘ ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর গত ২৫শে ডিসেম্বর নিজ মাতৃভূমিতে পা রেখেছেন তারেক রহমান। দেশে ফিরে টাইম ম্যাগাজিনের সঙ্গেই প্রথম কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন, বর্তমানে তিনি এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছেন। নিজের বাড়ির সামনে যে স্থানে বসে সাক্ষাৎকার দেন সেখানে তার চারপাশে ছিল বাগানবিলাস আর গাঁদা ফুলের পরিবেশ। বিএনপি'র চেয়ারম্যান নিজের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেন, আসলে আমি খুব ভালো বলতে পারি না, তবে আমাকে কিছু করতে বললে তা সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করি।

গত কয়েক সপ্তাহ তারেক রহমানের জন্য সময়টা রীতিমতো ঝড়ের মতো ছিল। লাখ লাখ উচ্ছ্বসিত জনতার অভ্যর্থনায় গত ২৫শে ডিসেম্বর বাংলাদেশে পা রাখেন তিনি। এর ঠিক পাঁচ দিন পরই দীর্ঘ অসুস্থতার পর তার মা, বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যু হয়। যাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে রাজধানীতে বিপুল জনসমাগম হয়। এই স্মৃতি বলতে গিয়ে ছল ছল চোখে তারেক রহমান বলেন, আমার হৃদয় খুব ভারী লাগছে। তবে তার (খালেদা জিয়া) কাছ থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তা হলো- যখন দায়িত্ব আসে, তখন তা পালন করতেই হয়। হয়তো এ --১৬ পৃষ্ঠায়

মুখোমুখি বিএনপি-জামায়াত

উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র-গোলা বারুদ

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, প্রার্থীর উপর ডিম নিক্ষেপ, দেশ ব্যাপী সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই চলছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির মধ্যে এই নির্বাচনকে ঘিরে সর্বত্র বিরাজ করছে আতঙ্ক। এরই মধ্যে বুধবার শেরপুরের ঝিনাইগাতি উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএনপির সঙ্গে সংঘর্ষে উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা রেজাউল করিম নিহত হয়েছেন। উপজেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানে চেয়ারে বসা নিয়ে বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী মাঠে থাকলেও তাদের ভূমিকা হতাশাজনক বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা নিয়ে সেনাবাহিনী মাঠে দায়িত্ব পালন করলেও তারা ৫ আগষ্ট'২৪ দেশের থানাগুলো থেকে লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলা বারুদ উদ্ধারে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তবে গেল সাপ্তাহে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র নির্বাচনী সহিংসতায় ব্যবহার হবে না।

এদিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাজ্য --১৬ পৃষ্ঠায়

বিচারকের বাসায় ককটেল হামলা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গোপালগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদলতের বিচারক মো. শামছুল হকের বাসভবনে ককটেল হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাত পৌনে ১০ টার দিকে শহরের পোস্ট অফিস রোডে অবস্থিত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে। কে বা কারা ককটেল নিক্ষেপ করেছে, তা এখনো জানা যায়নি।

ককটেল বিস্ফোরণে বিকট শব্দে পুরো শহর কেঁপে ওঠে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে যখন শহরজুড়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছিল, ঠিক তখন হঠাৎ জেলা ও দায়রা জজের বাসভবন লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা ককটেল নিক্ষেপ করে। বিকট শব্দে ককটেলটি বিস্ফোরিত হলে আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনার পরপরই গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপারসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন --১৭ পৃষ্ঠায়

জামায়াতের উত্থান কেন ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ?

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের ২০২৬ সালের সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, জামায়াতে ইসলামির রাজনৈতিক তৎপরতাও তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। দলটি আর প্রান্তিক কোনো ইসলামপন্থী শক্তি হিসেবে সীমিত বা দুর্বল প্রভাব বিস্তারের পথে নেই। বরং সূত্রের দাবি, জামায়াত এখন একটি ঠান্ডা মাথার, তথ্যনির্ভর ও লক্ষ্যভিত্তিক কৌশল বাস্তবায়ন করছে যার মূল লক্ষ্য সারা দেশে উপস্থিতি দেখানো নয়, বরং নির্দিষ্ট আসনে নিশ্চিত জয়।

সিএনএন নিউজ১৮ এর হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী, জামায়াতের নীতিনির্ধারকরা আসনভিত্তিক বিস্তৃত বিশ্লেষণ চালিয়েছেন। এতে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের ভোটের তথ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ জরিপের ফলাফল যুক্ত করা হয়েছে। ৩০০টি সংসদীয় আসন জুড়ে পরিচালিত এই বিশ্লেষণের ফলেই দলের লক্ষ্য ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খায় বড় ধরনের পুনর্মূল্যায়ন ঘটে।

২০২৪ সালের অক্টোবরের মধ্যে জামায়াত তাদের বাস্তবসম্মত লক্ষ্য সংকুচিত করে ১৬২টি আসনে নিয়ে আসে যেসব আসনে সমন্বিত প্রচেষ্টায় জয় সম্ভব বলে তারা মনে করছে। অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো একে 'বুদ্ধিদীপ্ত সংহতি' হিসেবে বর্ণনা করেছে। শক্তি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে বাকি ১৩৮টি আসন থেকে জনবল, অর্থ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম ইচ্ছাকৃতভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এই কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উঠে এসেছে রাজধানী ঢাকা। প্রতীকী গুরুত্ব, গণমাধ্যমে উচ্চ দৃশ্যমানতা এবং জাতীয় রাজনৈতিক বয়ান গঠনের ক্ষমতার কারণে রাজধানীর --১৬ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনে ব্যয় ৩ হাজার কোটি ১০০ কোটি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের বাজেট ও ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এবারের নির্বাচনে ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারণ করেছে সাংবিধানিক সংস্থাটি। ভোটগ্রহণ হবে ৪২ হাজার ৭৬৬টি ভোটকেন্দ্রের দুই লাখ ৪৭ হাজার ৪৮২টি ভোটকক্ষে। এ নির্বাচনে ভোটের মাঠে দায়িত্ব পালন করা বিএনসিসি ক্যাডেটদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভোট সামনে রেখে প্রার্থীদেরকে কোনো অনুদান, বরাদ্দ ও সংবর্ধনা গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ইসি।

নির্বাচনের বাজেট সম্পর্কে ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। আর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অনুকূলে বরাদ্দ রাখা --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে অতিদরিদ্রতার মধ্যে বসবাস করছেন ৬৮ লাখ মানুষ

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ যুক্তরাজ্যে দারিদ্রতা আরও গভীর হয়েছে। বর্তমানে দেশটিতে ৬৮ লাখ মানুষ অতিদরিদ্রতার মধ্যে বসবাস করছেন। যা গত তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন (জেআরএফ) এক প্রতিবেদনে গত মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব নির্বাচন ২০২৬: নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত

সভাপতি তারেক, সাধারণ সম্পাদক আকরাম, কোষাধ্যক্ষ হান্নান

স্টাফ রিপোর্টার: উৎসবমুখর পরিবেশে ইস্ট লন্ডনের ওয়েস্ট হ্যামের ইমপ্রেশন হলে অনুষ্ঠিত হলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের (এলবিপিসি) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ও দ্বিবার্ষিক নির্বাচন ২০২৬। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি সাংবাদিকদের বৃহত্তম এই সংগঠনের নির্বাচনে ব্যাপক উৎসাহ ও প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। --১৭ পৃষ্ঠায়

বিএনপি-জমিয়ত জোটের সকল প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের উদ্যোগে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, রবিবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আমাদের প্রত্যাশা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকিমের সভাপতিত্বে এবং ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বিএনপি-জমিয়ত জোটের খেজুর গাছ প্রতীকের জমিয়তের চারজন প্রার্থীসহ জোটের সকল প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকেই ধানের শীষ ও খেজুর গাছ প্রতীকের প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সফলতার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবো-এটাই আজকের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। বক্তারা আরো বলেন, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্য না থাকলে আজ দেশের অস্তিত্ব মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তো। দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হলে এ ঐক্য সর্বাবস্থায় ধরে রাখতে হবে। দেশ গঠন ও উন্নয়নের জন্য এই ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।

বক্তারা বলেন, যারা বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম, তারাই বিভাজনের পথ বেছে নিয়েছে। এই বিভাজনের সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে যাদের স্পষ্ট ধারণা নেই, তারাই অপরিণামদর্শী চিন্তাধারায় নিমগ্ন রয়েছে।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা খেজুর গাছ প্রতীক নিয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের যেসব জাতীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের যোগ্যতা ও বাগ্মিতার প্রশংসা করেন। বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, ইনশাআল্লাহ দেশ গঠনে তাঁদের ভূমিকা প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিফলিত হবে।

ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বলেন, অতীতে ইসলাম ও এন্টি-ইসলাম বিভাজনের মাধ্যমে ব্যালট বাক্সকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় সংকট তৈরি করা হয়েছিল, তা থেকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ দেশের জনগণকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যথায় কোটি কোটি তাওহিদী জনতার মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিভাজন সৃষ্টি হতো, যার খেসারত দেশকে চরম মূল্য দিয়ে দিতে হতো।

গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশ নেন ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ ও হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী। এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও ইউকে জমিয়ত সাউথ ওয়েস্ট ইংল্যান্ডের সভাপতি মাওলানা অলিউর রহমান, ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা মাস্টার সৈয়দ ফররুখ আহমদ, আলহাজ্ব খালিছ মিয়া, সহ-সেক্রেটারি হাফিজ জিয়া উদ্দিন, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সেক্রেটারি মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, ইউকে জমিয়ত সাউথ ওয়েস্ট ইংল্যান্ডের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ খলিল মিয়া, অফিস সম্পাদক মাওলানা ফখরুদ্দীন বিশ্বনাথী, সদস্য মাহফুজ আহমদ চৌধুরী, মাওলানা জুনাইদ আহমদ, মিজানুল ইসলাম চৌধুরী, তাকির চৌধুরী ও সৈয়দ শোয়েব আহমদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং জোটের প্রতিটি প্রার্থীকে বিজয়ী করতে বিএনপি-জমিয়ত জোটকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তৃণমূল থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল নেতাকর্মীকে সততা, নিষ্ঠা ও ঐক্যের সঙ্গে মাঠে সক্রিয় থাকার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় জমিয়তের খেজুর গাছ প্রতীকের চারজন প্রার্থীর নাম উল্লেখ করে বলা হয়-

সিলেট-০৫ আসনে জমিয়ত-বিএনপি জোটের মনোনীত প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে সহ-সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, নীলফামারী-০১ আসনে মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দি এবং নারায়ণগঞ্জ-০৪ আসনে যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মনির হুসাইন কাসেমীসহ বিএনপি-জমিয়ত জোটের সকল প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ ও দায়িত্বশীল ভূমিকার মাধ্যমে জনগণের সমর্থনে বিএনপি-জমিয়ত জোটের প্রার্থীরা আসন্ন নির্বাচনে বিজয় অর্জন করবেন।

সভায় কমিউনিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাকির চৌধুরী জমিয়তের কার্যক্রমকে গতিশীল করার প্রত্যয় নিয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউকে জমিয়তে যোগদান করেন। এসময় ইউকে জমিয়ত নেতৃবৃন্দ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাকির চৌধুরী কে বরণ করে নেন।

ছাতক এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের তিন ট্রাস্টিকে পিএইচডি অর্জনে সংবর্ধনা

সোমবার, ২৬ জানুয়ারি লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে ছাতক এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে তাদের তিনজন ট্রাস্টিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে পিএইচডি সম্পন্ন করায় এক সংবর্ধনার আয়োজন করে।

সংবর্ধনাটি প্রদান করা হয় এডুকেশন সেক্রেটারি ড. শামীম আহমেদ, বর্তমান সেক্রেটারি ড. আনসার আহমেদ উল্লাহ এবং ড. মুফতি মোহাম্মদ একরামুল হক মিয়াকে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন এবং যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সহকারী সেক্রেটারি সাবেক কাউন্সিলর রুহুল আমিন এবং সহকারী সেক্রেটারি মোনসুজ্জামান মোহন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মাওলানা মোহাম্মদ মুজাহিদ উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক টাওয়ার হ্যামলেটস স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন, সাবেক নিউহ্যাম চেয়ার কাউন্সিলর রহিমা রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলর লিলু আহমেদ তালুকদার, কাউন্সিলর ফারুক আহমেদ, সাবেক টাওয়ার হ্যামলেটস ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মোহাম্মদ শহীদ আলী, চিফ প্যাট্রন এস এম সুজন মিয়া, সুরুজ আলী এবং হামিদ মোহাম্মদ।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চিফ প্যাট্রন এস এম সুজন মিয়া। এরপর বক্তব্য রাখেন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম আজম তালুকদার, ভাইস চেয়ার আফজাল রাজা চৌধুরী, ভাইস চেয়ার শরীফ উল্লাহ, ভাইস চেয়ার মাহমুদ আলী, ভাইস চেয়ার আকমল হুসাইন, ট্রেজারার আসকর আলী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আবুল লেইস , আবু শাহিদ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি কামরুজ্জামান, হেলথ সেক্রেটারি মিজানুর রহমান, হুমায়ুন কবির, পাবলিকেশন সেক্রেটারি আলমগীর শাহরিয়ার, মোশাররফ হোসেন, আশিকুল ইসলাম আশিক, আনোয়ার হোসেন পাইলওয়ান, আব্দুল বাসিত, স্কলারশিপ সেক্রেটারি আরশাদ আহমেদ, আনোয়ার হুসাইনসহ অন্যান্যরা।

বক্তারা ট্রাস্টিদের এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানান এবং উচ্চশিক্ষা ও কমিউনিটি নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

স্কটিশ পার্লামেন্টে সৌধকে অভিনন্দন জানিয়ে বিশেষ প্রস্তাব

বৃটেনে দক্ষিণ এশীয় শিল্পের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা সৌধ সোসাইটি অব পোয়েট্রি এন্ড ইন্ডিয়ান মিউজিককে অভিনব সব শিল্প প্রকল্প দিয়ে মূলধারার শিল্পাঙ্গনে নিজের নতুন দর্শকশ্রেণী গড়ে তোলা ও অব্যাহতভাবে উচ্চমানসম্পন্ন শিল্প পরিবেশনার জন্যে অভিনন্দন জানিয়ে স্কটিশ পার্লামেন্টে এক বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। গত বছর ১৮ ডিসেম্বরে পার্লামেন্টে সৌধের বিশেষ প্রযোজনা 'রাইমস ফর রিভার এন্ড প্লান্টিং পোয়েট্রি ইন পার্লামেন্ট' শেষে এশিয়ান বংশোদ্ভূত স্কটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ফয়সল চৌধুরি এই বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ বছর জানুয়ারির শুরুতে পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটেও এই অভিনন্দন প্রস্তাব সংযুক্ত হলে একে সমর্থন ও স্বাগত জানান কম পক্ষে দশজন বিশিষ্ট স্কটিশ সাংসদ। তারা হলেন কলিন বেটি, মাইলস ব্রিগস, আনাবেল ইউয়িং, কেনেথ গিবসন, বিল কিড, ফুলটন ম্যাকগ্রাগর, এডওয়ার্ড মাউন্টেইন, পল সুইনি, মার্সিডিজ ভিল্লাভা, টেস হোয়াইট।

সৌধের যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা কবি টি এম আহমেদ কায়সার এই প্রস্তাবকে বছরের শুরুতেই 'এক মাইলফলক অর্জন' হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সৌধ পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণের ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শিল্পপিপাসু মানুষের কাছে পৌঁছাতে বিশ্বের বিচিত্র সব শিল্পের নিরীক্ষামূলক পরিবেশনা উপস্থাপন করে আসছে। এজন্যে আমরা জগদ্বিখ্যাত রয়াল আলবার্ট হল, সাউথব্যাংক সেন্টার, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শেলডনিয়ান থিয়েটার, ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভ্যানুতে বা বিভিন্ন শহরের সব বিখ্যাত থিয়েটার হলে যেমন নিজেদের প্রযোজনা মঞ্চায়ন করেছি বিচিত্র সব দর্শক সমাজের কাছে, আমাদের কাজগুলো একইভাবে হাউজ অব কমন্স, ওয়েলশ পার্লামেন্ট বা স্কটিশ পার্লামেন্টেও পরিবেশন করেছি তাদের জন্যে, যাদের সচরাচর আর্টভ্যানুতে দর্শক হিসাবে পাওয়া যায় না। ফলে স্কটিশ পার্লামেন্টে আমাদের অনুষ্ঠানের পর পার্লামেন্টের সাংসদরা মিলে এরকম প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তা নি:সন্দেহে এক বিরল প্রাপ্তি। ইতোপূর্বে হাউজ অব কমন্সে সৌধের এক বিশেষ প্রযোজনার পর বৃটেনে লেবারদলীয় বর্ষিয়ান সাংসদ ফ্যাবিয়ান হামিলটন বলেছিলেন, বৃটিশ পার্লামেন্টে এরকম সম্মোহনী কোনো শিল্পপরিবেশনা তাঁর ২৯ বছরের সংসদ-জীবনে কখনোই প্রত্যক্ষ করেননি।

কায়সার এই বিরল প্রাপ্তিকে সৌধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিল্পী ও স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

উল্লেখ্য, প্রায় পনেরো বছর আগে ২০১১ সালে কবি টি এম আহমেদ কায়সার ও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী চন্দ্রা চক্রবর্তী মিলে সৌধ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিচিত্র সব শিল্প-সমবায়ী প্রকল্প ও উচ্চমানসম্পন্ন উপস্থাপনার কারণে সৌধ বৃটেনের মূলধারার শিল্পাঙ্গনে ব্যাপক পরিচিতি পায় এবং তাতে, দক্ষিণ এশীয় দর্শকদের পাশাপাশি গোটা বৃটেন জুড়ে সৌধ বিপুল অভারতীয় দর্শকও তৈরি করে। গতবছর ডিসেম্বরে স্কটিশ পার্লামেন্টে 'রাইমস ফর রিভার এন্ড প্লানটিং পোয়েট্রি ইন পার্লামেন্ট' অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও কবিতা পরিবেশনায় অংশ নেন প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী চন্দ্রা চক্রবর্তী, রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী অনুসূয়া পাল, কবি টি এম আহমেদ কায়সার, কবি মেধা সিং ও স্প্যানিশ কবি নাজারেথ রানিয়া।

লন্ডনে শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর ১১তম শাহদাতবার্ষিকীতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশের প্রথম রাস্ট্রপতি ও মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠোট পুত্র এবং বিএনপি চেয়ারম্যান এর আদরের ছোট ভাই প্রশিক্ষিত পাইলট ও ক্রীড়া সংগঠক শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর ১১তম শাহদাতবার্ষিকী উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির উদ্যোগে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুস্টিত হয়। যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ও সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২৫শে জানুয়ারি সোমবার বাদ এশা পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন জামে মসজিদে অনুস্টিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে যুক্তরাজ্য বিএনপি, জোনাল কমিটি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিল পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত বক্তবে যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে আগত সকল নেতৃবৃন্দ ও মুসল্লিদের ধন্যবাদ জানিয়ে আরাফাত রহমান কোকো সহ জিয়া পরিবার এবং বিশ্বে মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য দোয়া কামনা করেন।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে শহীদ আরাফাত রহমান কোকো, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত এবং বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশ্বের মুসলিম উম্মার শান্তির জন্য মহান আল্লাহ্‌রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া মোনাজাত করা হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন মসজিদের ইমামবৃন্দ।

মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে বিএনপি ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি শেখ শামসুদ্দিন শামীম, সাবেক সহ সভাপতি কাজী ইকবাল হোসেন দেলোয়ার, সাবেক সহসভাপতি আশারাফ উল ইসলাম হীরা, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি আক্তার হোসেন, সাবেক সিনিয়র সদস্য শামসুর রহমান মাহতাব, সাবেক সিনিয়র সদস্য এম এ সালাম, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট খলিলুর রহমান, সাবেক সহ দপ্তর সম্পাদক সেলিম আহমেদ, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক রাজন আলী সাঈদ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম আহমেদ, যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বাবর চৌধুরী, জাসাস ইউরোপের সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, জাসাসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাজবীর চৌধুরী শিমুল, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সদস্য এ জে লিমন, লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী, সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুস শহিদ, সাবেক সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক তৌকির শাহ, সাবেক সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক সোহেল আহমেদ সাদিক, সাবেক সহপ্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আরিফ আহমেদ, সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন, সাবেক ছাত্রনেতা সাইফুল ইসলাম মিরাজ, লন্ডন মহানগর বিএনপির নেতা আব্দুস সালাম আজাদ, এম এ তাহের, জিয়াউর রহমান, সৈয়দ আতাউর রহমান, হালিমুল ইসলাম হালিম, বাচ্চু মিয়া, তারেক উদ্দিন, জয় ইসলাম, রফিক আহমদ, সৈয়দ খবির, নিজাম উদ্দিন, নিউহাম বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক খন্দকার আব্দুল কারিম নিপু, ইস্ট লন্ডন বিএনপির সাবেক সহসাধারন সম্পাদক আকলিমুর রেজা চৌধুরী মান্না, মেহদাদ আহমেদ, ইকবাল হোসেন, যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি দেওয়ান আব্দুল বাসিত, সহসভাপতি আক্তার হোসেন শাহিন, সহসভাপতি শাজাজান আলম, সাবেক সহসভাপতি বাকি বিল্লাহ জালাল, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ লায়েক মোস্তাফা,যুগ্ম সম্পাদক সাব্বির আহমেদ সুমন, সহসাংগঠনিক সৈয়দ মামুন আহমেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আতাউর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম শিমু, আজিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, আকমক হোসেন, ইমরানুরল হক রাসেল প্রমুখ।

লন্ডনে ইউকে জমিয়তের উদ্যোগে যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতৃবৃন্দের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমান পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে লন্ডনে গত ২৫ জানুয়ারি গুরুত্বপূর্ণ একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্ট মিলনায়তনে তাৎপর্যপূর্ণ মতবিনিময় সভার আয়োজন করে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউ কে। ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আবদুল মুনতাকিম এর সভাপতিত্বে ও ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক জনাব আবুল কালাম আজাদ। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য সচিব জনাব খসরুজ্জামান খসরু। যুক্তরাজ্য বিএনপি ও ইউকে জমিয়তের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও মতবিনিময় সভায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

সভায় বক্তারা বলেন আমরা যে যেখানে আছি, আমরা ধানের শীষ ও খেজুর গাছের প্রার্থীদের সর্বোচ্চ সফলতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো, এটাই আজকের অঙ্গীকার হওয়া উচিত। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ব্যাপক ঐক্য না থাকলে আজ দেশের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হত। দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে এই ঐক্য সর্বাবস্থায় ধরে রাখতে হবে। দেশ গঠন ও উন্নয়নের জন্য এই ঐক্যের কোন বিকল্প নেই। যারা সরেজমিন বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয় এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ, তারা বিভাজনের পথ বেছে নিয়েছে। এই বিভাজন আমাদের রাজনীতির উপরযে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এর সঠিক ধারণা যাদের নেই, তারাই অপরিণামদর্শী চিন্তাধারা লালনে ব্যস্ত হয়ে আছে। বি,এখন,পি নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম যোগ করে আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা স্থাপনে যে ভূমিকা পালন করেছেন, এ আস্থা আমাদেরকে ধরে রাখতে হবে। খেজুর গাছ প্রতীক নিয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের যেসব জাতীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের অসাধারণ যোগ্যতা ও বাগ্মিতা আমাদের জন্য আশাব্যঞ্জক।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলাহ- মাদ্রিদ, স্পেন শাখার আয়োজনে সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আল্লামা হযরত ফুলতলী(র:)এর হাতেগড়া সংগঠন আঞ্জুমানে আল ইসলাহ। ইসলামের ক্রান্তিলগ্নে দ্বীনি ফিকির বাস্তবায়নে এ ধর্মীয় সংগঠন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আঞ্জুমানে আল ইসলাহ স্পেন মাদ্রিদ শাখার সদস্য সংগ্রহ ও আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা(র:)ঈসালে সাওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১২ জানুয়ারি বাদ এশা কাইয়ে কারাভাকা শাহজালাল লতিফিয়া বাংলাদেশ মসজিদে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শাহজালাল লতিফিয়া বাংলাদেশ মসজিদ কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফিজ আবুল কাসেম। সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজমাল হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় শুরুতে কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করেন মসজিদের ইমাম হাফিজ উসমান খান শামীম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকের সহ সেক্রেটারি মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান। ভার্চুয়াল মাধ্যমে তিনি বলেন সহিহ আকিদা নেক আমল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও খেদমত খালক এই আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের পীর ও মুর্শিদ আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা ১৯৭৯ সালে আঞ্জুমানে আল ইসলাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বহুমুখী খেদমত দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। দুর্যোগপূর্ণ সময় সত্য মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবনে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ফিৎনার জামানায় আল ইসলাহ সঠিক আকিদা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাওলানা খলিলুর রহমান। আরও বক্তব্য রাখেন হাফিজ আবু তাহের মিসবাহ,সাদ আহমেদ, মাওলানা আব্দুর রউফ, মাওলানা আবদুল হামিদ, হাফিজ মাওলানা ফখরুল ইসলাম, কারী জুয়েল মিয়া, আসাদুজ্জামান, হাফিজ নুরুল হক, আব্দুল জাব্বার, মাওলানা আতিকুর রহমান, হাফিজ মিজানুর রহমান, জিলু মিয়া, রেজাউল করিম, আমিন মিয়া, আব্দুল হালিম, সজল অযসবফ, আব্দুল লতিফ, বেলায়েত হোসেন, আব্দুল আজিজ আহমেদ, অনিক আহমেদ, আব্দুল হামিদ তালুকদার, আবদুল লতিফ তালুকদার, সারোয়ার হোসেন, মুহিবুর রহমান, রিয়াজ উদ্দিন, মিসবা উদ্দিন হেলাল, আল ফাহাদ, মুশাহিদ খান, কামাল উদ্দিন, শাহজাহান মুকাররম, সোহেল আহমেদ, নজরুল ইসলাম, ফয়সাল আহমেদ, মুজিবুর রহমান, শিব্বির আহমেদসহ আরও অনেকে। পরে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনঃ স্টাফ রিপোর্টার, জানুয়ারী মাসের ১০ তারিখ, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিন। একাত্তর সনের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হওয়ার পর পাকিস্তানের কারাগারে নয় মাসের কারাভোগ শেষে ১৯৭২ সনের ৮ জানুয়ারি মুক্তি পেয়ে লন্ডন এবং দিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ফেরেন ১০ জানুয়ারী বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতীয় জীবনে দিনটি এ কারণে আরও গুরুত্ব বহন করে যে, ঐদিন বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পথে নয়া দিল্লিতে যাত্রা বিরতিকালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বিজয়ের তিন মাসের মাথায় বাংলাদেশ থেকে তার দেশের সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন।এটাকে অনেকে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয়বারে মতো বিজয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বলে মনে করেন।

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগ আয়োজন করেছিল অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস'র আলোচনা সভা।

এদিন পূর্ব লন্ডনের একটি কমিউনিটি হলে সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক মন্ত্রী সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী রাজশাহী জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ দারা, সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান প্রমুখ।অন্যান্যদের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হরমুজ আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নঈম উদ্দিন রিয়াজ, মারুফ আহমেদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, দফতর সম্পাদক শাহ্ শামীম আহমেদ, সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আনসারুল হক, শ্রী রবিন পাল, সারব আলী, সৈয়দ সুরুক আলী, কাওসার আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মেহের নিগার চৌধুরী, লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আনহার মিয়া, সাধারণ সম্পাদক আলতাফুর রহমান মুজাহিদ, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শিল্পপতি রওশন আলী মাস্টার, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সহসভাপতি আফজল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমেদ খান, যুক্তরাজ্য আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সায়াদ আহমেদ সাদ, সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম বাচ্চু, যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সজীব ভুইয়াসহ অনেকে।

আওয়ামীলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগ দিতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে শাখা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিপুলসংখ্যক প্রবাসীরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

লন্ডনে মৌলভীবাজার-৪ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হাজী মুজিবের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বৃটেনের লন্ডনে মৌলভীবাজার-৪ (কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল) আসনে ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান চৌধুরী হাজী মুজিবের সমর্থনে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কমলগঞ্জের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে এক নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্প্রতি মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারী) লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকার কাচ্চি ডাইন রেস্টুরেন্টে অধ্যাপক শেখ এম শামীম শাহেদের সভাপতিত্বে এবং কমলগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কাজী ফয়ছলের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও কমলগঞ্জ উপজেলা জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউকের সভাপতি এস. এম. আতিকুর রহমান।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সদস্য সচিব খসরুজ্জামান খসরু, নজরুল ইসলাম, কমলগঞ্জ যুবদলের সাবেক নেতা আব্দুস শহীদ, গোলাম হায়দার চৌধুরী শালুক, কমলগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী টিটু, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক তালুকদার নাজিম উদ্দীন রনি।

এসময় যুক্তরাজ্য যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক মিলাদ হোসেন রুবেল, শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজের সহ-সভাপতি তারেক আহমদ, ৫নং কালাপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা সাইফুর রহমান, শ্রীমঙ্গল পৌর ছাত্রদলের নেতা সিদ্দিকুর রহমান, শ্রীমঙ্গল উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রুমেল মিয়া, শমশেরনগর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মুহিবুর রহমান অপু, কমলগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল আলম চৌধুরী আলাল, যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর সাদেক জামী, কমলগঞ্জ জাতীয়তাবাদী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সাইফুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল আলম চৌধুরী, সামী চৌধুরী,

যুক্তরাজ্য যুবদলের সভাপতি আফজাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বাবর চৌধুরী, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ এ.জে. লিমন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সহ-সভাপতি আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম সায়েম, কবি খালেদ সাইফুল্লাহ, নোমান আহমদ, আতাউর রহমান ইমন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন মৌলভীবাজার-৪ (কমলগঞ্জ-শ্রীমঙ্গল) আসন ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান চৌধুরী হাজী মুজিব। তিনি প্রবাসী নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় ঐক্য বজায় রেখে সর্বাত্মকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে সদ্যপ্রয়াত বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান চৌধুরী হাজী মুজিবের নির্বাচনী সাফল্য কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন কমলগঞ্জের প্রবীণ মুরব্বি আব্দুল আহাদ।

পরিশেষে সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক শেখ এম শামীম শাহেদ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত কমলগঞ্জের সবাইকে বিশেষ ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানান এবং সবাই সর্বাত্বকভাবে কাজ করে ধানের শীষে ভোট দিয়ে হাজী মুজিবের বিজয়ের মাধ্যমে এই আসনটি দেশনেতা তারেক রহমানকে উপহার দেওয়ার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সবাইকে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দুবাইয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে বিশ্বের প্রথম সোনার রাস্তা

পোস্ট ডেস্ক : বিলাসিতা ও অভিনব স্থাপত্যের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত দুবাই এবার নতুন এক ইতিহাস গড়তে চলেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের এই শহরেই নির্মাণ করা হচ্ছে বিশ্বের প্রথম সোনা দিয়ে তৈরি রাস্তা। দুবাই সরকারের এক ঘোষণায় জানানো হয়েছে, শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে এই সোনার রাস্তা নির্মাণ করা হবে। রাস্তাটির ওপরের স্তরে বিশেষ প্রযুক্তিতে প্রক্রিয়াজাত স্বর্ণের প্রলেপ ব্যবহার করা হবে, যা তীব্র তাপ ও ভারী যানবাহনের চাপ সহ্য করতে সক্ষম।

কর্তৃপক্ষের মতে, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো পর্যটন খাতকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং আধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তিতে দুবাইয়ের নেতৃত্ব আরও জোরদার করা। পাশাপাশি, এটি টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী রাস্তা নির্মাণে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে।

প্রকল্পটি সফল হলে ভবিষ্যতে দুবাইয়ের আরও কিছু এলাকায় সোনার রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই ঘোষণা ইতোমধ্যেই বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং দুবাই আবারও প্রমাণ করলড়অসম্ভবকে সম্ভব করাই তাদের পরিচয়।

বাংলাদেশিদের কাজের প্রলোভনে রাশিয়া থেকে পাঠানো হচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধে!

পোস্ট ডেস্ক : চাকরির প্রলোভনে বহু বাংলাদেশি শ্রমিক রাশিয়ায় গিয়ে ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ইলেকট্রিশিয়ানসহ সাধারণ কাজের আশ্বাস দিয়ে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ইউক্রেন যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে লক্ষ্মীপুরের মাকসুদুর রহমানের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকরির আশায় রাশিয়া গেলেও মস্কোতে পৌঁছানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন ইউক্রেন যুদ্ধের সম্মুখ সমরে।

মাকসুদুরের ভাষ্য অনুযায়ী, রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর তাকে ও অন্য বাংলাদেশি শ্রমিকদের এমন কিছু নথিতে স্বাক্ষর করানো হয়, যেগুলো পরে সামরিক চুক্তি বলে জানা যায়।

এরপর তাদের একটি সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ড্রোন পরিচালনা, আহতদের সরিয়ে নেওয়া এবং ভারী অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

এতে আপত্তি জানালে এক রুশ কমান্ডার অনুবাদ অ্যাপ ব্যবহার করে বলেন, 'তোমাদের এজেন্টই এখানে পাঠিয়েছে। আমরা তোমাদের কিনেছি।'

মাকসুদুর জানান, কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের মারধর করা হতো এবং ১০ বছরের কারাদণ্ডের হুমকি দেওয়া হয়। সাত মাস পর তিনি পালিয়ে দেশে ফিরতে সক্ষম হলেও তার সঙ্গে যাওয়া আরও কয়েকজন বাংলাদেশির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এপি জানিয়েছে, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের পক্ষে তারা ভ্রমণসংক্রান্ত নথি, রুশ সামরিক চুক্তি, চিকিৎসা ও পুলিশ প্রতিবেদন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের ছবিসহ নানা প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। এসব নথিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, কীভাবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য করা হয়েছে।

মাকসুদুর রহমানসহ অন্তত তিনজন বাংলাদেশি দাবি করেছেন, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সামনের সারিতে পাঠানো হয়। সেখানে তাদের কাজ ছিল রুশ সেনাদের আগে এগিয়ে যাওয়া, রসদ পরিবহন, আহতদের উদ্ধার এবং নিহতদের দেহ সরিয়ে নেওয়া।

এ ধরনের অভিযোগ শুধু বাংলাদেশিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারত, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নাগরিকেরাও একই ধরনের প্রতারণার শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছেন। একই সঙ্গে কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডান ও ইরাকের কর্মকর্তারাও জানিয়েছেন, তাদের দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবেদনে মুন্সিগঞ্জের মোহন মিয়াজির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রাশিয়ার একটি গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় ইলেকট্রিশিয়ান হিসেবে কাজ করলেও চরম শীত ও কঠোর পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এক রুশ নিয়োগকারী তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে নয় ইলেকট্রনিক বা ড্রোন ইউনিটে রাখা হবে। কিন্তু ইউক্রেনের আভদিভকা শহরের একটি সামরিক ক্যাম্পে পৌঁছেই তিনি প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন।

মোহনের অভিযোগ, আদেশ অমান্য করলেই শাবল দিয়ে মারধর, হাতকড়া পরানো এবং ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে নির্যাতন করা হতো। ভাষাগত জটিলতার কারণে ভুল বোঝাবুঝি হলেও তাঁকে মারধরের শিকার হতে হয়েছে।

এ বিষয়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিংবা বাংলাদেশের সরকার কেউই এপির প্রশ্নের জবাব দেয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নিখোঁজ শ্রমিকদের পরিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন থানায় অভিযোগ করেছে এবং তদন্তের দাবিতে একাধিকবার ঢাকায় এসে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে।

এমনই এক পরিবারের সদস্য সালমা আক্তার জানান, তার স্বামী আজগর হোসেন শেষবার গত বছরের ২৬ মার্চ যোগাযোগ করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, তাকে রুশ সেনাবাহিনীর কাছে 'বিক্রি' করে দেওয়া হয়েছে। শেষ অডিও বার্তায় আজগর বলেছিলেন, 'আমার জন্য দোয়া করো।'

বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রকে বয়কটের আহ্বান ফিফার সাবেক সভাপতির

পোস্ট ডেস্ক : আসন্ন ২০২৬ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসবে তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায়। বিশ্বকাপ ঘিরে বিতর্ক যেন দিন দিন আরও ঘনীভূত হচ্ছে। স্বাগতিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অভিবাসন নীতিকে কেন্দ্র করে এবার সরাসরি বিশ্বকাপ বয়কটের আহ্বান জানালেন সাবেক ফিফা সভাপতি সেপ ব্লাটার।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের বিরূপ আচরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন সেপ ব্লাটার। দুর্নীতিবিরোধী আইনজীবী ও সুইস অ্যাটর্নি মার্ক পিয়েথ গত সপ্তাহে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ থেকে সমর্থকদের দূরে থাকা উচিত বলে জানান। তাকে সমর্থন জানিয়ে এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে বার্তা দিয়েছেন সাবেক এই ফিফা সভাপতি।

সুইজারল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম 'দার বান্ড'কে আইনজীবী পিয়েথ বলেন, 'রাজনৈতিক বিরোধীদের উপেক্ষা, অভিবাসন সংস্থার অত্যাচারের মতো বিষয়গুলো আমরা দেশজুড়ে (যুক্তরাষ্ট্র) দেখছি। যা সমর্থকদের দেশটিতে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে না। তাদের প্রতি আমার একটাই পরামর্শু যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরে থাকুন। এর চেয়ে ভালোভাবে খেলা দেখতে পারবেন টেলিভিশনে। সমর্থকদের মনে রাখতে হবে যে, দেশটিতে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট না হলে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে, যদি ভাগ্য ভালো হয়।'

পিয়েথের এই বিশ্বকাপ বয়কটের মন্তব্যে সমর্থন দিয়ে ব্লাটার এক্সে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, 'সমর্থকদের জন্য শুধু একটাই পরামর্শ যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন! আমরা মনে হয় মার্ক পিয়েথের বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন তোলা যৌক্তিক।'

মিডিয়ায় অসাধারণ অবদানের জন্য মিডিয়া এওয়ার্ড পেলেন বাংলাভয়েস সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ

যুক্তরাজ্যে বাংলা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকর্মীদের সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব (এলবিপিসি) এর তেত্রিশ বছরের ঐতিহ্যে নতুন পালক যোগ হয়েছে গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৬, রবিবার। প্রথমবারের মত বিলেতেরে বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সংবাদকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি দিতে চালু হলো মিডিয়া এওয়ার্ড। অঞ্চলভিত্তিক বিভাগ ও সাতটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বেন্ট ইন বার্মিংহাম ক্যাটাগরির মিডিয়ায় অসাধারণ অবদানের জন্য বিজয়ী হন বাংলা ভয়েস সম্পাদক মোহাম্মদ মারুফ। এ পুরষ্কার নির্দিষ্ট ছিল ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিনিয়র সাংবাদিকের জন্য।

মোহাম্মদ মারুফ একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক, লেখক ও প্রাবন্ধিক। নব্বইয়ের দশক থেকে তিনি পেশাগতভাবে সাংবাদিকতা ও লেখালেখির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বাংলাদেশে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি নিয়মিত কলাম লিখে পাঠকমহলে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। সমাজ, রাজনীতি ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিষয়ে তাঁর লেখায় গভীর বিশ্লেষণ ও দায়বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন ও উম্মাহ চেতনা চিন্তাশীল পাঠকদের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচিত। এছাড়াও বিভিন্ন যৌথ কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা তাঁর সাহিত্যিক বহুমাত্রিকতার পরিচয় বহন করে।

২০০৩ সাল থেকে তিনি যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম শহরে বসবাস করছেন। প্রবাসজীবনের শুরু থেকেই তিনি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় বার্মিংহাম প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্যে সংসদসহ একাধিক সাহিত্য ও সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। লেখালেখি আর সাংবাদিকতার পাশাপাশি বার্মিংহাম তথা বৃটেনের অনেক সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িত মোহাম্মদ মারুফ একাধারে বাংলা প্রেসক্লাব বার্মিংহামের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি, হবিগঞ্জ সোসাইটি ইউকের উপদেষ্টা, হবিগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন দীর্ঘদিন ধরে।

বার্মিংহাম যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বাঙালি জনবসতির দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ। তবে দীর্ঘ সময় ধরে এখানে লন্ডন শহরের মতো কোনো পূর্ণাঙ্গ ও মানসম্মত বাংলা সংবাদপত্র ছিল না। এই শূন্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে মোহাম্মদ মারুফ ২০০৯ সালে বাংলা ভয়েস প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, এটি বার্মিংহামের প্রথম উদ্যোগ ছিল না; তবে এই প্রথম কোনো স্থানীয় বাংলা পত্রিকা প্রকাশনা মান, সম্পাদকীয় নীতি ও পেশাদার বিপণন কাঠামোর দিক থেকে লন্ডনের অন্যান্য মূলধারার বাংলা সংবাদপত্রের মানদণ্ডে উন্নীত হয়। বাংলা ভয়েস দ্রুতই বার্মিংহামের বাঙালি কমিউনিটির আস্থা অর্জন করে। এর পিছনের মুল ও একক কারিগর ছিলেন মোহাম্মদ মারুফ।

গত পনেরো বছর ধরে মোহাম্মদ মারুফ পেশাদোরিত্বের সাথে নিষ্ঠা ও নিরলস প্রচেষ্টায় কমিউনিটির বিভিন্ন ইস্যুতে জনসচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

এলবিপিসির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন ও সাধারণ সভায় উৎসবমুখর এবং আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রায় বিশটি এ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

সিলেট ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ২০০ জন হৃদরোগীর বাইপাস অপারেশন সম্পন্ন

সিলেট অফিস : সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো: রেজা-উন-নবী বলেছেন, হৃদরোগ চিকিৎসায় বাংলাদেশ এখন অনেক এগিয়ে, দেশে বর্তমানে উন্নত মানের চিকিৎসা হয়। হৃদরোগ থেকে মুক্ত থাকতে হৃদবান্ধব খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে হবে এর কোন বিকল্প নেই। একই সঙ্গে প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন। চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি জনসাধারণকে রোগ সম্মন্ধে ধারনা দিতে হবে। বিশেষ করে হৃদরোগ যাতে না হয় সেই কারণগুলো তুলে ধরতে হবে।

তিনি সোমবার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট আয়োজিত কোন ধরনের জটিলতা ছাড়া ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চীফ কার্ডিয়াক সার্জন প্রফেসর ডা. ফারুক আহমদ কর্তৃক ২০০ জন হৃদরোগীর বাইপাস অপারেশন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল প্রফেসর ডা. ফজিলা-তুন-নেসা মালিক। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ডা. ফারুক আহমদ।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট এর পাবলিসিটি সেক্রেটারী প্রফেসর ডা. মো. আব্দুস সালাম এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি আবু তালেব মুরাদের যৌথ সঞ্চালনায় এবং হাফিজ আব্দুল বাছির কর্তৃক পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এর ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ডিরেক্টর প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট আব্দুস সোবহান ভূইয়া, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি মুকতাবিস-উন-নূর, ডা. নাসিম আহমদ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট এর সভাপতি প্রফেসর ডা. মো. আমিনুর রহমান লস্কর, সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শোয়েব আহমেদ মতিন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সিলেট এর ভিসিটিং সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর ডা. মো. খালেদ মহসিন এবং কার্যকরি কমিটির সদস্য ডা. মোঃ শামীমুর রহমান।

ভারত বাংলাদেশের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে : সিলেটে সহকারী হাইকমিশনার

সিলেট অফিস : সিলেটে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাইকমিশনার শ্রী অনিরুদ্ধ দাস ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে বলেছেন, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত একটি সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান এবং বর্তমান সময়ে দুই দেশের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার হাত প্রসারিত রয়েছে। ভৌগোলিক নিকটতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে দুই দেশ একে অপরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। দুই দেশের তরুণ সমাজ, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও আঞ্চলিক সহযোগিতা দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ভারত একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

সোমবার সন্ধ্যায় নগরীর দরগাহ গেট এলাকায় একটি অভিযাত হোটেলে সিলেটে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সিলেটের জেলা প্রশাসক, বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মীসহ সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে সূচিত অনুষ্টানে দুই দেশের ঐতিহাসিক বন্ধন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি সম্মান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আয়োজন। স্থানীয় বাংলাদেশি শিল্পীদের পরিবেশনায় সংগীত, নৃত্য ও কবিতা আবৃত্তি অতিথিদের মুগ্ধ করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে দুই দেশের সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও ঐক্যের বার্তা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, এ ধরনের আয়োজন দুই দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে। তারা সিলেটে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেন।অনুষ্ঠান শেষে অতিথিদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজিত এসব কর্মসূচি সিলেটে ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় করে তোলে এবং ভারত-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশা প্রকাশ করেছে।

এর আগে সোমবার সকালে নগরীর শাহজালাল উপশহরে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন প্রাঙ্গণে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিকতা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠানে সিলেটের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত ভারতীয় শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এ আয়োজনে যোগব্যায়াম ও ধ্যান কর্মসূচির পাশাপাশি দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহ ও দেশপ্রেমের আবহ তৈরি করে।

স্বতন্ত্র প্রার্থী শেখ সুজাত মিয়ার আবেগঘন স্ট্যাটাস

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জ-১ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে সদ্য বহিষ্কৃত সাবেক এমপি শেখ সুজাত মিয়ার এক আবেগঘন ফেসবুক স্ট্যাটাস ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশে দেওয়া ওই স্ট্যাটাসে শেখ সুজাত মিয়া রাজনীতির মতভেদের উর্ধ্বে উঠে ভ্রাতৃত্ব, মানবিকতা ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক অটুট রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজনীতির পথচলায় ভিন্নমত থাকতেই পারে, তবে পারস্পরিক সম্মান ও সৌহার্দ্য যেন নষ্ট না হয়ড় এটাই প্রত্যাশা।

স্ট্যাটাসে তিনি উল্লেখ করেন, মাত্র কয়েক দিন আগেও তিনি দলের একজন কর্মী হিসেবে নেতাকর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। পরিস্থিতির পরিবর্তনে আজ ভিন্ন অবস্থানে থাকলেও দলের নেতা ও সহযোদ্ধাদের প্রতি তার ভালোবাসা ও সম্মান অপরিবর্তিত রয়েছে বলে জানান তিনি।

শেখ সুজাত মিয়া লেখেন, আমি আপনাদের সবাইকে চিনি, বুঝি। আমার কাছে কারও পরিচয় দিয়ে কথা বলতে হয় না। আজ আপনাদের শূন্যতা গভীরভাবে অনুভব করছি। তবে আল্লাহ চাইলে ভবিষ্যতে আবার একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ হবেড় ইনশাআল্লাহ।

নিজেকে অনেকের মুরুব্বি হিসেবে উল্লেখ করে তিনি অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানান। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে বলেন, বর্তমান সময়ে তিনি কারও কাছে কিছুই চান নাড় শুধু দোয়া চান।

মা ও শিশু হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যু, ভাঙচুর

সিলেটের বিয়ানীবাজারের মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা অবহেলায় এক নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং শিশুটির স্বজনরা হাসপাতালে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে নবজাতকের মৃত্যুও ঘটনা ঘটে। স্বজনদের অভিযোগ, চিকিৎসায় চরম অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার কারণেই এই মৃত্যু।

এক পর্যায়ে শিশুটির স্বজনরা উত্তেজিত হয়ে হাসপাতাল লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোঁড়েন এবং ভাঙচুরের চেষ্টাও করেন। এতে হাসপাতালটি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মৃত শিশুটির স্বজনরা ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

নবজাতকের স্বজনদের দাবি, ভর্তির আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মা ও শিশুর অবস্থা স্বাভাবিক বলে নিশ্চিত করেছিলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু প্রসবের সময় সেখানে কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন না। অদক্ষ নার্সের কারণে এই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে।

এর আগে গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর এই হাসপাতালে আরেক নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। সে ছিল গোলাপগঞ্জের আমকোনার সৌদি-আরব প্রবাসী আব্দুল হামিদের সন্তান।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই হাসপাতালে প্রায়ই নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। কিন্তু কেউ তদন্ত করছেন না, ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছেনা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বিয়ানীবাজারের মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালের মোবাইল নম্বরে (০১৭১১২৫৩২০১) কল দিলে রিসিভ করেন একজন মহিলা। তার কাছে এ ব্যাপারে বলতে পারেন এমন একজন দায়িত্বশীলকে চাইলে তিনি মোবাইল ধরিয়ে দেন জনৈক জামিল হোসেন নাম বলে পরিচয় দেওয়া একজন কর্মচারীকে।

তার কাছে হাসপাতালটির এমডির (ম্যানেজিং ডিরেক্টর) বা দায়িত্বশীল অন্য কাউকে চাইলে তিনি এমডির নম্বর হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছেন বলে আর পাঠান নি। তাই তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এদিকে বিয়ানীবাজারের পৌর শহরেরই একাধিক সচেতন ব্যক্তির সাথে আলাপ হয় এই প্রতিবেদকের। তারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

তাদের সবার বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে, বড় বড় ডাক্তার, সার্জন, প্রশিক্ষিত ধাত্রী, নার্স ইত্যাদির কথা বলে তারা প্রসুতির স্বজনদের এখানে ভর্তি হতে প্রলোভন দেন। কিন্তু এরপর দেখা যায়, তাদের কথা আর কাজে মিল থাকেনা।

HOME TUITION

Are you worried about Maths, Science and English?

No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.

- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.

Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .

Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

জৈন্তাপুরে বিজিবি-গ্রামবাসীর সংঘর্ষে নিহত আতিকের দাফন সম্পন্ন

সিলেট অফিস : জৈন্তাপুর সীমান্তে বিজিবি-গ্রামবাসীর সংঘর্ষে বিজিবি'র ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ নিহত যুবক আতিকের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বাদ আছর নিজপাট ইউনিয়নের যশপুর গ্রামের শাহী ঈদগাহ মাঠে মরহুমের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, নিজপাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইন্তাজ আলী, যশপুর গ্রামোর প্রবীণ মুরব্বি আব্দুল মালিক পাখি, নিজপাট ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুস শহীদ শুক্কুর মেম্বার, জৈন্তাপুর প্রেসক্লাবের সদ্য বিদায়ী সভাপতি নূরুল ইসলাম, জৈন্তাপুর পূর্ববাজার ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি আবুল হাসেম, ব্যবসায়ী নাজিম উদ্দিন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জৈন্তাপুর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি নূরুল ইসলাম।

এছাড়া মরহুমের জানাজার নামাজে

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ গ্রহন করেন।

পরে যশপুর গ্রামের সামাজিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে। এসময় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে তারঁ শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান হয়।

এঘটনায় উপজেলা প্রশাসন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ঘটনার বিষয়ে সঠিক তদন্ত এবং নিহত যুবক আতিক আহমদের অসহায় হতদারিদ্র পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিউ'তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আতিক মারা যান।

উল্লেখ: গত ২২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে জৈন্তাপুর সীমান্তের টিপরাখলা এলাকায় জৈন্তাপুর রাজবাড়ি (বিওপি) ক্যাম্পের টহলরত বিজিবি সদস্য - গ্রামবাসীর মধ্যে ভারতীয় অবৈধ চোরাচালান ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসি স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে জড়ো হলে দুই পক্ষের মধ্যে দাওয়া পাল্টা দাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষোপ করা হয়। এক পর্যায়ে বিজিবি সদস্যরা রাত ১০টার দিকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে অন্তত এক কিলোমিটার দুরে জৈন্তাপুর সাইট্রাস কৃষি গবেষণা সেন্টার সংলগ্ন জমদুয়ার নামক স্থানে এসে আত্মরক্ষার্থে অন্তত ১৫/১৬ রাউন্ড গুলি করে। বিজিবি'র ছোড়া গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুত্বর আহত হন পূর্ব-গৌরিসংকর (টিপরাখলা) গ্রামের মৃত নুরনবী মিয়ার পুত্র আতিক আহমদ (২২)। আহতর গায়ে অন্তত কয়েক রাউন্ড গুলি লাগে। গুরুত্বর আহত হয়ে তিনি ৪ দিন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিউ'তে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় সোমবার বিকেলে মারা যান।

নিহতের মা, স্ত্রী, দেড় বছরের শিশু সন্তান এবং ৫ ভাই, ১বোন পরিবারে রয়েছেন।

বিজিবি-গ্রামবাসির এই সংঘর্ষের ঘটনায় জৈন্তাপুর রাজবাড়ি (বিওপি) ক্যাম্পের সদস্য ন্যান্স নায়েক সাহাঙ্গীর আলম (৪৩) তিনি সহ অন্তত ৬ জন আহত হন।

আহত বিজিবি সদস্য সাহাঙ্গীর আলম তিনিও চিকিৎসাধীন সংকটাপুর্ণ অবস্থায় রয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিজিবি এই ঘটনায় জৈন্তাপুর মডেল থানায় স্থানীয় বাসিন্দা ১০জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত নামা আরও ১৫/২০ জনকে আসামী করে হাবিলদার কামাল হোসেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-২১,তারিখ:-২৩ জানুয়ারি-২০২৬ খ্রি:। গুলিবিদ্ধ আহত যুবক আতিক আহমদ মারা যাওয়ার ঘটনায় স্থানীয় সীমান্তবর্তী পূর্ব-গৌরিসংকর টিপরাখলা এলাকার জনসাধারণের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

ভবিষ্যতে এরকম মর্মান্তিক ঘটনা যাতে আমাদের এলাকায় আর না ঘটে এবিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহবান জানানো হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

দিরাইয়ে পিস্তলসহ ছাত্রলীগ সেক্রেটারি গ্রেফতার

দিরাই সংবাদদাতা : শুক্রবার সন্ধ্যায় দিরাই পৌর শহরের চন্ডিপুর গ্রামের বাড়িতে সেনাবাহিনী যৌথ অভিযান চালিয়ে উজ্জলকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত উজ্জল মিয়াকে রাতেই দিরাই থানায় হস্তান্তর করা হয়। দিরাই থানা অফিসার ইনচার্জ এনামুল হক চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শনিবার সকালে সেনাবাহিনীর প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শুক্রবার সন্ধ্যায় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে ১টি বিদেশি পিস্তল, একটি একনলা বন্দুক, ৮ রাউন্ড পিস্তলের গোলাবারুদ, বেশকিছু পাসপোর্ট ও দেশীয় ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য নিকটস্থ সেনাক্যাম্প অথবা যে কোন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিকট প্রদান করার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে আহবান জানানো হয়।

দিরাই থানার অফিসার ইনচার্জ এনামুল হক চৌধুরী বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের উপজেলা সেক্রেটারি উজ্জলের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে আসামিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়

সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু না রাখলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচির হুঁশিয়ারি

সিলেট অফিস : সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু না রাখলে কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষনা করা হবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বৃটেনের প্রবাসী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

মঙ্গলবার সিলেটে 'মার্চ ফর বিমান' কর্মসূচি পালন শেষে বিমান অফিসের সামনে আয়োজিত সমাবেশে তারা এ হুশিয়ারি দেন।

এ সময় তারা বলেন; যদি ফ্লাইট বন্ধ করা হয় তাহলে রেমিটেন্স স্ট্রাইক, বিমান বর্জনের মতো কর্মসূচি দেওয়া হবে। এসময় তারা প্রবাসীদের নিয়ে বিমান কর্তৃপক্ষের ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করার আহবান জানান তারা।

মঙ্গলবার (২৭ শে জানুয়ারি) ইউকে এনআরবি সোসাইটি ও ইউকে বাংলাদেশি হেরিটেজ কাউন্সিলর'র ফোরামের উদ্যোগে দুপুর ১২ টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মজুমদারীস্থ বিমান অফিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন বৃটেনের শতাধিক প্রবাসী। প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা পায়ে হেটে মার্চ করে বিমান অফিসের সামনে সমাবেশ করেন তারা।

ইউকে এনআরবি সোসাইটির ডিরেক্টর ও কমিউনিটি নেতা মিজানুর রহমানের উপস্থাপনায় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- সিলেট নগর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস লোদী।

সমাবেশে বক্তৃতাকালে কয়েস লোদী বলেন- প্রবাসীরা আমাদের রেজিটেন্স যুদ্ধা। তাদের শ্রম ও ঘাম এই সিলেট সহ বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে। এতে করে বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন উন্নতি করছে। অথচ তাদের সঙ্গে সব সময়ই বিমাতা সুলভ আচরণ করা হয়। এটা কোনো ভাবে সহ্য করার মতো নয় বলে জানান তিনি।

বলেন- বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রবাসীদের ন্যায্য দাবি পুরনে আমরা সবাই মিলে কাজ করবো। তিনি অর্ন্তবর্তী সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন- সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুরতাং এই রুট বন্ধ করলে বৃটেনের একাংশের মানুষ যাতায়াতে অসুবিধা পড়বেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন- ইউএকে এনআরবি সোসাইটি'র ডিরেক্টর এম আহমদ জুনেদ, ডিরেক্টর ও ওল্ডহাম বিএনপি'র প্রতিষ্টাতা সভাপতি জামাল উদ্দিন, সোসাইটির ডিরেক্টর ইসমাইল হোসেন ও মোতালিব চৌধুরী, যুক্তরাজ্যের কমিউনিটি নেতা বুলবুল আমিন, বদরুল আলম, দবির মল্লিক, জামান মিয়া, রাসেল চৌধুরী, নুরুল আমিন, মাসুকউদ্দিন, শাহাবউদ্দিন, ড্যানি, আব্দুস শহীদ প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে ইউকে এনআরবি সোসাইটির নেতৃবৃন্দ বিমান সিলেট অফিসের ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। ওই স্মারকলিপিতে তারা বলেন- যে রুটে বিমান কর্তৃপক্ষ ৮৩ পার্সেন্ট ব্যবসা করে সেই রুটটি কীভাবে লোকসান হয়। বেশির ভাগ যাত্রী ৭০০ থেকে ৮০০ পাউন্ডের টিকিট ১২০০ থেকে ১৫০০ পাউন্ডে ক্রয় করেন। বিমানের একটি অসাধু চক্র এই টাকা লোপাট করে প্রতিমূহূর্তেই ফ্লাইটটিকে লোকসান দেখানোর পায়তারা করছে।

তারা বলেন- বিমান সিলেট ম্যানচেস্টার রুটে ২০২৫ সালের জুন মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সিলেট থেকে ম্যানচেস্টার প্রায় ২০ হাজার যাত্রী ও ম্যানচেস্টার থেকে সিলেট প্রায় ১৮ হাজার যাত্রী বহন করে। এতে সর্বমোট ৩৮ হাজার যাওয়া-আসা করে। এই সময়ে বিমানের সিট ছিলো ৪৫ হাজার। এই পরিসংখ্যানে বুঝা যাচ্ছে সিলেট-ম্যানচেস্টার রুট কখনোই অলাভজনক ও যাত্রী সঙ্কটে ছিলো না। স্মারকলিপিতে তারা দ্রুত সিদ্বান্ত পরিবর্তন করে সিলেট-ম্যানচেস্টার রুটে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক রাখার দাবি করেন।

শান্তিগঞ্জে নির্মাণকালেই ফোর লেন সড়কের গাইড ওয়াল ধস

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : বহুল প্রত্যাশিত সিলেটুসুনামগঞ্জ আঞ্চলিক সড়ককে ফোরলেনে রূপান্তরের অংশ হিসেবে শান্তিগঞ্জ উপজেলায় নির্মাণাধীন সড়কের গাইড ওয়াল ও ভিটবালীতে ধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে এলাকাবাসীর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে সুনামগঞ্জ সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের বাস্তবায়নে সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে উজানীগাঁও পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার সড়ক ফোরলেনে উন্নীত করার কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের নির্মাণকাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পায় এম এম বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫ কোটি ৯৩ লাখ ২৮ হাজার ২৫২ টাকা। ২০২৫ সালের জুন মাসে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ২৮ মাস মেয়াদি এই কাজ শুরু হয়।

চুক্তি অনুযায়ী শান্তিগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে সড়ক নির্মাণকাজ শুরু করা হয়। সড়কের দুই পাশে ভিটবালী দিয়ে ভরাট করে পুরোদমে কাজ চলছিল। বর্তমানে রাস্তার দক্ষিণ পাশে ভিটবালীর ওপর হালকা গাইড ওয়াল নির্মাণ ও ঢালাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

সরেজমিনে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) পরিদর্শনে দেখা যায়, রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার পর হঠাৎ করে শান্তিগঞ্জ বাজারের পূর্ব-দক্ষিণ পাশের কিছু অংশে গাইড ওয়ালে ফাটল দেখা দেয় এবং ভিটবালীতে ধস নামে। এতে ভিটবালীর কয়েকটি স্থানে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

গাইড ওয়ালে ফাটল ও ভিটবালীতে ধস নামায় স্থানীয় সচেতন মহলের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেনড়এভাবে গাইড ওয়াল ও এর নিচের ভিটবালী দুর্বল হয়ে পড়লে ভবিষ্যতে সড়কটি নিচের দিকে ধেবে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাইট ইঞ্জিনিয়ার সাকিবুএর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, যেখানে হালকা ধস দেখা দিয়েছে সেখানে দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, উক্ত স্থানে ড্রেন, ফুটপাত ও গাইড ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে আর ধসের সম্ভাবনা থাকবে না।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে সুনামগঞ্জ জেলা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ড. মোহাম্মদ আহমদ উল্লাহু এর সঙ্গে একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

বড়লেখায় বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় স্কুলছাত্রীকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ

বড়লেখা সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় দশম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করা হয়েছে। থানায় জিডির ১৩ দিনেও অপহৃত কিশোরী ছাত্রীর সন্ধান পায়নি পুলিশ।

অবশেষে বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে ছাত্রীর মা জাহেদা বেগম মূল অপহরণকারী যুবক ফাহিম আহমদকে প্রধান আসামি করে আরও ৫ সহযোগীর নাম উল্লেখ করে থানায় অপহরণ মামলা করেছেন।

এলাকাবাসীর কাছে বিচারপ্রার্থী হন। পরবর্তীতে ফাহিমের পরিবারের লোকজন কিশোরী ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

বাবা-মা কিশোরী মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় ৮ জানুয়ারি সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে কামরীপুল সিএনজি স্ট্যান্ড এলাকা থেকে ফাহিম আহমদ ও তার সহযোগীরা ছাত্রীকে জোরপূর্বক একটি গাড়িতে তোলে নিয়ে যায়। ১৫ দিনে কোনো সন্ধান মিলেনি ওই ছাত্রীর। এতে অপহৃত ছাত্রীর বাবা-মা ও

জানা গেছে, উপজেলার উত্তর শাহবাজপুর ইউনিয়নের কুমারসাইল গ্রামের প্রবাসীর মেয়ে শাহবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্রীকে (১৫) স্কুলে যাতায়াতকালে প্রেমের প্রস্তাবের নামে প্রায়ই উত্যক্ত করত একই গ্রামের করিম মিয়ার ছেলে বখাটে ফাহিম আহমদ। ছাত্রীটি উত্যক্তের বিষয়টি তার মাকে জানালে তিনি ওই যুবকের অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে উদ্বেগ ও আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বড়লেখা থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান খান বলেন, সাধারণ ডায়েরির পর পুলিশ বিভিন্ন স্থানে অভিযান ও তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিকটিমকে উদ্ধারের চেষ্টা করেছে। এ ব্যাপারে ভিকটিমের মা ৬ জনকে আসামি করে থানায় অপহরণ মামলা করেছেন। পুলিশ অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

বিএনপি-জামায়াতে ভাগ হলো প্রশাসন ক্যাডারদের সংগঠন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (বিএএসএ) নতুন কমিটি গঠন নিয়ে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে। এ নিয়ে গত সোমবার পাল্টাপাল্টি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে সংগঠনের বর্তমান সভাপতি নজরুল ইসলাম এবং নতুন কমিটির সভাপতি কানিজ মওলা ও মহাসচিব বাবুল মিঞা। নতুন কমিটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি সংগঠনের প্যাডে দেওয়া হয়নি। শুধু হাতে লেখা সাদা কাগজে নতুন সভাপতি, মহাসচিবসহ চারজন স্বাক্ষর করেন।

নতুন কমিটি গঠনের বিষয়টি সত্য নয় বলে গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সন্দেহে সংগঠনটিতে বিভক্তি দেখা গেছে।

নতুন কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব কানিজ মওলা। মহাসচিব হয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের অতিরিক্ত সচিব বাবুল মিঞা। সহসভাপতি হয়েছেন খাদ্য সচিব ফিরোজ সরকার এবং ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। বর্তমান ও নতুন কমিটির সভাপতি, মহাসচিবের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দেওয়া হলেও তারা রিসিভ করেননি।

জানা যায়, বদলি আদেশ হওয়া

জানিয়েছেন সংগঠনের বর্তমান সভাপতি। তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব। নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা গত রোববার অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। নতুন কমিটি গঠন-সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

তবে নতুন কমিটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিএএসএর জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬-২৭ মেয়াদে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অবশিষ্ট সদস্যদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ২০ জানুয়ারি দেশের আট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বদলি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এর দুদিন পর বদলির আদেশটি বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বদলি বাতিলের ঘটনায় বিএএসএ সভাপতি জড়িত্ব এমন ইউএনওদের মধ্যে ছিলেন কলমাকান্দার মাসুদুর রহমান। কলমাকান্দার লেংগুড়া বাজারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সাইদুর রহমানের ভাই পারভেজসহ কয়েকজন মিলে সরকারি জায়গা দখল করে ঘর তুলছিলেন। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সময় ইউপি চেয়ারম্যান গিয়ে ইউএনওকে শাসিয়ে বলেন, 'এখানে কার অনুমতিতে এসেছেন। আমি এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, আমার ইউনিয়নে মোবাইলকোর্ট করতে হলে আমাকে বলতে হবে।' এ ঘটনায় পরদিন চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান ভূঁইয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এর এক দিন পর গত মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে কলমাকান্দার ইউএনওকে পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ইউএনও হিসেবে বদলি করে। এভাবে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আট ইউএনওকে বদলি করা হয়। এই বদলি নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের শীর্ষ নেতারাও জড়িয়ে পড়েন। ফলে বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

মার্কিন ভিসা বন্ড

বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ তিন মাসের সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভিসা সুবিধার অপব্যবহার রোধে বাংলাদেশিদের জন্য 'ভিসা বন্ড' চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আওতায় বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ তিন মাসের সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা দেবে দেশটি। ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভিসা বন্ড পাইলট প্রোগ্রাম কীভাবে কাজ করে, তা নিয়ে তথ্য তুলে ধরে দূতাবাস। এতে বলা হয়েছে, ভিসা সাক্ষাৎকারের পর যোগ্য হলে মার্কিন কনস্যুলার কর্মকর্তা ভিসা প্রার্থীকে একটি লিংক দেবে, যেখানে সরাসরি বন্ডের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। লিংক দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে বন্ড পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন মাস মেয়াদি সিঙ্গেল এন্ট্রি ভিসা দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্ধারিত কিছু এয়ারপোর্ট বা পোর্ট অব এন্ট্রি দেওয়া হবে। তা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। দেশে ফিরে আসার পর ভিসার সব শর্ত পূরণ হলে বন্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে।

স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর ৩ দিন পর জামিন পেলেন ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর তিন দিন পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বাগেরহাট সদর উপজেলার সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দাম। সোমবার মানবিক বিবেচনায় তাকে ৬ মাসের জামিন দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি জেবিএম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমেদ ভূঞার বেঞ্চ জামিনের এই আদেশ দেন। সাদ্দামের পক্ষে শুনানি করা আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা বলেন, আদালত মানবিক বিবেচনায় সাদ্দামকে জামিন দিয়েছেন। গত শুক্রবার দুপুরে বাগেরহাট সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গার গ্রামের বাড়িতে সাদ্দামের স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় তার পাশেই প্রাণহীন নিথর দেহে পড়ে ছিল তার ৯ মাসের শিশুসন্তান সেজাদ হাসান নাজিফ। কারাগার থেকে প্যারোলে মুক্তি না পাওয়ায় শনিবার সন্ধ্যায় যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে শেষবারের মতো সাদ্দামকে তার স্ত্রী-সন্তানের মুখ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। স্ত্রী-সন্তানের মৃত্যুর পরও প্যারোলে মুক্তি না দেওয়ায় দেশজুড়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

এদিকে সাদ্দামের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে বাগেরহাট মডেল থানায় ২টি, বাগেরহাটের সিজেএম আদালতে ৪টি এবং গোপালগঞ্জের সিজেএম আদালতে একটি যৌতুকের মামলার তথ্য জানা গেছে। গোপালগঞ্জে যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের ঘটনায় তার প্রয়াত স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী মামলাটি করেছিলেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাগেরহাট মডেল থানার ওসি মাসুদ খান। ২০২৫ সালের ৮ জুলাই কানিজ সুবর্ণা বাদী হয়ে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া আমলি আদালতে তার স্বামী সাদ্দামের বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইনে মামলাটি করেন। বাগেরহাটের সাবেকডাঙ্গা গ্রাম স্থায়ী ঠিকানা হলেও টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী গ্রামে হাল ঠিকানা দেখিয়ে তিনি এই মামলা করেন। স্ত্রীর দায়ের করা যৌতুকের মামলায় সাদ্দামের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত। তবে অন্য মামলায় যশোর কারাগারে বন্দি থাকায় যৌতুকের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে কিনা আদালত সূত্রে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এদিকে সাদ্দামের স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর ঘটনায় বাগেরহাট সদর মডেল থানায় দুটি মামলা হয়েছে। নিহত স্বর্ণালীর বাবা রুহুল আমিন হাওলাদার অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি হত্যা মামলা করেন। পাশাপাশি পুলিশ বাদী হয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলা করেছে। বাগেরহাট সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা এলাকার একরাম হাওলাদার ও দেলোয়ারা একরাম দম্পতির ছেলে সাদ্দাম। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পলায়নের পর থেকে সাদ্দাম আত্মগোপনে ছিলেন। ২০২৫ সালের ৫ এপ্রিল গোপালগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেই থেকে বিভিন্ন মামলায় কারাগারে আছেন তিনি। বাগেরহাট জেলা জজ আদালতের আইনজীবী পলাশ বলেন, সাদ্দাম গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে, আদালতে বিভিন্ন মামলায় জামিন পেয়েছেন। তবে একটি মামলায় জামিন পেলে অন্য একটি পেন্ডিং মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। সব শেষ চিতলমারীর একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। সেই মামলায়ও সোমবার আদালত জামিন দিয়েছেন। সাদ্দামের নামে বাগেরহাট মডেল থানায় ২টি মামলা রয়েছে। জুলাই আন্দোলন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বাগেরহাটে

জুলুম-নিপীড়নের ঘটনায় এই দুটি মামলায় তাকে আসামি করা হয়েছে। মামলার তথ্য নিশ্চিত করেছেন বাগেরহাট মডেল থানার ওসি মাসুদ খান। তিনি আরও জানান, গোপালগঞ্জ থেকে আটক হওয়ার আগে সাদ্দামের দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে যে তথ্য প্রচার হয়েছে সে বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। এছাড়া যশোর কারাগারে থাকাকালীন কোনো মামলায় জামিন পাওয়ার পর জেলগেট থেকে তাকে আবার আটক করা হয়েছে-এমন যেসব তথ্য ছড়ানো হয়েছে, তা সঠিক নয় বলে ওসি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তাকে অন্য মামলায় 'শ্যোন অ্যারেস্ট' করা হয়েছে মাত্র।

বাগেরহাটের ডিসি-এসপিকে অজ্ঞাত ফোনে হুমকি : এদিকে সাদ্দামকে প্যারোলে মুক্তি না দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক গোলাম মোহাম্মদ বাতেন ও পুলিশ সুপার মো. হাসান চৌধুরীকে অজ্ঞাত ফোনে গালাগাল ও হুমকি দেওয়া হয়েছে। জেলার এই দুই কর্তাব্যক্তি হুমকির বিষয়টি তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। সাদ্দামের শ্যালক সাবেকডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা শুভ হাওলাদের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, সাদ্দামের সঙ্গে আমার নিহত বোন স্বর্ণালীর খুব সুন্দর সম্পর্ক ছিল। গ্রেফতার হওয়ার আগে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে সাদ্দাম-এটা আমি ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তবে এখনো কোনো সত্যতা পাইনি।

সাদ্দামের মায়ের প্রশ্ন-এই জামিন দিয়ে কী হবে? : এদিকে সাদ্দামের জামিনের পর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সন্ধ্যায় সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রামের বাড়িতে সাংবাদিকরা গেলে সাদ্দামের মা দেলোয়ারা একরাম বলেন, আমি এখন কী বলব, জামিন হয়েছে, আগেও জামিন চাইছি। আগে কয়েকবার জামিন হয়েছে কিন্তু বের হতে পারেনি। এখন জামিন হওয়া আর না হওয়া সমান কথা। তারপরও জামিন হয়েছে ভালো কথা, কিন্তু বাড়ি এসে তো দেখবে ছেলে-বউয়ের কবর, তাহলে এই জামিন দিয়ে কী হবে?'

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

সকল প্রার্থীকে সমান সুযোগ দিতে হবে

সারা দেশ নির্বাচনী উত্তাপে এখন বেশ উত্তপ্ত। প্রচারাভিযানের জন্য সকল দল সমান সুযোগ পাবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। প্রার্থী ও সমর্থকদের প্রচার-প্রচারণায় দেশ এখন নির্বাচনমুখী। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্ব দেশের বিভিন্ন সংসদীয় আসনে সমাবেশ করছেন। এসব সমাবেশে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বিপুলসংখ্যক উপস্থিতি লক্ষ করা যাচ্ছে। ক্ষমতায় গেলে তাঁদের দল কী করবে, সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেও সমালোচনায় বিদ্ধ করছেন। এসব বক্তব্য ও মন্তব্য দলীয় কর্মী-সমর্থক ছাপিয়ে ভোটারদের মধ্যেও আলোচিত হচ্ছে, উত্তাপও ছড়াচ্ছে। সব আসনেই মিছিল, সমাবেশ, মাইক ব্যবহার করে এবং ভোটারদের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে প্রচারণা চলছে। অনেক বছর পর দেশে সত্যিকার অর্থেই নির্বাচন ঘিরে আগ্রহ ও উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

২২ জানুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর পর বড় কোনো সহিংসতা-অনিয়ম না হলেও কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, গত সোমবার পাঁচটি নির্বাচনী আসনে সংঘাতে অন্তত ৩৩ জন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচারে বাধা, কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এবার প্রচারে পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও অনেকেই তা মানছেন না। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অপচনশীল দ্রব্য, যেমন র‍্যাক্সিন, পলিথিন, প্লাস্টিক ব্যবহার করে ব্যানার, ফেস্টুন টানানো হচ্ছে দেদার।

আমরা মনে করি, দেশ নির্বাচনী আমেজে পুরোপুরি ঢুকে পড়লেও নির্বাচন কমিশন (ইসি) এখন পর্যন্ত সক্রিয়তা ও কঠোরতা দেখাতে পারেনি। শুধু নির্বাচনী আচরণবিধি সংস্কার করলেই হবে না, এর বাস্তবায়ন কতটা নিরপেক্ষ ও কঠোরভাবে হচ্ছে, সেটাই ইসির আস্থা অর্জনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে কিংবা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাতে পারে, এমন বড় কোনো অঘটন ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকার ও নির্বাচন কমিশনের আত্মসন্তুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। বিএনপি সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আবেগ ব্যবহার করে এবং আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। দলটি আনসার-ভিডিপিকে নিজ থানার বাইরে নির্বাচনী দায়িত্ব প্রদানের দাবিও জানিয়েছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনী প্রচারে বাধা, হামলা ও আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে ইসিতে অভিযোগ দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি।

সব দল ও প্রার্থীদের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) তৈরি করা একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পূর্বশর্ত। ইসিকে অবশ্যই এখন থেকেই নির্বাচনী আইনগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ইসিকে এটা মনে রাখা জরুরি, নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মূল দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। অতীত অভিজ্ঞতা বলে, নির্বাচনী প্রচারণাপর্বেই সবচেয়ে বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এ সময়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যেতে পারে, সেদিকে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হবে। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ও গণভোট বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক পথ তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সন্ধিক্ষণ। ভোটাররা যাতে নিরাপদ, ভয়হীন ও উৎসবমুখর পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, অন্তর্বর্তী সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

রাজনৈতিক দল, প্রার্থী, নির্বাচন কমিশন, সরকার-সবার দায়িত্বশীল ভূমিকাই পারে একটি সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর নির্বাচন উপহার দিতে। প্রচারণাপর্বের শুরুতে যে উৎসবমুখর ও ইতিবাচক প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সেটা বজায় রাখতে হবে।বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ থাকলেই হবে না। ভোটের দিন জনগণ যাতে বিনা ভয়ে ভোট দিতে পারে এবং ফলাফল যাতে পরিবর্তন না হয় সে জন্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং তাতে গণতন্ত্র সংহত হবে।

নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

নির্বাচনী আয়োজনে একদিকে উৎসাহ, অন্যদিকে শঙ্কা ও উত্তেজনা রয়েছে। নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর পাল্টাপাল্টি অভিযোগ নিয়ে রাজনীতির মাঠে যথেষ্ট উত্তপ্ততা লক্ষ করা যাচ্ছে। এরই মধ্যে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হলেও মনোনয়নপ্রত্যাশীদের প্রত্যাশা, ক্ষোভ ও অসন্তোষ মোকাবেলা করে নির্বাচনে ভালো ফল তৈরি করা সব প্রতিদ্বন্দ্বী জোটের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া নির্বাচনী ইশতেহারে কোন দল কিভাবে ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারবে সেদিকেও মনোযোগ দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো।

কমপক্ষে ইশতেহারে ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে নির্বাচনী অঙ্গীকার করতে চায় তারা। তরুণ ভোটারদের ভোট নিজ নিজ দলের ঝুড়িতে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় আছে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ। নির্বাচনী ইশতেহারের পাশাপাশি দলের প্রার্থীদের অন্তঃকোন্দলের বিষয়টিও দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়েছে। দলে কোন্দল ও রেষারেষির ফল নির্বাচনে নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে- এমন তত্ত্ব স্বীকৃত।

অবশ্য বিএনপি থেকে এরই মধ্যে বেশ কিছু বিদ্রোহী প্রার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এখন নির্বাচনের আগে যে সময়টি রয়েছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। মূলত নির্বাচনের আগে সামনের এই দিনগুলো প্রচার-প্রচারণার মতো বিশেষ একটি পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

প্রচার-প্রচারণা তুলনামূলকভাবে অধিক সংবেদনশীল পর্যায়।

অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বলে, এই পর্যায়টি শুধু নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ নয়; বরং পুরো নির্বাচনের চরিত্র, গ্রহণযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ধারণের অন্যতম প্রধান সময়। কারণ এই সময়েই রাজনীতির প্রকৃত রূপ জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়। কিভাবে দল ও প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, প্রশাসন কতটা নিরপেক্ষ থাকে এবং ভোটাররা কতটা নিরাপদ ও আত্মবিশ্বাসী বোধ করে, সেগুলো এ সময়ই নির্ধারিত হয়ে থাকে। ক্ষমতায় কিভাবে আসবে এই চিন্তায় রাজনীতিবিদরা আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে এরই মধ্যে মাঠে নেমে পড়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় প্রচার-প্রচারণা পর্ব প্রায়ই উত্তেজনা, শক্তি প্রদর্শন ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। নির্বাচনী মাঠে কর্মসূচি, সভা-সমাবেশ ও শোডাউনের মাধ্যমে প্রার্থীরা নিজেদের শক্ত অবস্থান জানান দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে সরে গিয়ে সংঘাতে রূপ নেয়। ফলে নির্বাচন সামনে রেখে যে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হওয়ার কথা, তার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে শঙ্কা ও ভয় কাজ করতে শুরু করে।

প্রচার-প্রচারণার সময় সবচেয়ে বড় শঙ্কাগুলোর একটি হলো স্থানীয় পর্যায়ে সহিংসতা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনগুলোতে প্রভাব বিস্তার, পোস্টার লাগানো, সভা আয়োজন কিংবা নির্বাচনী অফিস দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের আশঙ্কা থাকে। এই সহিংসতা অনেক সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশনায় নয়, বরং স্থানীয় নেতাকর্মীদের আধিপত্যবাদী মানসিকতা থেকে জন্ম নেয়। কিন্তু এর দায় শেষ পর্যন্ত পড়ে পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর। এ ধরনের সহিংসতা ভোটারদের অংশগ্রহণে সরাসরি প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে নারী, প্রবীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ভোটকেন্দ্রে যেতে নিরুৎসাহ হয়। গণতন্ত্র তখন কাগজে-কলমে টিকে থাকলেও বাস্তবে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

> **আবার অতিরিক্ত প্রশাসনিক কড়াকড়ি ভোটারদের মনে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। একটি অর্থবহ নির্বাচন তখনই সম্ভব, যখন ভোটার বিশ্বাস করে তার ভোট নিরাপদ, তার সিদ্ধান্ত মূল্যবান এবং প্রক্রিয়াটি ন্যায্য।**

প্রচার-প্রচারণা পর্বে প্রশাসনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি আলোচনার কেন্দ্রে আসে। আচরণবিধি বাস্তবায়ন, সভা-সমাবেশের অনুমতি, পোস্টার-ব্যানার নিয়ন্ত্রণ কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে নেওয়া পদক্ষেপ- সব কিছুই রাজনৈতিক পক্ষপাতের সন্দেহ তৈরি করতে পারে, যদি তা সমানভাবে প্রয়োগ না হয়।

নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন হলেও মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের ওপর তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কতটা রয়েছে, সে প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। যদি আচরণবিধি প্রয়োগ নির্বাচনী বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হয়, তাহলে সংকট আরো গভীর হয়ে ওঠে। কোথাও কঠোর, কোথাও শিথিল-এই প্রক্রিয়া নির্বাচনী আয়োজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। এমনকি এ ক্ষেত্রে তাহলে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর আস্থার সংকট আরো গভীর হয়। এই অনাস্থা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশের নির্বাচনে প্রচার-প্রচারণা মানেই বিপুল অর্থব্যয়ের দৃশ্যমান উপস্থিতি। আইনে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ দুর্বল। বড় বাজেটের প্রচারণা, যানবাহনের বহর, ডিজিটাল প্রচার এবং জনসমাগম-এসবই একটি অসম প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। এর ফলে যোগ্যতা, নীতি বা কর্মসূচির চেয়ে অর্থ ও প্রভাব অনেক সময় নির্ধারক হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মূল দর্শন- সমান সুযোগ তৈরি করা।

প্রচার-প্রচারণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও তুলনামূলকভাবে নতুন শঙ্কা হলো অপপ্রচার ও গুজব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তারে রাজনৈতিক প্রচারণা আর শুধু মাইক বা পোস্টারে সীমাবদ্ধ নেই। ভুয়া তথ্য, সম্পাদিত ভিডিও, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য মুহূর্তেই হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

এই তথ্যযুদ্ধ শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হাতিয়ার নয়; এটি সমাজে বিভাজন, উত্তেজনা ও অবিশ্বাস তৈরি করতে পারে। যদি নির্বাচন কমিশন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়ে কার্যকর ও নিরপেক্ষ ভূমিকা না নেয়, তাহলে নির্বাচন একটি নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার বদলে তথ্যবিভ্রান্তির প্রতিযোগিতায় পরিণত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রচার-প্রচারণার প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত ভোটারদের মানসিকতায় প্রতিফলিত হয়। ভয়ভীতি, সহিংসতা বা অপপ্রচারপূর্ণ পরিবেশে ভোটাররা উৎসাহ হারায়। আবার অতিরিক্ত প্রশাসনিক কড়াকড়ি ভোটারদের মনে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। একটি অর্থবহ নির্বাচন তখনই সম্ভব, যখন ভোটার বিশ্বাস করে তার ভোট নিরাপদ, তার সিদ্ধান্ত মূল্যবান এবং প্রক্রিয়াটি ন্যায্য। প্রচারণা যদি এই বিশ্বাস ভাঙে, তবে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক সাফল্য থাকলেও গণতান্ত্রিক সার্থকতা অর্জিত হয় না।

উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে প্রচার-প্রচারণা সময়কে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের পরীক্ষাকাল হিসেবে দেখা হয়। সেখানে প্রচারণা মানে ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, বরং নীতি, কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার তুলনামূলক উপস্থাপন। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যা রাজনৈতিক পরিচয়-নির্বিশেষে প্রযোজ্য। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সেখানে প্রশাসন দৃশ্যত নীরব, কিন্তু কার্যত নিরপেক্ষ ও সক্রিয় থাকে। এই ভারসাম্যই ভোটার আস্থা নিশ্চিত করে এবং নির্বাচনের ফলাফলকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

মনোনয়ন পর্ব শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশের নির্বাচন এখন এমন এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রচার-প্রচারণার চরিত্রই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। এই সময় যদি সহিংসতা, অপপ্রচার ও অসম প্রতিযোগিতা প্রাধান্য পায়, তবে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হবে। আর যদি রাজনৈতিক সংযম, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়, তবে এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক পরিপক্বতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হয়ে উঠতে পারে।

বানিয়াচংয়ের বড়য়ান বিলে ঐতিহ্যবাহী পলো বাওয়া উৎসব

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পলো বাওয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।গত সোমবার সকাল থেকে দিনব্যাপী উপজেলার আতুকুড়া গ্রামের বড়য়ান বিলে এ পলো বাওয়া উৎসবের আয়োজন করা হয়। এতে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আসা সহস্রাধিক

মৎস্য শিকারীরা অংশ নেন। তারা পলো দিয়ে পানিতে একের পর এক ঝাপ দিয়ে আর হৈ হুল্লোর করে ছন্দের তালে তালে এগিয়ে চলেন। চিরচেনা গ্রামবাংলার অপরূপ সৌন্দর্যময় দৃশ্য মুগ্ধ করে পুরো বিল এলাকা। অভিভাবকদের সাথে সৌখিন এ পলোবাইচে শিশুরাও অংশ নেয়।

আয়োজক আতুকুড়া-সুবিদপুর শিক্ষা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মহিবুল হোসেন উজ্জল জানান, আমাদের গ্রামে যুগ যুগ ধরে পলো বাইচ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এ পলো বাইচকে কেন্দ্র করে আমাদের গ্রামের বড়আন বিলে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন মাছ শিকার করার জন্য আসেন। বিলের তীরে সকলে একত্রিত হয়ে পলো উৎসব উপভোগ করেন। এ পলো বাইচ আমাদের গ্রামে অব্যাহত থাকবে। বিলগুলো বিষ দিয়ে মাছ নিধন বন্ধ করতে হবে। যেসব বিল রয়েছে সে গুলোতে এ উৎসব চালু করার জন্য দাবি জানান তিনি।

আতুকুড়া গ্রামের শিপন মিয়া জানান, সখের বশে প্রতি বছর এ মওসুমে পলো বাইচে অংশ গ্রহণ করি। পলো বাইচে অংশ নিয়ে ছোট বড় ৪টি মাছ পেয়েছি। আমার মত অনেকেই মাছ পেয়েছেন। যারা মাছ পেয়েছেন তারা আনন্দিত। তবে আগের তুলনায় এখন বিলে সেরকম মাছ নেই। পলো বাইচের আগেই বিলের ইজারাদার মাছগুলো জাল দিয়ে ফেলে মেরে ফেলেন।

এলাকাবাসী জানান, বানিয়াচং উপজেলার আতুকুড়া গ্রামের বড়য়ান বিলে যুগ যুগ ধরে আয়োজন করা হচ্ছে পলো বাইচ উৎসবের। এক সময় জেলার নবীগঞ্জ, বাহুবল, আজমিরীগঞ্জ, লাখাই ও বানিয়াচং উপজেলায় পলো বাইচ উৎসব বা প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল। তখন বিভিন্ন নদী, বিলে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। শুধুই মাছ ধরা নয়, এর মাঝে ছিল গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যের মিশ্রণ। মানুষের বিনোদনেরও অন্যতম মাধ্যম এটি। বর্তমানে এটি হারিয়ে গেলেও আতুকুড়া গ্রামবাসী এ ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ মওসুমে আতুকুড়া গ্রামবাসী বসে পলো বাইচের তারিখ নিধারণ করেন। নির্ধারিত দিনের আগের দিন রাত থেকে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সৌখিন মৎস্য শিকারীরা জাল, পলোসহ মৎস্য শিকারের অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে বিলের তীরে ভীড় জমান।

সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী কারাগারে

সিলেট অফিস : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গত রোববার দুপুরে সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক মুনশী আব্দুল মজিদ তাদেরকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আত্মসমর্পণকারীরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকিউরমেন্ট অফিসার আব্দুল মুনিম, সেকশন অফিসার রিঙ্কু দাস, চৌধুরী রুম্মান আহমেদ, লোকমান আহমেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুরঞ্জিত রঞ্জন তালুকদার, রবিউল আলম বকুল, মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম ও অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর রুহুল আমিন।

দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মোহাম্মদ শফিউল আলম জানান, আসামীরা দুদকের মামলায় আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন তারা। পরে আদালত তাদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন। এর আগে দুর্নীতির মামলায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা কারাভোগ করেছেন। তারাও আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

দুদকের মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ অভিযোগ আমলে নিয়ে ইউজিসি ২০২৩ সালে তদন্ত করে। তদন্তে তৎকালীন উপাচার্য মোর্শেদ আহমেদ চৌধুরী ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. নঈমুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া যায়। পরে দুদকের সিলেটের সমন্বিত জেলা কার্যালয় নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে তৎকালীন উপাচার্য, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারসহ ৫৮ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ১ এপ্রিল মামলা করে। ওই বছরের ২৫ এপ্রিল ৫৮ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, উপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে সিন্ডিকেট ও ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া বিধিবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেন। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২২০ জনকে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে (অ্যাডহক) ছয় মাসের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে মেয়াদ অনূর্ধ্ব ছয় মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়। নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার পর চাকরি নিয়মিত না করে আবার অ্যাডহকে দুই থেকে পাঁচবার পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়। দুদকের অনুসন্ধানে দুর্নীতির প্রমাণ পেলে মামলা হয়। এই মামলায় এরইমধ্যে বেশ কয়জন আসামী কারাভোগ করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক সিলেটের শতবর্ষী শাহ নুর মোহাম্মদের ইন্তেকাল

সিলেট অফিস : সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম পশ্চিম পাড়া নিবাসী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর সৈনিক ব্রিটিশ রয়েল আর্মির অবসরপ্রাপ্ত ওয়ারেন্ট অফিসার শাহ নুর মোহাম্মদ আর নেই। গত সোমবার ভোররাত পৌনে ৪টায় বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না

ইলাহির রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ১০৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র, ৪কন্যা নাতি নাতনি সহ অসংখ্যগুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের নামাজে জানাজা গত সোমবার বেলা দুইটায় সিলাম পশ্চিম পাড়া বায়তুল আমান জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফেজ মাওলানা নজরুল ইসলাম। নামাজে জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক পেশাজীবি সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ এলাকার বিপুল সংখক মুসল্লী অংশ নেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর সৈনিক ব্রিটিশ রয়েল আর্মির অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহ নুর মোহাম্মদ ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি সিলাম পশ্চিমপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা(মৃত) শাহ নাহার মোহাম্মদ ও মাতা(মৃত) অছিরা বিবি। শাহ নূর মোহাম্মদ ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ রয়েল সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাবের পিরোজপুর ট্রেনিং একাডেমিতে ইনস্ট্রাক্টর ও হাবিলদার এবং পরে অনারারি ওয়ারেন্ট অফিসার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ট্রেনিং শেষে তাকে ইতালিতে বদলি করা হয়। সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। জার্মানরা সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। পরে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন।

যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার তাকে যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে যাওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু অসুস্থ মায়ের সেবা করার উদ্দেশ্যে সরকারের অনুমতি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি। দেশে আসার সময় ব্রিটিশ সরকার তাকে আত্মকর্মসংস্থানের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে সম্মাননা সনদ প্রদান করে। তারপর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের শেষে দেশে আসেন। দেশে ফিরে আসার পর শাহ নূর মোহাম্মদ ভারতের আসামে সরকারি ট্রান্সপোর্টে সহকারী স্টোর কিপার হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে দেওয়ার পর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কার্যক্রম আসাম থেকে শিলংয়ে স্থানান্তর করা হলে তিনি সেখানে কিছুদিন দায়িত্ব পালন করে ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হলে তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সিলেট জেলা স্বাস্থ্য সহকারী এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

পরে সেটেলমেন্ট বিভাগের বেঞ্চ সহকারী হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। এরপর সিলেটের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রসেস সার্ভার হিসেবে যোগদানের পর তাকে বিশ্বনাথে সার্কেল অফিস কার্যালয়ে বদলি করা হয়। সেখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি সিলাম পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের মোতায়াল্লী হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

শাহ নূর মোহাম্মদ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সৈনিক হিসেবে ৩৯৪৫ স্টার ইতালি স্টার, ডিফেন্স মেডেল, ওয়ার মেডেল লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি ব্রিটিশ আর্মির বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন।

২০১৬ খ্রিস্টব্দের ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে জালালাবাদ সেনানিবাসের ক্যান্টনমেন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে শাহ নূর মোহাম্মদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তাছাড়া দক্ষিণ সুরমা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইউএনও সাবের মোস্তফা তার বাড়িতে এসে তাকে শুভেচ্ছা উপহার দেন। জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

আপনার হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখুন

আমাদের হৃদযন্ত্রের কাজ হলো শরীরে রক্ত সঞ্চালন (পাম্প) করা। কার্ডিওভাসকুলার রোগ (সিভিডি) হৃদযন্ত্রের বা রক্তনালীগুলোর উপর প্রভাব ফেলে এবং এই রোগ বিশ্বব্যাপী অকাল মৃত্যু ও মানুষের অসক্ষম (ডিসএবল) হয়ে পড়ার প্রধান কারণ। তাই আমাদের বোঝা প্রয়োজন- কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রায় সিভিডি-এর ঝুঁকি কমানো যায়, কীভাবে আমাদের হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখা যায় এবং কখন চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন।

জনাব আখতার নাসিম কনসালট্যান্ট ভাসকুলার সার্জন ও ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর হিশেবে শেফিল্ডে কাজ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "শুরুর দিকে সিভিডি-এর কোনো লক্ষণ সবসময় না-ও থাকতে পারে। তাই প্রথম গুরুতর সংকেতটি হতে পারে হৃদরোগে (হার্ট অ্যাটাক) বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং এটি জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বেশি হতে পারে। তাই আমাদের উচিত ঝুঁকি কমানোর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা।"

সিভিডি কী?

চারটি প্রধান ধরনের সিভিডি (কার্ডিওভাসকুলার রোগ) রয়েছে:

১. করোনারি হার্ট ডিজিজ: হৃদযন্ত্রে রক্তের প্রবাহ আটকে বা কমে যাওয়া। এটি সাধারণত চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে ধমনী ও রক্তনালী সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে ঘটে, যা এক সময় অ্যাঞ্জাইনা, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া বা হার্ট ফেইলিউর ঘটাতে পারে।

২. স্ট্রোক: মস্তিষ্কের কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, যা মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা সম্ভাব্য মৃত্যুর কারণ হতে পারে। 'ট্রানজিয়েন্ট ইস্কেমিক অ্যাটাক' বা "মিনি-স্ট্রোক"হলো একই ধরনের অবস্থা। তবে এক্ষেত্রে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

৩. পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ: অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ধমনীগুলো সাধারণত পায়ের ধমনীতে প্রতিবন্ধকতা (ব্লকেজ) সৃষ্টি হওয়া।

৪. অর্টিক ডিজিজ: আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় রক্তনালী 'অর্টা' আক্রান্ত হওয়া -

যেটি হৃদযন্ত্র থেকে শরীরের অন্যান্য সকল অংশে রক্ত সরবরাহ করে। অর্টিক রোগের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হলো অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম (এএএ)।

আমি কি সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার বেশি ঝুঁকিতে আছি?

আপনার জীবনযাত্রার ধরন সিভিডিতে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিকে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন: ধূমপান, অতিরিক্ত মদ্যপান, শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকা ও শরীরের অতিরিক্ত ওজন। এসবই ধমনী ও রক্তনালীগুলোর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চর্বিজাতীয় পদার্থ জমাতে ভূমিকা রাখে যা উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন বাড়তি সমস্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে এবং যা আমাদের শরীরের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা কঠিন করে তুলতে পারে।

জনাব নাসিম বলেন, "আপনার জীবনযাত্রার ধরনের পাশাপাশি আপনি কৃষ্ণাঙ্গ, দক্ষিণ এশীয় কিংবা কোনো জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকলে আপনার সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি থাকতে পারে। এর কারণ হলো, আমাদের এসব গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি রোগ ও টাইপ-২ ডায়াবেটিসের মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকার প্রবণতা বেশি।"

এক্ষেত্রে পারিবারিক স্বাস্থ্য-ইতিহাসও ভূমিকা রাখে। আপনার রক্তসম্পর্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি তরুণ বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন কিংবা স্ট্রোক বা উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তাহলে আপনারও এসবে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশী।

জনাব নাসিম আরও বলেন, "আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যসমূহ জানা থাকলে আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে এবং কোন কোন লক্ষণের বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারি। এছাড়া এমনও হতে পারে যে, কোনো উপসর্গ সৃষ্টির সময় সমস্যা দেখা দেবার আগেই আমরা তা শনাক্ত করে চিকিৎসা দিতে সক্ষম হতে পারি।"

আপনার পরিবারের কারো হৃদরোগ (করোনারি হার্ট ডিজিজ) থেকে থাকলে আপনার জিপি সার্জারি নিয়মিত আপনার কোলেস্টেরল বা রক্তচাপ পরীক্ষা করতে চাইতে পারে। এছাড়া কিছু রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শারিরীক অবস্থাগুলোও পরীক্ষা করা যায়।

আমি কীভাবে সিভিডি-এর ঝুঁকি কমাতে পারি?

৪০ বছর এবং এর বেশি বয়সী প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি পাঁচ বছরে একবার বিনামূল্যে এনএইচএস-এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারেন। এটি জিপি সার্জারি, স্থানীয় কাউন্সিল বা কিছু ফার্মেসিতে করানো যায়। এই পরীক্ষাগুলো হৃদরোগ ও স্ট্রোকসহ কিডনি রোগ, ডিমেনশিয়া এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে পারে।

অনেক ফার্মেসিতেও রক্তচাপ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে এবং ধূমপান ছাড়তে এবং মদ্যপানের পরিমাণ কমাতে সহায়তা দেওয়া হয়।

জনাব নাসিম ব্যাখ্যা করে আরো বলেন, "যদিও কিছু ঝুঁকি ব্যাপার যেমন বয়স বা জাতিগত পটভূমি আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, তবুও আমাদের সিভিডি (কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ)-এর ঝুঁকি কমাতে আমরা জীবনযাপনের অভ্যাসে ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারি। আমি সবাইকে সুস্থভাবে জীবনযাপন এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরামর্শ নেবার পাশাপাশি ধূমপান ত্যাগ, বিনামূল্যে এনএইচএসএ-এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্ক্রিনিং এবং টিকাদান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ডাক পেলে তা গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি।"

আমি কি হৃদযন্ত্রের অবস্থা জানতে স্ক্রিনিং করাতে পারি?

যদিও এনএইচএস কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের জন্য 'স্ক্রিনিং' করে না। তবে পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে 'অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম' (এএএ) 'স্ক্রিনিং' অফার করে। এএএ হলো হৃদযন্ত্র থেকে পেটে রক্ত প্রবাহিত করা প্রধান রক্তনালীর স্থানীয়ভাবে ফুলে যাওয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এতে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না। তবে এটি ফেটে গেলে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হতে পারে, যা জীবনঘাতী হতে পারে।

এএএ স্ক্রিনিং ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়ার বছরে পুরুষদের জন্য

বিনামূল্যে অফার করা হয়। কারণ, এই বয়সী পুরুষদের ঝুঁকি বেশি। এই স্ক্রিনিং পেটের একটি আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান। এটি দ্রুত ও ব্যথাহীন প্রক্রিয়া।

মিস্টার নাসিম বলেন: "এএএ মূলত বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায় যাদের- উচ্চ রক্তচাপ বা উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল রয়েছে, যারা ধূমপান করেন বা অতীতে ধূমপান করেছেন অথবা যাদের করোনারী হৃদরোগসহ অন্যান্য শারিরীক অসুস্থতা আছে। স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে 'অর্টা'র ফোলাভাব আগে থেকেই শনাক্ত করা সম্ভব যখন এটি সাধারণত চিকিৎসাযোগ্য থাকে।"

যদি আপনার এএএ স্ক্রিনিং এপয়েন্টমেন্ট বাদ (মিসিং) পড়ে যায়, তবে আপনি এখনও আপনার স্থানীয় স্ক্রিনিং সার্ভিসে বুকিং দিয়ে স্ক্রিনিংটা করিয়ে নিতে পারেন।

সিভিডি কি শুধু পুরুষদের হয়?

যদিও পুরুষরা সাধারণত কম বয়সেই সিভিডি-তে আক্রান্ত হবার বেশী ঝুঁকিতে থাকে এবং তাদের এএএ (অ্যাবডোমিনাল অর্টিক অ্যানিউরিজম) হওয়ার ঝুঁকিও বেশি, তবে সিভিডি-জনিত কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও স্ট্রোক ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়ার বা মারা যাওয়ার বেশি ঝুঁকিতে থাকে নারীরা। মেনোপজ চলাকালীন বা এর পরবর্তী সময়ে নারীদের এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যেতে পারে- নারীদের ঝুঁকি সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন এই লিঙ্ক থেকে।

আমরা যে কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারি - রণজিৎ সিং

আমি কখনো ভাবিনি আমার হৃদযন্ত্র কোনো ঝুঁকিতে রয়েছে। কিন্তু ৫৫ বছর বয়সে ২০১৭ সালে আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হই। এটি শুধু আমার জন্য তো বটেই আমার চারপাশের সবার জন্যও একটি বিশাল ধাক্কা ছিল। আমি নিরামিষভোজী, অধূমপায়ী এবং মদ্যপানও করি না- তাই সুস্থই আছি ভাবতাম। আমার উচ্চ রক্তচাপ ছিল না, এমনকি আমার পরিবারেও কারো হৃদরোগে আক্রান্ত ইতিহাসও নেই।

একদিন তীব্র বুকে ব্যথার কারণে আমাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্যথা এতটাই তীব্র ছিল যে, আমি নিজের জন্মতারিখও মনে করতে পারছিলাম না। মরফিন ইনজেকশন দিয়েও ব্যথা কমছিল না। পরীক্ষার পর দেখা গেল- আমার হৃদপিণ্ডের প্রধান তিনটি ধমনী সম্পূর্ণ বন্ধ (ব্লকড) হয়ে গেছে। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে আমার অস্ত্রোপচার করা হয়। আমার হৃদযন্ত্রের ধমনীগুলো খোলা রাখতে 'স্টেন্ট' লাগানো হয়, যাতে আবার রক্ত প্রবাহ চলতে পারে।

২০২৪ সালের মে মাসে, হাঁটার সময় আমি শ্বাসকষ্ট অনুভব করি এবং স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে পারছিলাম না। কাঁধের চারপাশজুড়ে আটঁসাট বোধ করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ার পর ডাক্তার বললেন, আবারও আমার একটি ধমনী বন্ধ (ব্লকড) হয়ে গেছে। তবে এবার আমাকে 'ট্রিপল বাইপাস সার্জারি' করাতে হবে। এই কথা শুনে আমি ভয় পেয়েছিলাম। তবে ভাগ্যক্রমে সফল অস্ত্রোপচার ও হাসপাতালে ৭ সপ্তাহ থাকার পর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। 'করোনারি হার্ট ডিজিজ' নিয়ে বসবাসের অর্থ হচ্ছে- প্রতিদিন ঠিক সময়ে ওষুধ আমাকে সেবন করতে হবে। ওজন কমানো একটা সংগ্রাম ছিল। তবে আমি কম খাচ্ছি এবং স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের বিষয়টি মেনে চলছি। আমি সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে খাবার খেয়ে নেই। আমি সহায়তা, পরামর্শ এবং ব্যায়াম পরিকল্পনা পেতে 'কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম'-এ আমার নাম নিবন্ধন করেছি।

আগে আমার কাজ বেশ শারীরিক পরিশ্রমের ছিল, তাই আলাদা করে কখনো ব্যায়ামের প্রয়োজন অনুভব করিনি। কিন্তু এখন আমি সপ্তাহে ৩ দিন জিমে যাই এবং আমার প্রশিক্ষক লুসি ও রে আমাকে দারুণভাবে সহায়তা করছেন। দৈনন্দিন জীবনের চাপও (স্ট্রেস) হয়তো আমার সমস্যা সৃষ্টির একটি কারণ ছিল। তাই আমি এখন আগের মতো আবার গিটার বাজানো ও গান গাওয়ার মতো আনন্দের কাজগুলো শুরু করতে চাইছি যা আমার শরীর-মনকে প্রশান্তি দেবে।

হৃদরোগ নিয়ে যারা জীবনযাপন করছেন তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে- ওজন কম রাখার চেষ্টা করুন, নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং চাপের মাত্রা কমানোর চেষ্টা করুন। আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো কাজ করে এমন সব কোন ব্যায়াম ও কর্মকাণ্ড খুঁজে বের করতে বিভিন্ন ধরনের তৎপরতা যাচাই করে দেখুন। আপনার জীবন এবং পরিবারকে যদি আপনি মূল্য দিয়ে থাকেন তাহলে ডাক্তারের দেয়া ওষুধ সময়মতো সেবন করুন। আমি স্বল্প সময়ের জন্য ওষুধ সেবন বন্ধ রেখেছিলাম, হয়তো সেই কারণেই আমাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল! 'কার্ডিয়াক' নার্সদের পরামর্শ নিন - সুস্থ হবার জন্য আপনাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা দিতে তারা বিশেষজ্ঞ। যদি আপনার মনে কিছু একটা ঠিকঠাক বোধ হচ্ছে না, তাহলে কাউকে তা বলুন- ১১১ নম্বরে বা জরুরি পরিস্থিতিতে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করুন। এই ফোন করতে ভয় পাবেন না।

'হার্ট ইউকে' বা 'ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশন' থেকে আপনি পরামর্শ ও সহায়তা পেতে পারেন।

আপনার হৃদযন্ত্রের যত্ন নেওয়ার সাতটি পদক্ষেপ

১. নিয়মিত শারীরিক কর্মকাণ্ড

আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মিনিট মাঝারি ধরণের শারীরিক কর্মকাণ্ড বা ৭৫ মিনিট জোরালো ধরণের শরীরচর্চা করা।

২. সুষম খাবার গ্রহণ ও স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা

বিনামূল্যে এনএইচএস ডিজিটাল ওজন ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম অতিরিক্ত ওজনের অর্থাৎ স্থূলকায় ব্যক্তি যাদের ডায়াবেটিস এবং/অথবা উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাদেরকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

৩. ধূমপান করবেন না

সব ধরনের তামাক (চিবানোর তামাক এবং শিশাসহ) আপনার ক্যান্সার এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এ ব্যাপারে আপনার স্থানীয় ধূমপান বন্ধ করার সার্ভিস থেকে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন।

৪. আপনার অ্যালকোহল পানের মাত্রা কমান

দীর্ঘমেয়াদে অতিমাত্রায় মদ্যপানের ফলে আপনার হৃদযন্ত্র বড় হয়ে যেতে পারে। ইংল্যান্ডজুড়ে অ্যালকোহল আসক্তি সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। আপনার প্রয়োজন হলে তারা সহায়তা দিতে পারে।

৫. সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিন

যারা বিনামূল্যে এনএইচএস ভ্যাকসিন পাবার উপযুক্ত তাদেরকে রুবেলা এবং ফ্লুর মতো অসুস্থতা যা হার্টের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে টিকা তা থেকে সুরক্ষা দেয়।

৬. আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখুন

এনএইচএস ৪০-৭৪ বছর বয়সী সবার জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে থাকে, যেখানে রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকে। দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় যারা ভূগছেন তাদের প্রতি পরামর্শ হচ্ছে- নিয়মিত (রুটিন) চেকআপে অংশ নেওয়া তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে সমস্যাগুলি চিহ্নিত এবং দ্রুত চিকিৎসা করা যায়।

৭. নিয়মিত ওষুধ সেবন করুন

আপনার ফার্মাসিস্ট আপনাকে আপনার ওষুধপত্র ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করতে এবং প্রেসক্রিপশন খরচের জন্য সাহায্য পাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

আপনি কি সিভিডি-এর 'এবিসি' জানেন?

এসেক্সের জিপি এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিস অলুকান্নি বলেন, 'এবিসি'র তিনটি অবস্থা রয়েছে যেগুলো কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হবার উচ্চ ঝুঁকি বহন করে বলে বিবেচনা করা হয়।

যদিও এই অবস্থাগুলো চিকিৎসাযোগ্য, তবে অনেকেই বুঝতে পারেন না যে তারা এতে ভুগছেন যতক্ষণ না তাদের কোনো বড় স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।"

এসেক্সে কর্মরত জিপি এবং কার্ডিওভাসকুলার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. ক্রিস অলুকান্নি বলেন, "আপনি যদি কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্য হন তবে আপনার উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি এবং এটি তুলনামূলক কম বয়সে হতে পারে। জিপি সার্জারি ও বেশিরভাগ ফার্মেসিতে গিয়ে রক্তচাপ জেনে নিতে পারেন অথবা ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেশিন কিনে নিজেই রক্তচাপ পরীক্ষা করতে পারেন।"

ক: হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ছন্দ

হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক ছন্দ (আট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সংক্ষেপে এএফ) হৃদস্পন্দন অনিয়মিত করে তুলতে পারে যা স্ট্রোকের একটি প্রধান কারণ। বয়স্ক এবং যাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা বা হার্ট-ভালভের সমস্যা আছে তাদের মাঝে এটি বেশি দেখা যায়।

ডা. অলুকান্নি বলেন: "অনেক সময় এএফ-এর কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে কেউ কেউ মাথা ঘোরা, ক্লান্তি বোধ করা, বুক ধড়ফড় করা কিংবা হৃদযন্ত্রে দ্রুতগতির স্পন্দন বা হৃদস্পন্দন 'মিস' হয়েছে- এমন অনুভব করতে পারেন বলে জানান।"

"আপনার যদি এধরনের উপসর্গ দেখা দেয়, তবে আপনার নাড়ী (পালস রেট) পরীক্ষা করুন এবং জিপির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নাড়ীর (পালস রেট) স্বাভাবিক গতি প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০টি স্পন্দন।"

খ. উচ্চ রক্তচাপ

যুক্তরাজ্যে প্রতি চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন এই সমস্যায় ভুগছেন। এ দেশে যত মানুষের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হয়, তার অর্ধেকের জন্যই দায়ী করা হয় এই উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনকে। উচ্চ রক্তচাপ থাকা মানুষজনের ৫০ ভাগই জানেন না, তাঁদের এই সমস্যা আছে। কারণ, এই সমস্যার কোনো উপসর্গ সাধারণত থাকে না।

ডা. অলুকান্নি আরো বলেন: "আপনি যদি কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় জাতিগত সম্প্রদায়ের সদস্য হন তবে আপনার উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বেশি এবং এটি তুলনামূলক কম বয়সে হতে পারে। আপনার জিপি সার্জারি ও বেশিরভাগ ফার্মেসিতে গিয়ে রক্তচাপ জেনে নিতে পারেন অথবা ডিজিটাল ব্লাড প্রেসার মেশিন কিনে নিজেই রক্তচাপ পরীক্ষা করতে পারেন।"

গ: উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল

ডা. অলুকান্নি বলেন, "উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল প্রায়শই আমাদের জীবনযাপনের অভ্যাসের কারণে হয়ে থাকে এবং এটি ধমনীতে রক্ত চলাচলেরর গতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি বংশগতও হতে পারে। অতীতে পরিবারের কারও এই সমস্যা থাকলে, তা জিনগতভাবে পরের প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে পারে। এর ফলে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়, তাকে বলা হয় পারে। ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরলামিয়া সংক্ষেপে এফএইচ। এর কারণে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল হতে পারে।"

আপনার জিপি সার্জারিতে রক্ত পরীক্ষা করিয়ে কোলেস্টেরেলর মাত্রা জেনে নিতে পারেন অথবা স্থানীয় ফার্মেসিতে 'ফিঙ্গার-প্রিক টেস্ট' পাওয়া যেতে।

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিনিয়োগ করুন

ডা. অলুকান্নি বলেন, "কেউ আমাদের কাছে উপদেশ নিতে আসার আগে কোনো একটা স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, সেটা আমরা চাই না। আপনার স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আপনি আনতে পারেন জীবনযাপনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে এবং শারিরীকভাবে সক্রিয় থাকার মাধ্যমে। এমনকি ইতোমধ্যে আপনি কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও এই পরিবর্তন আনা সম্ভব।"

"অভ্যাস বদল করা খুবই কঠিন হতে পারে। কিন্তু এ থেকে আপনি যা অর্জন করবেন, তা হয়তো আপনার জীবন বদলে দেবে; এমনকি বাঁচিয়ে দিতে পারে আপনার জীবন।"

এই সিদ্ধান্তগুলো কি পরের সরকারকে চাপে ফেলার আগাম প্রস্তুতি

১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন। নির্বাচনী প্রচারণা অনেকটা জমে উঠেছে। এখন পর্যন্ত বড় কোনো সহিংসতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হয় এমন কোনো অঘটন না ঘটলেও নিরাপত্তা ও ভোটের পরিবেশ নিয়ে জনমনে বড় শঙ্কা রয়েই গেছে। ২২ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারণাপর্বে প্রবেশ করেছে দেশ।

এ মুহূর্তে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব ও কাজের এখতিয়ারের দিক থেকে মূলত নির্বাচনকালীন সরকার। নির্বাচন ও রুটিন দায়িত্বের মধ্যে সরকারের কার্যক্রম সীমিত থাকা উচিত বলেই মনে করেন অনেকে। কিন্তু মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে কিছু সিদ্ধান্ত, উদ্যোগ, নিয়োগ ও চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন ও সংশয়ের জন্ম দিয়েছে।

এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবীদের নবম পে কমিশন, মন্ত্রী ও আমলাদের জন্য রাজসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে চুক্তি, মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে সমরাস্ত্র জোন তৈরির ঘোষণা, র ্যাবের জন্য ১৬৩টি গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে রকেটগতিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়।

সরকারের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে তড়িঘড়ি করে নেওয়া ও নিতে যাওয়া এসব উদ্যোগ জনস্বার্থের চেয়ে দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর স্বার্থের বিষয়টা বেশি কাজ করছে কি না, সেই প্রশ্ন সামনে এসেছে। সবচেয়ে বড় বিষয়, এখানে কিছু সিদ্ধান্তের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ঝুঁকি ও জাতীয় নিরাপত্তার মতো সংবেদনশীল প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার ও জনগণকে দীর্ঘ মেয়াদে তার বোঝা ও দায় বহন করতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এসব চুক্তি ও দেশের জন্য ‘ক্ষতিকর’ চুক্তি স্বাক্ষরের তৎপরতা নতুন নির্বাচিত সরকারকেও বিপদে ফেলবে। (শেষ সময়ে উচ্চ ব্যয়ের বরাদ্দ সন্দেহজনক, প্রথম আলো, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬)

এমন বাস্তবতায় পে কমিশনের সুপারিশ পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারের জন্য বড় চাপ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক সরকারকে সরকারি চাকরিজীবীদের অসন্তোষের মুখে পড়তে হতে পারে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমদ, এটিকে একধরনের ‘অ্যাডভান্স ব্ল্যাকমেলিং’ বলে মন্তব্য করেছেন।

২৫ জানুয়ারি প্রথম আলোয় প্রকাশিত ‘মন্ত্রীদের জন্য ৯০৩০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট নির্মাণ করবে সরকার’ শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ঢাকার মন্ত্রিপাড়ায় নতুন তিনটি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এসব ভবনে থাকবে ৭২টি ফ্ল্যাট, যার আয়তন হবে ৮ হাজার ৫০০ থেকে ৯ হাজার ৩০ বর্গফুট।

‘ঢাকার রমনায় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং সাংবিধানিক সংস্থার প্রধানসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পে অপেক্ষাকৃত বড় ফ্ল্যাটগুলো মন্ত্রীদের জন্য এবং ছোট ফ্ল্যাটগুলো প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হবে। এসব ভবনে সুইমিংপুল রাখারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পর্দাসহ আসবাব কেনাকাটায় ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০ কোটি টাকা।

যেখানে ঢাকার উচ্চ মধ্যবিত্তরা গড়ে ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ বর্গফুটের এবং সরকারের নিচের স্তরের কর্মচারীরা ৬৫০-৭০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটে বসবাস করেন, সেখানে মন্ত্রীদের জন্য এত বড় আয়তনের ফ্ল্যাট নির্মাণের উদ্দেশ্য কী? আবার এমন তো নয় যে মন্ত্রীদের আবাসনের সংকট আছে। বর্তমানে মন্ত্রিপাড়ায় ১৩টি বাংলো, বেইলি রোডে মিনিস্টার্স অ্যাপার্টমেন্ট, ধানমন্ডি ও গুলশান মিলিয়ে মন্ত্রীদের জন্য ৭১টি আবাসনব্যবস্থা রয়েছে। বাংলো বাড়ির রাজকীয় সুযোগ-সুবিধার কথা বাদ দিলেও মন্ত্রীদের জন্য এখন যে ফ্ল্যাট রয়েছে, সেগুলোর আয়তন সাড়ে ৫ হাজার বর্গফুট। প্রশ্ন হচ্ছে, সাড়ে ৯ হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাটে তারা কি ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলবেন?

একটা রাজনৈতিক সরকারের আমলে আমলারা যদি এমন প্রস্তাব তৈরি করত, তারও নয় একটা স্বার্থ ও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেত। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, ছাত্র জনতার গণ-অভ্যুত্থানে আসা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আমলারা এমন উদ্যোগ কেন নিচ্ছেন? তারা কি পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদের খুশি করার জন্য এমন প্রকল্প নিতে যাচ্ছেন? যে দেশে চার কোটির বেশি মানুষ দুই বেলা দুই মুঠো ভাত জোগাড় করতে নাভিশ্বাস উঠে যায়, সেই দেশে এমন অপচয় ও বিলাসিতার প্রকল্পের কথা স্বাভাবিক চিন্তা করা কারও মাথা দিয়ে কি আসতে পারে? হাসিনা সরকারের আমলে যে স্বজনতোষী অর্থনীতি ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেখানে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে আমলারাও গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন ছিলেন। একতরফা, রাতের ভোট, আমি-ডামির নির্বাচন করে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁদের বড় ভূমিকা ছিল। গণ-অভ্যুত্থানের পর মানুষ আসা করেছিল, আমলাতন্ত্রের সংস্কার হবে, তারা জবাবদিহির আওতায় আসবে। সরকারি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই সরাসরি ভোগান্তির শিকার হয়ে আসছেন। এর অবসান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে হয়নি।

বঞ্চিত বিবেচনায় পদোন্নতি ও অবসরে যাওয়া আমলাদের প্রশাসনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। নিরপেক্ষ সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে কাজ করার দৃষ্টান্ত স্থাপনের সুযোগ যেখানে ছিল, সেখানে আবার সেই রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থে আমলাতন্ত্র বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু নিজেদের সংস্কার প্রতিবেদনকে তারা ছুড়ে ফেলেনি, দুদক, পুলিশ সংস্কার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদনগুলো তারা নিজেদের স্বার্থে পাল্টে দিয়েছে। ১২ জানুয়ারি ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছে, আমলাতন্ত্রের কাছে নতিস্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে

সরকার শুরু থেকেই অভ্যুত্থানের শক্তির ওপর না দাঁড়িয়ে আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই নির্ভরতার কারণে আমলাতন্ত্র সংস্কারের জন্য গঠিত কমিশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশ সবচেয়ে বড় বাধার মুখে পড়ে। আন্দোলনের কারণে সেই প্রতিবেদন ও সুপারিশ কম্বলের গভীরে চাপা দেওয়া হয়েছে। আমলাতন্ত্রের সংস্কার বলতে আগের মুখের জায়গায় নতুন মুখ আনা হয়েছে।

বঞ্চিত বিবেচনায় পদোন্নতি ও অবসরে যাওয়া আমলাদের প্রশাসনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। নিরপেক্ষ সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের স্বার্থে ও কল্যাণে কাজ করার দৃষ্টান্ত স্থাপনের সুযোগ যেখানে ছিল, সেখানে আবার সেই রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থে আমলাতন্ত্র বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শুধু নিজেদের সংস্কার প্রতিবেদনকে তারা ছুড়ে ফেলেনি, দুদক, পুলিশ সংস্কার, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সংস্কার প্রতিবেদনগুলো তারা নিজেদের স্বার্থে পাল্টে দিয়েছে। ১২ জানুয়ারি ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছে, আমলাতন্ত্রের কাছে নতিস্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘এই অপশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাতিল এবং সংস্কার-পরিপন্থী অনেক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, এমনকি জুলাই সনদকে যুক্তিহীনভাবে লঙ্ঘন করে এমন নেতিবাচক উদাহরণ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা পরবর্তী সরকারেরও অনুসরণ করার ঝুঁকি রয়েছে। বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের একাংশের অন্তর্ঘাতমূলক অপশক্তির কাছে সরকারের নতিস্বীকারের ফলে সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।’ (আমলাতন্ত্রের কাছে সরকারের ‘নতিস্বীকারে’ সংস্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট: টিআইবি বিডি নিউজ)

সাধারণ মানুষ ঘুষ, ভোগান্তি ছাড়াই সরকারি সেবা চান। সেটা না পাওয়ায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ কমেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রভাবশালী উপদেষ্টা ও সাবেক আমলা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান কাজ করতে গিয়ে আমলাতন্ত্রের কতটা বৈরিতার মুখে পড়েছেন, গত মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে খোলাখুলিভাবে সেটা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, ‘আমাকে একজন বলেছিল যে মাইলস্টোন স্কুল ও কলেজে যে বিমান দুর্ঘটনা হয়েছে-এই বিমানটি মাইলস্টোনে না পড়ে সচিবালয়ের ওপরে পড়া উচিত ছিল। মানুষ এত ক্ষুব্ধ। শুধু সচিবালয় নয়, সরকারি প্রতিটি দপ্তরের ওপর জনগণ অনেক ক্ষুব্ধ।’

অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে এসে নবম পে কমিশন সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর সুপারিশ দিয়েছে। সরকার জানিয়েছে, এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের। এটা ঠিক যে সরকারি চাকরিজীবীদের নিচের স্তরগুলোর বেতন-ভাতা বর্তমান বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু তাই বলে একসঙ্গে সব স্তরে ১০০-১৪৭ শতাংশ বাড়াতে যে ১ লাখ ৬ হাজার কোটি টাকা লাগবে, তার সংস্থান কীভাবে হবে?

বিদ্যুৎ, সার, জ্বালানির দাম বাড়ানো এবং ভ্যাটের মতো পরোক্ষ করের বোঝা বাড়ানোর পরও গত কয়েক বছরে রাজস্ব আয় চার লাখ কোটি টাকার ওপর ওঠানো সম্ভব হয়নি। কর-জিডিপির তুলনায় রাজস্ব আয় বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে স্থবিরতা চলছে। টানা তিন বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির বোঝা চেপে আছে। নতুন করে কাজ হারিয়েছেন এবং গরিব হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি বেসরকারি খাত সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একটা ঘাড়ভাঙা অর্থনীতির ওপর এত বড় বোঝা চাপানোর উদ্দেশ্য আসলে কী?

এমন বাস্তবতায় পে কমিশনের সুপারিশ পরবর্তী রাজনৈতিক সরকারের জন্য বড় চাপ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। রাজনৈতিক সরকারকে সরকারি চাকরিজীবীদের অসন্তোষের মুখে পড়তে হতে পারে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমদ, এটিকে একধরনের ‘অ্যাডভান্স ব্ল্যাকমেলিং’ বলে মন্তব্য করেছেন।

তাঁর বক্তব্য দিয়েই শেষ করা যাক, ‘যে কাজটা আপনি করবেন না, সেই কাজের একটা বোঝা আগামী সরকারের ওপর চাপিয়ে রেখে গেলেন, যাতে ওইটা নাকচ করলে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ আমলাদের অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়। এটা একধরনের অ্যাডভান্স ব্ল্যাকমেলিং।’

ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ের কিছু সিদ্ধান্ত কি পরের সরকারকে চাপে ফেলার আগাম প্রস্তুতি কিনা তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের।

মনোজ দে, প্রথম আলোর সম্পাদকীয় সহকারী

জাতীয় সংসদ নির্বাচন -২০২৬

দেশের হাসপাতালগুলোকে সর্বোচ্চ প্রস্তুত রাখার নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নির্বাচন ঘিরে দেশের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ প্রস্তুত রাখতে ৯ নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের সব সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনার মধ্যে মেডিক্যাল টিম গঠন, সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চালু, অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা রাখা, চিকিৎসকদের উপস্থিতি, শয্যা প্রস্তুত রাখা এবং ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোলরুম চালু রাখার বিষয়ও রয়েছে। গত রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান স্বাক্ষরিত জরুরি নির্দেশনাপত্রে এসব বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

নির্দেশনাটি নির্বাচনের আগে দুই দিন এবং নির্বাচনের পরে তিন দিনের জন্য কার্যকর রাখার কথা বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানায়, নির্বাচনকালীন যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় চিকিৎসাসেবা যেন ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যেই এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে: এক. প্রতিটি সিটি করপোরেশনে ছয়টি, বিভাগীয় পর্যায়ে চারটি, জেলা পর্যায়ে তিনটি, উপজেলা পর্যায়ে দুটি এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করতে হবে। দুই. প্রতিষ্ঠানপ্রধান/স্বাস্থ্য প্রশাসক জনবলের প্রাপ্যতা/প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে মেডিক্যাল টিমের সদস্য নির্ধারণ করতে হবে।

তিন. জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। চার. সার্বক্ষনিক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতে হবে। পাঁচ. নির্বাচনকালীন প্রতিটি স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকতে হবে। ছয়. কোনো কারণে তিনি ছুটিতে থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিকল্প কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে।

সাত. (ক) নির্বাচনকালীন চিকিৎসকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করে জরুরি বিভাগ চালু থাকবে। (খ) কোনো রোগী রেফার করলে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিত করে যথাযথ কাউন্সেলিং করে রেফার করতে হবে। (গ) অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকবে। (ঘ) সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয়সাধন এবং জরুরি প্রয়োজনে বিভাগীয় পরিচালক ও সিভিল সার্জনদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক, অ্যাম্বুলেন্স, জনবল দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। (ঙ) জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে স্থানীয় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হবে।

আট. সব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিভাগীয় কার্যালয় (স্বাস্থ্য), সিভিল সার্জন অফিস, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় একটানা ৭২ ঘণ্টার বেশি বন্ধ থাকবে না। জরুরি বিভাগ, আন্ত বিভাগ, ল্যাব, ক্যাথল্যাব, ডায়ালিসিস সেন্টার, সিটি স্ক্যান, এমআরআই সেন্টার যথারীতি খোলা থাকবে। নয়. বিভাগীয় স্বাস্থ্য কার্যালয় ও সিভিল সার্জন অফিসে ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোলরুম খোলা থাকবে।

এ বিষয়ে ডা. আবু হোসেন মো. মঈনুল আহসান বলেন, 'নির্বাচন ঘিরে এ ধরনের প্রস্তুতি নতুন নয়। অতীতে নির্বাচনকালীন হঠাৎ সহিংসতায় আহত রোগীর চাপ বাড়তে দেখা গেছে। আমাদের এ প্রস্তুতির কারণ হলো যাতে চিকিৎসার অভাবে কারো প্রাণহানি না ঘটে।'

মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে দুই বাংলাদেশি কিশোর আহত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নে দুই বাংলাদেশি কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ঝিমংখালীস্থল এলাকায় কেউড়া বাগানে এ ঘটনা ঘটে। আহত গুলিবিদ্ধ কিশোররা হলেন- হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কানজরপাড়া এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ সোহেল (১৩) ও মো. ওবাইদ উল্লাহ (১৫)। তারা উভয়েই বাংলাদেশি নাগরিক।

স্থানীয় ও আহতদের পরিবারের সদস্যরা জানান, সকালে ইউনিয়নের ঝিমংখালীস্থল এলাকায় কেউড়া বাগানে লাকরী কুড়াতে যায় ওই দুই কিশোর। এ সময় হঠাৎ মিয়ানমারের ভেতরে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। একপর্যায়ে সেখান থেকে ছোড়া গুলি এসে ওই দুই কিশোরের শরীরে লাগে। পরে আশপাশের লোকজন দ্রুত এগিয়ে এসে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা দুজনই উখিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত গুলিবিদ্ধ মো. সোহেলের মামা মো. ইসমাইল বলেন, গুলিবিদ্ধ আহত দুইজনই আমার আত্মীয়। সকালে তারা হোয়াইংয়ে ঝিমংখালী এলাকায় কেউড়া বাগানে লাকরী কুড়াতে যায়। এসময় মিয়ানমার থেকে ছোড়া একাধিক গুলিতে তারা আহত হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে উখিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। একজনের পা-বুকে এবং অন্যজনের বুকে গুলি লাগে। তাদের অবস্থা আশংকাজনক। এ ঘটনার পর সীমান্তবর্তী বাসিন্দারা ভয়ভীতি মধ্য রয়েছে।

এ বিষয়ে ৬৪ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, মিয়ানমারে অভ্যন্তরে সকালে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে। কিন্তু এ দুজন মিয়ানমারের সীমানায় গিয়ে আহত হয়েছে। তবুও বিস্তারিত খোঁজ খবর নিচ্ছি। এছাড়া সীমান্তে বিজিবির টহল জোরদার রয়েছে।

গত ১১ জানুয়ারি হোয়াইক্যং সীমান্ত এলাকায় মিয়ানমার থেকে ছোড়া গুলিতে হুজাইফা আফনান নামে এক বাংলাদেশি শিশু গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল। এর পরের দিন একই এলাকায় সীমান্তে স্থল মাইন বিস্ফোরণে আবু হানিফ নামে এক জেলের পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন থেকেই সীমান্তে বসবাসকারীরা আতঙ্কের দিন পার করে আসছিল।

এদিকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বিমান হামলা, ড্রোন হামলা, মর্টার শেল ও বোমা বিস্ফোরণ থামছে না। এছাড়া রাখাইন রাজ্যের মংডু টাউনশিপের আশপাশের এলাকায় সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির (এএ) অবস্থানে বিমান হামলা জোরদার করেছে সরকারি জান্তা বাহিনী। অন্যদিকে আরাকান আর্মির সঙ্গে স্থলভাগে সংঘর্ষে জড়িয়েছে রোহিঙ্গাদের সশস্ত্র তিনটি গোষ্ঠী। এ কারণে সীমান্ত পরিস্থিতি দিন দিন জটিল হচ্ছে।

ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ড

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চব্বিশের গণ-আন্দোলনে রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় ছয়জনকে হত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। সর্বোচ্চ সাজা পাওয়া অন্য দুজন হলেন ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী এবং রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম।

এই মামলার আট আসামির মধ্যে রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুলকে ছয় বছরের কারাদণ্ড, শাহবাগ থানার সাবেক পুলিশ পরিদর্শক আরশাদ হোসেনকে চার বছরের কারাদণ্ড এবং একই থানার সাবেক তিন কনস্টেবলকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কনস্টেবল তিনজন হলেন মো. সুজন, ইমাজ হোসেন ইমন ও নাসিরুল ইসলাম। আট আসামির মধ্যে আরশাদ হোসেন, মো. সুজন, ইমাজ হোসেন ইমন ও নাসিরুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে। অন্যরা পলাতক। তাঁদের বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গত সোমবার এই রায় ঘোষণা করেন। ট্রাইব্যুনালের দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

রায়ে ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, দণ্ডিতরা আইন অনুযায়ী রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করার সুযোগ পাবেন। এ জন্য গ্রেপ্তার আসামিদের রায়ের অনুলিপি সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে পলাতক আসামিরা আত্মসমর্পণ করলে বা গ্রেপ্তার করতে পারলে তাঁরাও আপিল করার সুযোগ পাবেন।

গ্রেপ্তারের দিন থেকে তাঁদের সাজা কার্যকর হবে। আর বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে যাঁরা গ্রেপ্তার আছেন, গ্রেপ্তারের দিন থেকে রায় ঘোষণার দিন পর্যন্ত তাঁদের কারাভোগ

সাজা থেকে বাদ যাবে। রায়ে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া তিনজনের সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'চানখাঁরপুল হত্যাকাণ্ড মামলা' হিসেবে পরিচিত এই মামলাটি পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের প্রথম মামলা হলেও রায় ঘোষণার দিক থেকে দ্বিতীয়। এর আগে গত বছর ১৭ নভেম্বর এই ট্রাইব্যুনাল থেকে প্রথম রায় আসে, যে রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড এবং সাবেক পুলিশপ্রধান (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

রায়ের পর চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'অভিযুক্ত পাঁচজনকে দেওয়া বিভিন্ন মেয়াদের সাজার বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।'

আসামিপক্ষের আইনজীবী আবুল হোসেন, সাদ্দাম হোসেন অভি ও সিফাত মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন মেয়াদে সাজা পাওয়া আসামিদের খালাস চেয়ে আপিল করা হবে।

রায়ের পর্যবেক্ষণে ট্রাইব্যুনাল বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি সফল করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্দোলনকারীরা ঢাকায় আসে। সেদিন রাজধানীর চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনকারীরা জড়ো হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে আসছিল। মনে রাখতে হবে, সেদিন কারফিউ ছিল। আন্দোলনকারীরা শহীদ মিনারের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং এক পর্যায়ে প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে নিরস্ত্র আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালায়। এতে বহু আন্দোলনকারী গুরুতর আহত এবং ছয়জন শহীদ হন।

ট্রাইব্যুনাল রায়ে বলেন, চানখাঁরপুল এলাকায় মোতায়েন পুলিশ সদস্যদের প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ডিএমপির সাবেক যুগ্ম কমিশনার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী ও রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম। তাঁদের নির্দেশে এবং রমনা অঞ্চলের সাবেক সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ ইমরুলের উপস্থিতিতে কনস্টেবল সুজন, ইমন ও নাসিরুল গুলি চালিয়েছিল। সেদিন ঢাকা মহানগর এলাকায় মোতায়েন সব পুলিশ ইউনিটকে নিরস্ত্র আন্দোলনকারী সাধারণ ছাত্র-জনতার ওপর প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহারের জন্য সাবেক ডিএমপি কমিশনার ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মেসেজের নির্দেশনার আলোকে রমনা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত উপকমিশনার শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম চানখাঁরপুল এলাকায় মোতায়েন পুলিশ সদস্যদের আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাতে নির্দেশ দেন। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পুলিশ সদস্য গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানান। তখন কনস্টেবল সুজন নিরস্ত্র ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি ও একটি বর্ম। কিন্তু শাহ আলম মো. আখতারুল ইসলাম জোর করে তাঁর হাতে একটি চায়নিজ রাইফেল ও কিছু গুলি ধরিয়ে দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালাতে বলেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের দিন রাজধানীর চানখাঁরপুলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন ছয় আন্দোলনকারী। তাঁরা হলেন শাহরিয়ার খান আনাস, শেখ মাহদি হাসান জুনায়েদ, মো. ইয়াকুব, মো. রাকিব হাওলাদার, মো. ইসমামুল হক ও মানিক মিয়া।

এই ঘটনায় অভিযোগ দাখিলের পর ছয় মাস ১৩ দিনে তদন্ত শেষ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। গত বছর ২০ এপ্রিল চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয় সংস্থাটি। এটিই ছিল জুলাই-আগস্টের গণ-আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার প্রথম তদন্ত প্রতিবেদন। ২৫ মে মামলার 'আনুষ্ঠানিক অভিযোগ' দাখিল করা হলে ট্রাইব্যুনাল তা আমলে নেন। শুনানির পর গত বছর ১৪ জুলাই আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।

চানখাঁরপুল হত্যাকাণ্ড মামলাটি রায় ঘোষণার পর্যায়ে আসে গত বছর ২৪ ডিসেম্বর। সেদিন এ মামলায় প্রসিকিউশন ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক শেষ হলে ট্রাইব্যুনাল রায় ঘোষণার জন্য গত ২০ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করেন। সেদিন রায় প্রস্তুত না হওয়ায় রায় ঘোষণা পিছিয়ে যায়। সেই ধারাবাহিকতায় গতকাল রায় ঘোষণা করা হয়। রায় ঘোষণার পুরো কার্যক্রম বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন সোয়া ৪ লাখ প্রবাসী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন প্রবাসী ভোটদান সম্পন্ন করেছেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার এ তথ্য জানানো হয়। ইসি জানায়, সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি পোস্টাল ব্যালট সংশ্লিষ্ট গন্তব্যের দেশে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ব্যালট গ্রহণ করেছেন ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৯২০ জন প্রবাসী ভোটার। ভোটদান সম্পন্ন করছেন ৪ লাখ ২৫ হাজার ৭৮৮ জন ভোটার। যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস অথবা ডাক বাক্সে জমা দেওয়া হয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৩২২ জনের পোস্টাল ব্যালট। আর দেশে এসেছে ২১ হাজার ৫০৮ জনের পোস্টাল ব্যালট।

দেশের ভেতরের তিন শ্রেণির নাগরিক-সরকারি চাকরিজীবী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও কয়েদিরা এবার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

এছাড়া ১২০টির বেশি দেশে অবস্থানরত প্রবাসীরাও এবার পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন। সবমিলিয়ে নিবন্ধন করেছেন ১৫ লাখ ৩৩ হাজারের বেশি ভোটার।

দেশে মাটিতে সিসা ৭০ হাজার পিপিএম, মানদণ্ডের ৩৫০ গুণ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থা পিওর আর্থের চারটি সিসা প্রতিকার প্রকল্পের গবেষণায় পরিচালিত বাংলাদেশের মাটিতে সিসার মাত্রা সর্বোচ্চ ৭০ হাজার পিপিএম পর্যন্ত পাওয়া গেছে; যা মার্কিন পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থার (ইপিএ) নির্ধারিত মানদণ্ড ২০০ পিপিএমের তুলনায় প্রায় ৩৫০ গুণ বেশি। একই এলাকায় শিশুদের রক্তে সিসার মাত্রা পাওয়া গেছে সর্বোচ্চ ৪৭ মাইক্রোগ্রাম পার ডেসিলিটার। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) মানদণ্ড ৩.৫।

গত সোমবার ঢাকার একটি হোটেলে পরিবেশ অধিদপ্তর ও পিওর আর্থের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক ভ্যালিডেশন কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়। কর্মশালায় 'টক্সিক সাইট আইডেনটিফিকেশন প্রোগ্রাম গাইডলাইন' এবং 'সিসা-দূষিত স্থানের প্রতিকার ও ঝুঁকি হ্রাস নির্দেশিকা' পর্যালোচনা ও যাচাই করা হয়; যা সিসা দূষণ মোকাবিলায় দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পিওর আর্থ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিতালী দাস বলেন, বাংলাদেশে পরিচালিত প্রকল্পগুলোতে পাওয়া ৭০ হাজার পিপিএম সিসা মাত্রা উদ্বেগজনক। এই মাত্রা শুধু পরিবেশের জন্য নয়, শিশুর স্নায়ু বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকির জন্য ভয়াবহ হুমকি। তিনি ভবিষ্যতে যেন এমন ভয়াবহভাবে দূষিত স্থান তৈরি না হয়, সে জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদারের ওপর গুরুত্ব দেন।

কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান বলেন, নতুন নির্দেশিকাগুলো অনুমোদনের মাধ্যমে সিসা-দূষিত স্থানগুলো সুশৃঙ্খলভাবে শনাক্ত ও প্রতিকার করার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়বে। বিশেষ করে অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যাটারি রিসাইক্লিংয়ের কারণে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণে এই নির্দেশিকাগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

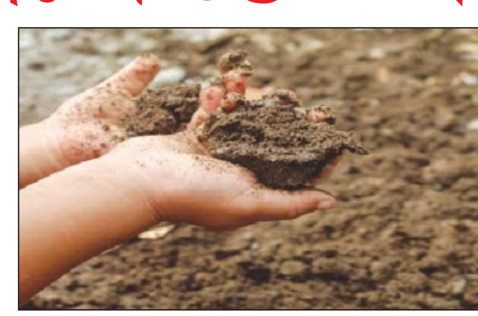

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, আগামী ১০ বছরের মধ্যে ব্যবহৃত ব্যাটারির সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা না গেলে সিসাদূষণ দেশের জন্য মহামারি আকার ধারণ করতে পারে। তিনি জানান, এই কর্মশালার পর নির্দেশিকাগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনি কাঠামোর আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে সিসা দূষিত স্থান ব্যবস্থাপনায় সরকার বাধ্যতামূলক ও কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে।

ইরানের শীর্ষ ব্যক্তিদের ওপর হামলা চালাবে যুক্তরাষ্ট্র!

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে বিবেচিত ইরানের 'শীর্ষ পর্যায়ের' কর্মকর্তাদের ও সামরিক কমান্ডারদের ওপর নির্ভুল হামলা চালানোর বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে মিডল ইস্ট আইকে (এমইই) বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এক উপসাগরীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন। এমইইকে সোমবার জানানো হয়, এসব হামলা চলতি সপ্তাহেই শুরু হতে পারে, যদিও সময়সূচিতে পরিবর্তন আসতে পারে।

প্রশাসনের ভেতরের আলোচনাকে 'অগোছালো' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে ইরানের পাল্টা প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে।

বিক্ষোভকারীদের ওপর নৃশংস দমন-পীড়নের অজুহাতে ট্রাম্প প্রশাসন প্রায় এক মাস ধরেই ইরানে হামলার বিষয়টি নিয়ে ভাবছে।

প্রথমে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল' করার আহ্বান জানালেও পরে সুর নরম করে বলেন, 'হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়েছে'। এই উত্তেজনা প্রশমনের সিদ্ধান্ত আসে এমন এক সময়ে, যখন সৌদি আরব, কাতার ও ওমানসহ উপসাগরীয় দেশগুলো হামলার বিরুদ্ধে জোরালো তদবির করছিল।

কিছু প্রতিবেদনে ট্রাম্পের বক্তব্যকে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ইতি টানার ইঙ্গিত হিসেবে তুলে ধরা হলেও, সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকেরা এমইইকে বলেন, এটি মূলত একটি সাময়িক বিরতি নির্দেশ করে।

ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও ট্রাম্প একইভাবে উত্তেজনা বাড়ানো-কমানোর কৌশল নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দেশটিতে হামলার নির্দেশ দেন, যার পর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হয়।

এক সাবেক মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, প্রশাসনের ভেতরের আলোচনার ভিত্তিতে তাদের ধারণা, তেহরানে 'শাসন পরিবর্তন' চাপিয়ে দেওয়ার চিন্তা থেকে ট্রাম্প সরে আসেননি।

স্টিমসন সেন্টারের মধ্যপ্রাচ্য কর্মসূচির প্রধান বাঁন্ডা স্লিম আগেই এমইইকে বলেছিলেন, ট্রাম্পের উত্তেজনা প্রশমন 'অস্থায়ী'।

জানুয়ারির শুরুতে যে অবস্থান ছিল, তার তুলনায় এখন ইরানে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে আরো শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

এক সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, জুনে ইরানের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধব্যবস্থার মজুত পুনরায় পূরণে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র এবং 'মোট সরবরাহ' বেড়েছে। তবে ইউক্রেনে সরবরাহ চালু রাখার কারণে যুক্তরাষ্ট্র এখনো সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছে।

এই সামরিক সমাবেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সোমবার জানিয়েছে, ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন বিমানবাহী রণতরী দক্ষিণ চীন সাগর পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছে।

ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের দাভোস থেকে ওয়াশিংটনে ফেরার পথে বলেন, 'আমরা ইরানের দিকে বড় বাহিনী পাঠাচ্ছি। আমি চাই না কিছু ঘটুক, কিন্তু আমরা তাদের খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছি।'

ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান, এফ/এ-১৮ জেট এবং ইএ-১৮জি গ্রাউলার ইলেকট্রনিক যুদ্ধবিমান রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ডেস্ট্রয়ার জাহাজ।

ওপেন-সোর্স ফ্লাইট ট্র্যাকারগুলো জানিয়েছে, জর্দানের মুআফফাক সালতি বিমানঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্র এফ-১৫ যুদ্ধবিমানের একটি স্কোয়াড্রনও মোতায়েন করেছে।

এই মোতায়েন যুক্তরাষ্ট্রকে বিকল্প পথ দিচ্ছে, কারণ উপসাগরীয় দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে হামলার জন্য তাদের আকাশসীমা বা স্থাপনা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে বলে বর্তমান ও সাবেক মার্কিন এবং আরব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এই নিষেধাজ্ঞা ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর রয়েছে।

রয়টার্স এক জ্যেষ্ঠ ইরানি কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তেহরান সতর্ক করেছে, যদি ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় তাদের দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি ব্যবহার করা হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের আরব মিত্রদের লক্ষ্যবস্তু করা হবে। তেহরানের ঘনিষ্ঠ ভাষ্যকারেরা প্রকাশ্যেও এই হুঁশিয়ারি জোরালো করেছেন।

পটভূমি আলোচনায় সৌদি আরব, ওমান, কাতার ও তুরস্ক-সবাই যুক্তরাষ্ট্রের ইরানে হামলার বিরোধিতা করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইসরায়েলি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জর্দান হামলাকে সমর্থন করে।

বাংলাদেশ-ইরাকের নাম ভাঙিয়ে মায়ানমার জান্তাকে জ্বালানি দিচ্ছে ইরান

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ইরাকের বসরা বন্দরকে ইলেকট্রনিক স্পুফিংয়ের মাধ্যমে ভুয়া যাত্রাপথ হিসেবে দেখিয়ে ইরান থেকে গোপনে জেট ফুয়েল পাঠানো হচ্ছে মায়ানমারের সামরিক বাহিনীর কাছে। এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক অনুসন্ধানে। ইলেকট্রনিক স্পুফিং হচ্ছে এক ধরনের প্রতারণা যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ভুয়া অবস্থান দেখানো হয়। এদিকে ইরানের জাহাজগুলোর অবস্থান ভুয়া দেখানো হলেও উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়েছে ভিন্ন চিত্র। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এই কৌশলে ইরাক ও বাংলাদেশের বন্দরকে কার্যত ভুয়া ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে 'রিফ' ও 'নোবেল' নামের দুটি ট্যাংকার ব্যবহার করে ইরান বিপুল পরিমাণ জেট ফুয়েল ও বিস্ফোরক তৈরির উপাদান ইউরিয়া সরবরাহ করছে মায়ানমারের সামরিক বাহিনীকে।

২০২৫ সালের ১৩ অক্টোবর পশ্চিম মায়ানমারের চিন প্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম ভানহায় সামরিক বিমান থেকে বোমা হামলায় গ্রামের একমাত্র স্কুল ধ্বংস হয়ে যায়। কয়েক মিনিট পর ড্রোন থেকে দ্বিতীয় হামলা চালানো হয়।

এতে দুই শিক্ষার্থী নিহত এবং অন্তত ২২ জন আহত হন বলে জানিয়েছে চিন হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন।

আহতদের একজন জানান, ওই সময় বেশির ভাগ শিক্ষার্থী স্কুল প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করছিল, না হলে হতাহতের সংখ্যা আরো বেশি হতো।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ওই হামলার আগে ইরান থেকে বিপুল পরিমাণ জেট ফুয়েল পেয়েছিল মায়ানমারের বিমান বাহিনী। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইরান অন্তত ৯টি চালানে প্রায় এক লাখ ৭৫ হাজার টন জেট ফুয়েল সরবরাহ করেছে।

এই জ্বালানি ব্যবহার করেই সামরিক জান্তা গত ১৫ মাসে এক হাজারের বেশি বেসামরিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালিয়েছে।

মায়ানমার পিস মনিটরের তথ্য অনুযায়ী, ইরানি জ্বালানি সরবরাহ শুরুর পর থেকে সরকারি বিমান হামলায় অন্তত এক হাজার ৭২৮ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু ছিল গ্রাম, স্কুল, হাসপাতাল ও ধর্মীয় স্থাপনা। রয়টার্স বলছে, ইরানের ভূমিকা এতদিন আলোচনার বাইরে থাকলেও অনুসন্ধানে প্রথমবারের মতো তা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সরবরাহে ব্যবহার করা হয়েছে 'রিফ' ও 'নোবেল' নামের দুটি ট্যাংকার, যেগুলো

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে।

জাহাজগুলো ইলেকট্রনিক স্পুফিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান গোপন করে ইরান থেকে মায়ানমারে যাত্রা করেছে। উপগ্রহচিত্রে দেখা গেছে, জাহাজগুলো ভুয়া অবস্থান সংকেতের মাধ্যমে ইরাক বা বাংলাদেশের বন্দর দেখালেও বাস্তবে জ্বালানি তুলেছে ইরানের বন্দর আব্বাস থেকে।

জেট ফুয়েলের পাশাপাশি ইরান মায়ানমারে বিপুল পরিমাণ ইউরিয়াও পাঠাচ্ছে বলে জানা গেছে। সাধারণত সার হিসেবে ব্যবহৃত এই ইউরিয়া সামরিক জান্তা ড্রোন ও প্যারাগ্লাইডার থেকে নিক্ষেপে সক্ষম বোমা তৈরিতে ব্যবহার করছে বলে জানিয়েছেন সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা দুই সদস্য। বিশ্লেষকদের মতে, বছরে চার থেকে ছয় লাখ টন ইউরিয়া সরবরাহ করা হচ্ছে দেশটিতে।

জাতিসংঘের মায়ানমার বিষয়ক বিশেষ দূত টম অ্যান্ড্রুজ রয়টার্সকে বলেন, ইরান থেকে আসা এই জ্বালানি সরাসরি গণহত্যাকে উসকে দিচ্ছে। তিনি ইরানকে এই সহিংসতায় সহায়তার জন্য দায়ী করার আহ্বান জানান। তবে ইরানের জাতিসংঘ মিশন এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মায়ানমারের সামরিক সরকারও কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, এই বাণিজ্য উভয় দেশের জন্যই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কঠোর নিষেধাজ্ঞায় জর্জরিত ইরান নতুন রাজস্ব ও প্রভাব খুঁজছে, আর সামরিক জান্তা আকাশে আধিপত্য বজায় রেখে বিদ্রোহ দমনে এই জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

চিন ও রাখাইন প্রদেশের বহু গ্রামে এখন আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে। ভানহার বাসিন্দাদের অনেকেই আবার বিমান হামলার আশঙ্কায় রাতে ঘরে না থেকে জঙ্গলে আশ্রয় নিচ্ছেন। আহত এক বাসিন্দা প্রশ্ন রাখেন, নিরীহ শিশু ও সাধারণ মানুষের ওপর বোমা ফেলেই কি এই যুদ্ধের সমাধান সম্ভব?

ইরান-মায়ানমার সম্পর্ক

২০১৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন বেসামরিক সরকারের গণহত্যার মুখে লাখ লাখ মুসলিম রোহিঙ্গা বেসামরিক নাগরিক বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। এরপর ইরানের রাষ্ট্রপতি হাসান রুহানির প্রশাসন এই গণহত্যার তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি ইসলামী দেশগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তবে ২০২১ সালে মায়ানমার জান্তার হাতে সু চি সরকারের পতনের পর দেশটিতে অস্ত্র বিক্রি শুরু করে ইরান। জান্তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণকারী একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সূত্রের মতে, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে, ইরানের একটি সরকারি প্রতিনিধিদল গোপনে মায়ানমার সফর করে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে। এই সফরের খবর প্রথম এশিয়া টাইমস প্রকাশ করে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে নিরাপত্তা সূত্রটি জানিয়েছে, তারা সেখানে গাইডেড মিসাইল এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামসহ ইরানী অস্ত্র বিক্রি করতে এসেছিল।

এ বিষয়ে ইসরায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং বর্তমানে ইসরায়েলের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সিনিয়র ইরান গবেষক ড্যানি সিট্রিনোভিচ বলেন, 'আপনি যেখানে কৌশলগত স্বার্থের কথা বলেন, সেখানেই আদর্শকে নমনীয় করতে পারেন। এবং অবশ্যই মায়ানমার এমন একটি দেশ যা তাদের (ইরান) কাছে আকর্ষণীয়।

এর মধ্যে দেশটিতে চলমান নির্বাচনের ঠিক আগে টাটমাডো বেসামরিক এলাকায় বিমান হামলা চালায় জান্তা বাহিনী।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে তীব্র লড়াইয়ে আছে জান্তা সরকার।

রাজ্যের ম্রাউক উ শহরের প্রধান হাসপাতালে এক হামলায় রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অন্তত ৩০ জন নিহতের পাশাপাশি ৭০ জন আহত হন। গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান হামলাগুলির মধ্যে এটি ছিল একটি।

এর মাত্র কয়েকদিন আগে 'রিফ'-জাহাজে করে অঞ্চলটিতে প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন জেট জ্বালানি খালাস করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

ইরানি জাহাজটির ক্রুরা ইরাকের বসরাহ তেল টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যাওয়ার মিথ্যা তথ্য দেখিয়ে মায়ানমারে জেট ফুয়েল নিয়ে যায় বলে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থাটি।

রয়টার্সকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে, তিনি এই জালিয়াতির ঘটনা সম্পর্কে অবগত নন। অন্যদিকে ইরাক সরকার মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

জানুয়ারির শেষের দিকে যখন ইরানি বিক্ষোভ দমন করার মুহূর্তে সিনম্যাক্সের স্যাটেলাইট তথ্যে দেখা গেছে, 'নোবেল' জাহাজ আবার ইরাকের দক্ষিণ প্রান্তে নোঙর করার ভুল তথ্য দিচ্ছে। বাস্তবে জাহাজটি ইরানের বন্দর আব্বাস বন্দরের কাছে আবারও যাত্রা শুরু করার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেসময় 'রিফ' জাহাজ লোড করা শেষে ইয়াঙ্গুনের দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

১৫০ বছরের দীর্ঘজীবনের পথে মানবজাতি!

পোস্ট ডেস্ক : মানুষের আয়ু ১৫০ বছর পর্যন্ত হতে পারে বলে এক চাঞ্চল্যকর পূর্বাভাস দিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ জিনতত্ত্ববিদ স্টিভ হোরভাথ। জীববিজ্ঞান ও পুনর্যৌবন সংক্রান্ত গবেষণার অভূতপূর্ব অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে তিনি এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। হোরভাথ জানান, মানুষের জৈবিক ঘড়ির রহস্য উন্মোচন এবং বার্ধক্য প্রতিরোধের গবেষণায় যে সাফল্য আসছে, তাতে ১৫০ বছর বেঁচে থাকা অদূর ভবিষ্যতে একটি বাস্তবতায় পরিণত হবে। তবে ঠিক কত দিনের মধ্যে এটি সম্ভব হবে, সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা এখনই জানাননি।

স্টিভ হোরভাথের মতে, জৈবিক বয়স অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি দীর্ঘায়ু সংক্রান্ত গবেষণায় এক নতুন বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এখন কেবল বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসাই করছেন না, বরং বার্ধক্যের প্রক্রিয়াটিকেই ধীর করে দেওয়া বা উল্টে দেওয়া সম্ভব কি না, তা যাচাই করছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বর্তমান গবেষণার গতিপ্রকৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মানুষের বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে হয়তো উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হতে পারে।

এই জিনতত্ত্ববিদ আরও ব্যাখ্যা করেন যে আয়ু বাড়ানোর যেকোনো চিকিৎসা বা পদ্ধতি কার্যকর কি না তা নিশ্চিত হওয়ার আগে বার্ধক্য পরিমাপ করার একটি নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই নির্ভরযোগ্য পরিমাপ পদ্ধতি নিশ্চিত করবে যে প্রয়োগ করা চিকিৎসাটি আসলেই মানুষের জীবনকাল দীর্ঘ করছে, নাকি কেবল বার্ধক্যজনিত সাধারণ শারীরিক সমস্যাগুলো সমাধান করছে।

আধুনিক জিনতত্ত্ব এবং পুনর্যৌবন বিজ্ঞানের এই নতুন ধারণাগুলো ভবিষ্যতে মানুষের দীর্ঘায়ু নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ধারণা বদলে দেবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কোনো দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে নন তারেক রহমান

দায়িত্ব তারেক রহমানের মায়ের পথটাকেই অনুসরণ করা। শেখ হাসিনাকে ১৮ মাস আগে ছাত্রনেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ঘোষিত ১২ই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তারেক রহমানই স্পষ্টভাবে এগিয়ে থাকা প্রার্থী। তিনি নিজেকে উপস্থাপন করছেন এক সেতু হিসেবে। যার একদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর রাজনীতিক এলিট শ্রেণি, অন্যদিকে তরুণ বিপ্লবীদের আকাঙ্ক্ষা।

সমস্যা অনেক, যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও দুর্বল মুদ্রা সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয়কে হ্রাস করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় আমদানি সীমিত করা হয়েছে, যা উৎপাদন ও জ্বালানি সরবরাহকে দুর্বল করছে। এসব বাধা পোশাক রপ্তানি ও প্রবাসীদের আয়ের ওপর নির্ভরশীল বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির জন্য অন্তরায়। বর্তমানে তরুণ বেকারত্বের হার ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ। এক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা জরুরি।

তবে তারেক রহমানকে নিয়ে বিতর্কও কম নয়। অনেকে মনে করেন, তার প্রধান যোগ্যতা হলো বংশীয় পরিচয়। তিনি খালেদা জিয়া ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক জিয়াউর রহমানের পুত্র।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বাইরে রাখার বিষয়ে তিনি সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও নীতিগতভাবে কোনো দল নিষিদ্ধ করার পক্ষে নন বলে জানান। তিনি বলেন, ‘আজ যদি একটি দল নিষিদ্ধ করা হয়, তবে কাল আমার দলও নিষিদ্ধ হবে না তার নিশ্চয়তা কী?’ তবে অপরাধীদের শাস্তির বিষয়ে তিনি আপসহীন।

সমর্থকদের কাছে তারেক রহমান একজন নিপীড়িত মানুষ। যিনি দুর্দশাগ্রস্ত এই দেশকে রক্ষা করতেই ফিরে এসেছেন। সমালোচকরা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া এই নেতার একমাত্র যোগ্যতা জন্মসূত্রে পাওয়া। তারেক রহমান দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান। তিনি বলেন, আমি আমার বাবা-মায়ের সন্তান বলে এখানে এসেছি তা নয়, বরং আমার দলই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

মনে হচ্ছে, বহু বাংলাদেশিই তাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। ডিসেম্বরের শেষ দিকে হওয়া জনমত জরিপে দেখা যায়, তার দল বিএনপি’র সমর্থন প্রায় ৭০ শতাংশ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন ১৯ শতাংশ।

তবু উদ্বেগ রয়েছে। ২০০১-২০০৬ সালে বিএনপি’র শাসনামলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টানা চার বছর বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে থাকা আগের সাজাগুলো অন্তর্বর্তী সরকার বাতিল করেছে। সকল দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে তারেক রহমান বলেন, ওরা কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। সত্যিই, হাসিনার আমলে তার অনুগত সংবাদমাধ্যম তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে অভিযোগ প্রচার করে।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অন্যতম বৃহৎ অবদানকারী, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কমান্ডের সঙ্গে সামরিক মহড়ায় অংশ নেয় একটি দেশ। এটি বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশও বটে। প্রতিবেশী মিয়ানমারে গণহত্যা থেকে পালিয়ে আসা ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা এই দেশেই আশ্রয় নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় বৈদেশিক বিনিয়োগকারী এবং প্রধান রপ্তানি গন্তব্য। একইসঙ্গে বাংলাদেশ হাই-টেক উৎপাদনে এগোচ্ছে, যাতে স্যামসাংয়ের মতো কোম্পানি চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে পারে। তবে চীনও বঙ্গোপসাগরে কৌশলগত প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে চায়।

আশা করা হচ্ছে, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের শুরু করা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারগুলো আবারো স্বৈরতন্ত্রে ফেরার ঝুঁকি ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য তৈরি করবে। একইসঙ্গে, দীর্ঘ রাজনৈতিক নির্বাসনে তারেক রহমান নিজেকে পরিশীলিত ও পরিণত করেছেন কি না- সেটিও বড় প্রশ্ন। তারেক রহমান বলেন, যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের বিশাল দায়িত্ব আছে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে মানুষ তাদের রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পায়।

তারেক রহমানকে নরমস্বভাব ও অন্তর্মুখী মনে হয়। তিনি কথা বলার চেয়ে শুনতেই বেশি পছন্দ করেন। লন্ডনে তার প্রিয় সময় কাটতো রিচমন্ড পার্কে হাঁটতে হাঁটতে, কিংবা ইতিহাসের বই পড়ে। তার প্রিয় সিনেমা এয়ার ফোর্স ওয়ান। তারেক হেসে বলেন, সম্ভবত এই সিনেমাটি আটবার দেখেছি।

নীতিনির্ধারণে তিনি যেন এক ‘পলিসি ওনক’- যিনি কোনো বিষয়ে তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরতে পারেন। তারেক রহমান চান ১২ হাজার মাইল খাল খনন করে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনরুদ্ধার করতে। প্রতি বছর ৫ কোটি গাছ লাগাতে, ঢাকায় ৫০টি নতুন সবুজ এলাকা তৈরি করতে। বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষ করতে টেকনিক্যাল কলেজ পুনর্গঠন, বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারিত্ব- সবই তার পরিকল্পনায় আছে। তিনি বলেন, আমার পরিকল্পনার যদি মাত্র ৩০ শতাংশও বাস্তবায়ন করতে পারি, আমি নিশ্চিত মানুষ আমাকে সমর্থন করবে।

এই টেকনোক্রেটিক ভাবমূর্তি তার পুরনো সমালোচনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ঢাকা শহরে জন্ম নেয়া তারেক রহমান বিমান বাহিনীর একটি স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে আশির দশকের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষেই পড়াশোনা ছেড়ে দেন। এরপর ব্যবসায় জড়ান এবং নব্বইয়ের দশকে বিএনপি’র রাজনীতিতে উঠে আসেন। একসময় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হন। ক্ষমতার কেন্দ্রে তার প্রভাব তাকে যেমন কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে, তেমনি বিতর্কিতও করে তোলে। দুর্নীতি ও প্রশাসনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে।

২০০৭-২০০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৮৪টি মামলায় ১৮ মাস কারাভোগ করেন তারেক রহমান। নির্যাতনের ফলে তার মেরুদণ্ডে স্থায়ী সমস্যা হয়। চিকিৎসার জন্যই মূলত তিনি যুক্তরাজ্যে যান। তারেক রহমান বলেন, শীতে খুব ঠান্ডা হলে পিঠে ব্যথা বাড়ে। কিন্তু আমি এটাকে দায়িত্বের স্মারক হিসেবেই দেখি।

দীর্ঘ সময় ধরে শেখ হাসিনার শাসনে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগোলেও রাষ্ট্র ক্রমশ দমনমূলক হয়ে ওঠে। গুম, নির্যাতন, সাংবাদিক নিপীড়ন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। শেষে জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলন সেই দমবন্ধ করা ব্যবস্থার বিলোপ ঘটায়। হাসিনার গণতন্ত্র হরণ তারেক রহমানের কাছে চরম বিদ্রুপের মতো মনে হয়। বিশেষ করে যেখানে আন্দোলনকারীদের ওপর সাঁজোয়া যান এবং হেলিকপ্টার থেকে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। তারেক রহমান বলেন, যে-ই অপরাধী হোক না কেন, এই দেশে আইন ও নিয়ম রয়েছে। তাই তাদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে। গত নভেম্বরে ট্রাইব্যুনাল হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর বিক্ষিপ্ত হামলার ঘটনাগুলোকে আওয়ামী লীগ বড় করে প্রচার করছে। আওয়ামী লীগ এবং ভারতের প্রভাবশালী মহল প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য লবিং চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের ওপর ২০ শতাংশ পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেছে, যা দেশটির রপ্তানি-নির্ভর অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। তারেক রহমান জানান, তিনি বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর উপায় খুঁজছেন এবং বোয়িং বিমান ও মার্কিন জ্বালানি অবকাঠামো ক্রয়ের সম্ভাবনা তৈরি করে এই শুল্ক প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করছেন।

তারেক রহমান বলেন, ডনাল্ড ট্রাম্প তার দেশের স্বার্থ দেখবেন, আমি দেখবো আমার দেশের স্বার্থ। তবে আমরা একে অপরকে সাহায্যও করতে পারি। আমি নিশ্চিত ট্রাম্প একজন অত্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ। তারেক রহমান বলেন, আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার হবে আইনের শাসন নিশ্চিত করা। লন্ডনের কোন জিনিসটি সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে? প্রশ্ন করতেই তারেক রহমান সোজাসুজি উত্তর দেন, আমার স্বাধীনতা। নিজের বাড়ির ১০ ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়ার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, যখন আমি এই বাড়িতে এলাম এবং এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখলাম, আমার খুব দমবন্ধ লাগছিল। তবে তারেক রহমান অভিযোগ করছেন না। তিনি প্রমাণ করতে চান যে, তার এই ফেরা কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং দেশ ও জাতির কল্যাণে এক গভীর সংকল্পের ফল। আলোচনার ইতি টানতে গিয়ে তিনি তার প্রিয় চলচ্চিত্র ‘স্পাইডার ম্যান’-এর একটি উক্তি উল্লেখ করেন, ‘উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপনসিবিলিটি’ (বৃহৎ ক্ষমতার সঙ্গেই বড় দায়িত্বটা চলে আসে)। তারেক রহমান মৃদু হেসে বলেন, আমি এই কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র-গোলা

ও যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের নাগরিকদের বাংলাদেশে চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে।

দেশের সর্ব বৃহত ও প্রাচীন সংগঠন আওয়ামীলীগ বিহীন এই প্রথম নির্বাচন হচ্ছে। বিএনপি-জামায়াতসহ বিভিন্ন দল মাঠে নির্বাচনী প্রচারণায় থাকলেও ভোটারদের মধ্যে সেই আগের মতো আমেজ নেই বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। ৫ আগষ্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আওয়ামীলীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধরপাকড় ও মব সন্ত্রাসের ভয়ে আওয়ামীলীগের শীর্ষ নেতা ও সাধারণ কর্মীরা আত্মগোপনে রয়েছেন। ফলে দেশের নির্বাচনী মাঠে বিএনপি-জামায়াত জোটের প্রার্থী ছাড়াও জাতীয় পার্টির প্রার্থীসহ আরো কয়েকটি দলের প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচনী প্রতিক বরাদ্দের পর থেকে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী দেশ ব্যাপী তাদের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে। সিলেট থেকে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। জাময়াত ও তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছেন। এ সময় এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে বিষোদাগার করার পাশাপাশি নিজ নিজ দলের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে জনগণের প্রতি ভোট ভিক্ষা চাচ্ছেন।

নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে মঙ্গলবার ঢাকা ১৭ আসনের জামায়াত জোটের প্রার্থী নাসির উদ্দিন পাঠোয়ারির উপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে এনসিপি ও জামায়াত ঢাকায় শো-ডাউন করে। এছাড়াও বিভিন্ন আসনে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে সংঘর্ষ সহিংসতার ঘটনা ঘটেই চলছে।

এদিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের স্বাস্থ্য খাতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আগামী ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা ছয় দিন সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি সব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে জরুরি প্রস্তুতির আওতায় আনা হয়েছে। এই সময়ে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত মেডিকেল টিম গঠন, অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা এবং জরুরি বিভাগ ও ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে নতুন করে সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে। কখন কি ঘটে এনিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের উৎসব শুরুর আশা নিয়ে দিন গুনছেন ভোটাররা। প্রতীক বরাদ্দের পর গত ২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিক প্রচার-প্রচারণা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দেশের কমপক্ষে ২০টি জেলা সহিংসতাপ্রবণ। এসব জেলায় সহিংসতা মোকাবেলায় আগাম ব্যবস্থাও নিয়েছে সংস্থাটি। তার পরও সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। এতে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রার্থী-ভোটাররা উদ্বেগে আছেন। এ অবস্থায় সহিংসতাপ্রবণ বিভিন্ন জেলায় পুলিশ টহলও বাড়িয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সমাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, ‘নির্বাচনী প্রচারণার শুরুর দিনই আমাদের প্রধান দুটি দলের নেতাদের বক্তব্য সাধারণ মানুষকে হতাশ করেছে। গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গণতান্ত্রিক শিষ্টাচার প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তাঁরা সেটা পূরণ করতে পারেননি।

তাঁদের বক্তব্যগুলো তৃণমূলে প্রভাবিত হয়। তাঁরা ধারণা করেন, নির্বাচনী মাঠ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ কারণে সংঘাতের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়।’

মানবাধিকারকর্মী আবু আহমেদ ফয়জুল কবির বলেন, ‘নির্বাচনকে ঘিরে সহিংসতা, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের অবক্ষয়ের প্রতিফলন। ভোটকে গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের উৎসব না ভেবে প্রায় সময়ে ক্ষমতা দখলের মাধ্যম হিসেবে দেখার প্রবণতাই মূলত সহিংসতাকে উসকে দেয়।

বুধবার শেরপুরে জামায়াত সেক্রেটারী খুন ছাড়াও গত কয়েকদিনে ঢাকা, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, চুয়াডাঙ্গাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এসব সহিংসতায় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। সহিংসতার এ উত্তাপ কেবল প্রতিপক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যেও ফাটল ও সংঘাতের কারণ হয়ে উঠেছে। পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লালমনিরহাটসহ দেশের অন্তত ২০টি জেলাকে সহিংসতাপ্রবণ বলে মনে করছে পুলিশ। এসব জেলায় আলাদা নজরদারি রয়েছে পুলিশের।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সারা দেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ সদর দপ্তরে ‘জয়েন্ট কো-অর্ডিনেশন সেল’ গঠন করা হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) খন্দকার রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন, এই সেল থেকে সব বাহিনীর সমন্বয়ে সারা দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি তদারকি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘দু-একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটলেও আমরা টহল টিম বাড়িয়েছি। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়গুলো আমরা কঠোরভাবে দেখছি।’

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, শেখ হাসিনার আমলে বিগত কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে দেশে ভোট নিয়ে এমন ‘উইন উইন সিচুয়েশন’ দেখা যায়নি। এবারের ভোটে প্রতিনিধিত্ব করা দলগুলোর মধ্যে বিএনপি সবচেয়ে বড় এবং ভোটের হিসাবে তারা এগিয়ে আছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জামায়াতের জনসভায় লোকসমাগম দেখে অনেকেই বলছেন ক্ষমতায় কে যাবে, তা এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কারও কারও মতে, বিএনপি নিশ্চিত ক্ষমতায় যাবে। আবার কেউ বলছেন, জামায়াতের ভোট এবং আসন-দুটিই এবার অনেক বাড়বে। এমন পরিস্থিতিতে ফলাফল যাই হোক না কেন, দুই পক্ষের কর্মী-সমর্থকসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে এবার নির্বাচনে সম্পৃক্ততা বেড়েছে।

জামায়াতের উত্থান কেন ভারতের জন্য

প্রায় ২০টি আসনে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে দলটি।

জামায়াতের নির্বাচনী প্রচারণায় বক্তৃতা বা স্লোগানের চেয়ে কৌশলগত ব্যবস্থাপনাই প্রাধান্য পাচ্ছে। মাঠপর্যায়ের সংগঠিত কার্যক্রমকে তারা কার্যত একটি ‘বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া’ হিসেবে পরিচালনা করছে।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, ডাকযোগে ভোট (পোস্টাল ভোটিং) জামায়াতের কৌশলের একটি প্রধান স্তম্ভ। দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১৫ লাখ প্রবাসী ভোটারকে ডাকযোগে ভোট দিতে সংগঠিত করা হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশে থাকা ভোটারদের একটি বড় অংশকে আগেভাগেই সুপরিকল্পিতভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকায়, জামায়াতের নারী শাখা ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থা ঘরে ঘরে গিয়ে জরিপ চালাচ্ছে ভোটারদের আচরণ বিশ্লেষণের জন্য। ভোটের দিন ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করাও এসব টিমের অন্যতম দায়িত্ব।

জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা ফজরের নামাজের পরপরই ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে লাইনে সংখ্যাগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো এটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পরীক্ষিত কৌশলের জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োগ হিসেবে দেখছে।

অর্থশক্তি ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রভাব

আর্থিক সক্ষমতাই জামায়াতের আত্মবিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের দাবি, দলটি ১৬২ থেকে ১৮৮টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আসনের প্রতিটিতে ৫০ থেকে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-সহ মিত্র রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণা ব্যয়ও জামায়াত বহন করছে বলে জানা গেছে।

তৃণমূল পর্যায়ে জামায়াতকর্মীরা দরিদ্র ভোটারদের কাছ থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, মোবাইল নম্বর এবং বিকাশ, নগদ ও রকেট অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রের মতে, ভোটের আগে লক্ষ্যভিত্তিক নগদ অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে ভোটার আচরণ প্রভাবিত করতে এই তথ্য ব্যবহার করা হতে পারে।

বিভক্ত বিরোধী রাজনৈতিক ময়দান

জামায়াত যখন নিজেদের অবস্থান সংহত করছে, তখন বিএনপি-নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট ক্রমেই বিভক্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সূত্র অনুযায়ী, ৭০ থেকে ৮০টি আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী উঠে আসতে পারে, যা প্রচারণার শৃঙ্খলা দুর্বল করবে। ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে চাঁদাবাজি, অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতার অভিযোগ বিএনপির সহযোগী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবিরের তুলনায় বেশি উঠেছে বলে জানা গেছে। এতে বিরোধী শক্তি হিসেবে বিএনপির নৈতিক অবস্থানও প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

জামায়াতের অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলো ব্যক্তিগতভাবে দাবি করছে, দলটি ২০৫ থেকে ২১০টি আসন পেতে পারে, যেখানে বিএনপি জোটের আসনসংখ্যা নেমে আসতে পারে ৯০ থেকে ৯৫-এ। একই দিনে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে এই অনিশ্চয়তা আরও বাড়তে পারে।

সূত্রের মতে, সম্ভাব্য গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মুহাম্মদ ইউনূসের রাষ্ট্রপতি হওয়ার পথ তৈরি হতে পারে যার পেছনে অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

ভারত কেন সতর্ক নজরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে

জামায়াতের এই উত্থান ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ঢাকায় জামায়াত-নেতৃত্বাধীন বা জামায়াত-প্রভাবিত সরকার গঠিত হলে তা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অঞ্চলে।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মতে, জামায়াতের আদর্শিক ভিত্তি ও ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর সঙ্গে তাদের ঐতিহাসিক সংযোগ দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অরক্ষিত ও ঢিলেঢালা সীমান্ত অঞ্চলটিকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। সীমান্তবর্তী অবস্থান ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ইতিহাসের কারণে উত্তর ২৪ পরগনার মতো জেলাগুলো বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে। ঢাকার দিক থেকে আইনপ্রয়োগ বা রাজনৈতিক বার্তায় সামান্য পরিবর্তনও তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনাকে সীমান্তপারের সহায়তাকারীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে দেখা হচ্ছে, বিশেষ করে মৎস্য ও গবাদিপশু পরিবহন রুট ব্যবহার করে। মুর্শিদাবাদের জনসংখ্যাগত সংবেদনশীলতা আদর্শিক প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে। মালদা ও নদিয়া জেলায় নিয়োগ ও লজিস্টিক সহায়তা কার্যক্রমের ওপর নজরদারি চলছে, আর কোচবিহার ও উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি আসাম ও ত্রিপুরা পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর আশঙ্কা।

নির্বাচনে ব্যয় ৩ হাজার কোটি ১০০

হয়েছে ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। গণভোট, পোস্টাল ব্যালট ও অন্যান্য খাতে ব্যয় ধরা হয়েছ ৫০০ কোটি টাকা। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী এই বরাদ্দ বাড়তে পারে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যয় ছিল ২ হাজার ২৭৬ কোটি টাকা। এবারের নির্বাচনে ব্যয় বৃদ্ধি সম্পর্কে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, ‘এবার সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোট অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই আগের চেয়ে ব্যয় বাড়বে। এছাড়া পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসিদের ভোটগ্রহণও ব্যয় বাড়ার কারণ। তবে প্রয়োজন অনুসারে এ বাজেট কমতে বা বাড়তে পারে।’

ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ: আসন্ন নির্বাচনে সারা দেশে মোট ৪২ হাজার ৭৬৬টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এসব কেন্দ্রে ভোটারদের জন্য থাকবে ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৮২টি ভোটকক্ষ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সামলাতে প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার মিলিয়ে মোট ৭ লাখ ৮৫ হাজার ২২৫ জন ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। গত বুধবার নির্বাচন ভবনে ভোটকেন্দ্র ও কক্ষের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। আখতার আহমেদ জানান, সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে, প্রিজাইডিং অফিসার ৪২ হাজার ৭৭৯ জন। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৮২ জন। পোলিং অফিসার ৪ লাখ ৯৪ হাজার ৯৬৪ জন। সব মিলিয়ে মোট ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ লাখ ৮৫ হাজার ২২৫ জনে।

গাজার শাসনভার ফিলিস্তিনিদের কাছে

চুক্তির প্রতি হামাস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি বলেন, ‘প্রথম ধাপে যা যা করার প্রয়োজন ছিল, হামাস সবই করেছে এবং দ্বিতীয় ধাপের সব পথে প্রবেশ করতে প্রস্তুত।’

টেকনোক্র্যাটিক কমিটি গঠন এবং গাজায় থাকা শেষ জিম্মির মরদেহ ইসরায়েলে ফেরত দেওয়ার পর যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হবে হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং ইসরায়েলের গাজা থেকে প্রত্যাহার।

যদিও গিভিলির মরদেহ ফেরত দেওয়াকে হামাস চুক্তির প্রতি তাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরছে, তবুও তারা এখনো অস্ত্র সমর্পণ করেনি।

হামাস বারবার বলেছে, নিরস্ত্রীকরণ তাদের জন্য ‘রেড লাইন’। তবে একই সঙ্গে তারা ইঙ্গিত দিয়েছে, কোনো ফিলিস্তিনি শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র হস্তান্তরের বিষয়ে তারা আলোচনায় বসতে পারে। তবে ইসরায়েল বা হামাসড়কেউই এখনো প্রত্যাহার বা নিরস্ত্রীকরণের নির্দিষ্ট সময়সূচি কিংবা কৌশল স্পষ্ট করেনি।

সংবিধানসম্মত শাসনব্যবস্থা ও আইনের

তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া জরুরি।

এর পাশাপাশি, ইউনূস যে সর্বনাশ করে গিয়েছেন, তা মেরামত করাই আমাদের দায়িত্ব। দ্রুতগতির অর্থনীতি থমকে গিয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় বন্ধ। যুবসমাজ, কৃষক ও শ্রমিক-কারও জন্যই কাজ নেই। রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি আক্রান্ত, সংখ্যালঘুরা প্রতিদিন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। দেশে আজ আইনের শাসন নেই-আছে শুধু মব-সন্ত্রাস।

বাংলাদেশের চরমপন্থী শক্তিগুলি, যাদের অনেকের সঙ্গেই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে, তারা আজ সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকাশ্যেই তারা নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করছে। এই ক্ষত সারাতে হলে গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট-সম্পন্ন সরকার দরকার। আওয়ামী লীগ সরকারে হোক বা বিরোধী দলে-দেশের সেবা করতে প্রস্তুত। কিন্তু নিষিদ্ধ ও নির্যাতিত অবস্থায় সেটা সম্ভব নয়।

তারেক রহমান ও বিএনপি-তাঁদের কি বিশ্বাস করা যায়?

বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের সংসদীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক রীতি। শক্তিশালী বিরোধিতা শাসনব্যবস্থাকে আরও মজবুত করে।

কিন্তু কিছু বাস্তব সত্য ভুললে চলবে না। তারেক রহমান ১৭ বছর লন্ডনে স্বচ্ছন্দ নির্বাসনে কাটিয়েছেন-সরকারি অর্থ তছরুপে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর। নেতৃত্ব মানে জবাবদিহি ও মাঠে উপস্থিতি-বিদেশে বসে নির্দেশ দেওয়া নয়।

আরও উদ্বেগজনক বিষয়, বিএনপির চরমপন্থী শক্তির সঙ্গে আপস করার দীর্ঘ ইতিহাস। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে-ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে, হুমকি দিয়ে ভোট আদায় করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্র নয়, এটা জবরদস্তি।

বিএনপি যদি সরকার গঠন করে, আমি আশা করব তারা আওয়ামী লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে প্রকৃত সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। প্রকৃত বিরোধী দল ছাড়া সংসদ কখনও সংসদ হতে পারে না।

শরিফ ওসমান হাদিকে ‘শহিদ’ আখ্যা দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের পাশে সমাধিস্থ করা হয়েছে-আপনি কী ভাবে দেখছেন বিষয়টি?

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কবি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক। তাঁর আদর্শের সঙ্গে এই হিংসার কোনও সম্পর্ক নেই। এই হিংসায় প্রতিটি মৃত্যুই বেদনাদায়ক।

কিন্তু হিংসা ও ধ্বংসে যুক্ত ব্যক্তিদের মহিমান্বিত করা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যু হয়েছিল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী দ্বন্দ্ব থেকে, ঢাকা-৮ কেন্দ্রকে ঘিরে। সুষ্ঠু তদন্তের বদলে আমরা দেখেছি-সংবাদপত্র অফিসে অগ্নিসংযোগ, সাংবাদিকদের উপর হামলা, কূটনৈতিক মিশনে আক্রমণ।

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর এই সরাসরি আঘাত। আমাদের আমলে সাংবাদিকরা ভয় ছাড়াই লিখেছেন, বিরোধিতাকে স্বাগত জানানো হয়েছে-কারণ সেটাই গণতন্ত্রের চিহ্ন। আজ যিনি কোনও নির্বাচনী ম্যান্ডেট ছাড়াই ক্ষমতায় এসেছেন, যাঁর উত্থান রক্তপাত ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে-তাঁর কাছ থেকে হিংসার প্রশংসা অস্বাভাবিক নয়।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন। বিএনপি-ভারত সম্পর্ককে কী ভাবে দেখছেন?

এটি কূটনৈতিক সৌজন্য। খালেদা জিয়া একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী-তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। আমি তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাই।

তবে ভারতের মূল স্বার্থ অপরিবর্তিত-বাংলাদেশে স্থিতিশীল ও বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার থাকা। যে দেশ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেবে, আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার মানবে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বজায় রাখবে। আজকের পরিস্থিতি—যেখানে চরমপন্থীরা সংখ্যালঘু, সাংবাদিক ও কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালাচ্ছে-কোনও দেশেরই স্বার্থে নয়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বহু দশকের বিশ্বাস ও সহযোগিতার ফল। আমি নিশ্চিত, একদিন সেই স্বাভাবিক অংশীদারিত্ব আবার ফিরে আসবে।

দল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা কী? নতুন প্রজন্মের ভূমিকা কোথায়?

আওয়ামী লীগ কোনও পরিবারের সম্পত্তি নয়। এটি লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশির দল-যাঁরা ১৯৭১-এর আদর্শে বিশ্বাস করেন। গ্রাম থেকে শহর-দল সর্বত্র প্রোথিত। এই সংকট আমাদের দেখিয়েছে কোথায় পরিবর্তন প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মের কণ্ঠস্বর, ডিজিটাল যুগ বোঝা নেতৃত্ব-সবই জরুরি। তরুণদের দাবি একেবারেই যুক্তিসংগত, আমরা তা গুরুত্ব দিয়ে শুনছি।

তবে দল নিষিদ্ধ অবস্থায়, হাজার হাজার কর্মী কারাগারে, সদস্য হওয়াই যেখানে অপরাধ-সেখানে প্রকৃত পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

গত এক বছর কীভাবে কাটালেন? দলের সঙ্গে যোগাযোগ কি আপনাকে শক্তি দেয়?

দূর থেকে দেখেছি-আমরা যা গড়ে তুলেছিলাম, সব ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতি, সম্প্রীতি, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা-সবই। যন্ত্রণা হয়েছে।

কিন্তু একই সঙ্গে দেখেছি অসাধারণ সাহস। নির্যাতন ও কারাবাসের মধ্যেও আমাদের কর্মীরা বিশ্বাস ছাড়েননি। সাংবাদিকরা ভয় উপেক্ষা করে সত্য লিখেছেন। সাধারণ মানুষ ঝুঁকি নিয়ে মুখ খুলেছেন।

এই যোগাযোগই আমাকে শক্তি দেয়। আওয়ামী লীগ শুধু একটি দল নয়-এটা ১৯৭১-এর স্বপ্ন। ভয় আর দমন দিয়ে সেই স্বপ্ন মুছে ফেলা যায় না। আমি ধৈর্য ধরেছি, কারণ ভয় ও বর্জনের উপর দাঁড়ানো শাসন টেকে না। বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত তার মানুষেরই থাকবে।

ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় এসেই যুক্তরাষ্ট্রকে সেই চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেন, ইরানকে দেওয়া তাঁর আগের সতর্কবার্তার পরই জুন মাসে সামরিক হামলা চালানো হয়েছিল। তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন, ‘তবে এবারের হামলা হবে আরও ভয়াবহ। এমনটা আবার ঘটতে দেবেন না। চুক্তি করুন।’ একই সঙ্গে তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৌবহর ইরানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘে নিযুক্ত ইরানের স্থায়ী মিশন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। তারা ট্রাম্পের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছে, ‘গতবার যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও ইরাক যুদ্ধে পা বাড়িয়ে যে ভুল করেছিল, তাতে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার অপচয় হয়েছে এবং ৭ হাজারের বেশি আমেরিকান প্রাণ হারিয়েছে।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘ইরান পারস্পরিক সম্মান ও স্বার্থের ভিত্তিতে সংলাপের জন্য প্রস্তুত। তবে আমাদের যদি বাধ্য করা হয়, তবে আমরা নিজেদের রক্ষা করব এবং এমনভাবে জবাব দেব, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।’

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি আজ দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিযুক্ত বিশেষ মার্কিন দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ হয়নি এবং তিনি আলোচনার জন্য কোনো অনুরোধও করেননি।

এদিকে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন যে, বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে একটি নৌবহর ইরানের কাছাকাছি পৌঁছেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মুখে গত সপ্তাহে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল থেকে এই রণতরি ও এর সহযোগী যুদ্ধজাহাজগুলো রওনা দিয়েছিল।

ভারতে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কা

মধ্যে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। নিপাহ ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন নেই। ফলে ভারতে কোভিড-১৯ এর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নিপাহ একটি বাদুড়বাহিত ভাইরাস, যা অত্যন্ত প্রাণঘাতী হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে এর সংক্রমণে মৃত্যুহার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলোর তথ্য।

নিপাহ ভাইরাস যদি ভারতে মহামারীর রূপ নেয়, সে ক্ষেত্রে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করা আদৌ সম্ভব হবে কি না এ প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

মসজিদুল হারাম ও নববীতে এবারও ১০

নববীতে ২০ রাকাত তারাবিহ জামাতের সঙ্গে আদায় হতো। পরে সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে সাময়িকভাবে ১০ রাকাত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে দেখা গেছে, ১০ রাকাতে কিরাআত দীর্ঘ ও মনোযোগপূর্ণ হওয়ায় মুসল্লিদের খুশু বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া ওমরাহকারী মুসল্লিদের জন্যও সুবিধাজনক হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ মনে করছে, ১০ রাকাত পদ্ধতি ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও সুবিধাজনক, তাই এটি বহাল রাখা হয়েছে।

বিশ্বের ১০৪টি দেশে তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য ও

ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে দেশের আইটি ও আইটিইএস সেবা খাতের শীর্ষস্থানীয় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক, উদ্যোক্তা, বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক, শিল্পনেতারা ও বেসিস সহায়ক কমিটির সদস্য অংশগ্রহণ করেন। আয়োজনটির মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের আইটি রপ্তানি খাতের দীর্ঘ ২৮ বছরের পথচলা, অর্জন, বৈশ্বিক বিস্তার ও ভবিষ্যতের কৌশলগত পরিকল্পনা তুলে ধরা।

এ আয়োজনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শীর্ষ ১০টি আইটি ও আইটিইএস রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো বিআইজেআইটি লিমিটেড, ব্রেইন স্টেশন ২৩ লিমিটেড, উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড, সেলিস ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মস, সেফালো বাংলাদেশ লিমিটেড, স্যামসাং আরঅ্যান্ডডি ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ লিমিটেড, এনোসিস সলিউশনস, থেরাপ (বিডি) লিমিটেড, রেডিয়েন্ট ডেটা সিস্টেমস লিমিটেড ও ডেটা পাথ লিমিটেড। এসব প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার উন্নয়ন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গবেষণা ও উন্নয়ন, ফিনটেক, হেলথটেক ও উচ্চমূল্যের আইটি সেবায় বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরছে।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বেসিসের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে বিশ্বের ১০৪টির বেশি দেশে সফটওয়্যার ও আইটিএস সেবা রপ্তানি করছে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, হংকং, সিঙ্গাপুর ও কানাডা বাংলাদেশের শীর্ষ ১০ আইটি রপ্তানি গন্তব্য।

অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যকরণে তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানির সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ, সেলিস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জুলিয়ান আন্দ্রিন ওয়েবার, ব্রেইন স্টেশন ২৩ পিএলসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাইসুল কবির, সেফালো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফেরদৌস মাহমুদ ও জাইকা বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি মোরিকাওয়া ইউকো। আলোচকেরা আইটি রপ্তানি সম্প্রসারণে নীতিনির্ধারক, আর্থিক খাত ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগের ওপর জোর দেন। প্যানেল আলোচনা সঞ্চালনা করেন বেসিস সহায়ক কমিটির সদস্য মুশফিকুর রহমান ও রাশেদ কামাল।

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের আইটি ও আইটিইএস খাত এখন দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দক্ষ মানবসম্পদ, উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা ও সরকারের সময়োপযোগী নীতিগত সহায়তার ফলে এই খাত আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমেই আরও শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়ে নানামুখী নীতিগত সহায়তা প্রদান করছে। ক্যাশ ইনসেনটিভ, কর অবকাশ, দক্ষতা উন্নয়ন ও বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ সহজীকরণের মাধ্যমে আইটি রপ্তানি খাতের সক্ষমতা আরও বাড়ানো হচ্ছে।

স্বাগত বক্তব্যে বেসিসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বেসিস সহায়ক কমিটির সদস্য মোস্তফা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘বেসিসের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি স্বপ্ন ও অঙ্গীকার নিয়ে, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে বিশ্ববাজারে একটি শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আজ আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেয়েছে এবং দেশের আইটি শিল্প বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ক্রমেই শক্ত অবস্থান তৈরি করছে। অনুষ্ঠানে বেসিস প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান, বেসিস সহায়ক কমিটির সদস্য রওশন কামাল প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বিচারকের বাসায় ককটেল হামলা

করেন। ঘটনাস্থলে যায় সেনাবাহিনীও। পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে রেখে আলামত সংগ্রহ করেছেন।

গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপার মো. হাবীবুল্লাহ গণমাধ্যমকে জানান, সীমানা প্রাচীরের মধ্যে বাসভবনের খানিকটা সামনে থেকে কৌটা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করতে গোয়েন্দা সংস্থা কাজ শুরু করেছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে দুর্বৃত্তরা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে বলেও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, এতে কারও কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করতে পুলিশ, র‍্যাব,ও সেনাবাহিনী একযোগে কাজ করছে। ওই এলাকার বিভিন্ন বাসাবাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে অতিদরিদ্রতার মধ্যে বসবাস

তারা বলেছে, যুক্তরাজ্যে যেসব মানুষ অতিদরিদ্র। তাদের মধ্যে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের মধ্যে অতিদরিদ্রতার হার বেশি।

ব্রিটেনে ‘অতিদরিদ্র্য’ বলতে বোঝায় এমন পরিবারকে, যাদের বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পর হাতে থাকা টাকা ব্রিটেনের জাতীয় গড় আয়ের তুলনায় অনেক কম। যেমন- দুই সন্তানসহ একটি পরিবারের সারা বছরের আয় যদি ১৬ হাজার ৪০০ পাউন্ডের নিচে হয়, তবে তারা এই অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ ব্রিটেনে বসবাসরত বেশিরভাগ বাংলাদেশি পরিবারের আয় দেশটির গড় আয়ের তুলনায় কম।

জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে দারিদ্রতা কমানোর উদ্দেশ্যে তারা এ গবেষণা চালিয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে দেশটিতে সামগ্রিক দারিদ্রতার হার কমেছে। যেখানে ১৯৯৪-৯৫ সালে দারিদ্রতার হার ছিল ২৪ শতাংশ। সেখানে ২০২৩-২৪ সালে এসে এটি ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু অতিদরিদ্রতার হার ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া শিশু দারিদ্রতার হারও বেড়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪৫ লাখ শিশু দারিদ্রতার মধ্যে বড় হচ্ছে। গত তিন বছর টানা দরিদ্র শিশুর সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিম্নআয়ের যেসব পরিবার দুই সন্তানের বেশি সন্তান নেবে তারা সরকারি সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা পাবে না। তবে গত এপ্রিলে এই নিয়ম বাতিল করেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী রাখায়েল রিভিস।

জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন সরকারের এ উদ্যোগের প্রশংশা করেছে। তবে শুধুমাত্র এটিই শিশু দারিদ্রতা কমাবে না বলে সতর্ক করেছে তারা। সংস্থাটি বলেছে, দারিদ্রতার সবচেয়ে বড় শিকার শিশুরা। এরপর রয়েছেন শারীরিক প্রতিবন্ধীরা। অপরদিকে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের মধ্যে দারিদ্রতার হার খুবই বেশি।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নির্বাচন ২০২৬:

গত ২৫ শে জানুয়ারী রবিবার অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে

মোট ৩৩৫ জন নিবন্ধিত সদস্যের মধ্যে ৩২৫ জন ভোট প্রদান করেন। ৯৭ শতাংশ ভোটার উপস্থিতি এবারের নির্বাচনকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। উত্তেজনাপূর্ণ ভোট গণনার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের সম্পাদক তারেক চৌধুরী সভাপতি, এনটিভির সাবেক প্রধান প্রতিবেদক আকরামুল হুসাইন এবং টুএনিউজের আব্দুল হান্নান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ।

নির্বাচনের ফলাফল

* মোট ভোটার: ৩৩৫, * প্রদত্ত ভোট: ৩২৫, * উপস্থিতি: ৯৭%, * অনলাইন ব্যালট: ৩৪, * ফেরত ব্যালট: ৩১, * বাতিল ব্যালট: ২

সভাপতি

* সাঈম চৌধুরী - ১৫৫, * তারেক চৌধুরী - ১৬৮ (নির্বাচিত)

সিনিয়র সহ-সভাপতি

* তাইসির মাহমুদ - ১৬৮ (নির্বাচিত), * আব্দুল কাইয়ুম - ১৫১

সহ-সভাপতি

* আহাদ চৌধুরী বাবু - ১৭২ (নির্বাচিত), * রেজাউল করিম মৃধা - ৯৬
* মো. সালাউদ্দিন শাহিন - ৫১

সাধারণ সম্পাদক

* মো. আকরামুল হোসেন - ১৬৪ (নির্বাচিত), * সালেহ আহমেদ - ১৫৮

সহকারী সাধারণ সম্পাদক

* আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ - ১৮২ (নির্বাচিত), * জাকির হোসেন - ১৩৩

কোষাধ্যক্ষ

* মো. আবুল হান্নান - ১৯৮ (নির্বাচিত), * শাহনাজ সুলতানা - ১২৪

যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ

* মো. ইখলাসুর রহমান পাক্কু - ১৭৭ (নির্বাচিত), * মো. ইব্রাহিম খলিল - ১৪৫

সংগঠন ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক

* আফজাল হোসেন - ১৫৫, * আলাউর রহমান খান শাহিন - ১৬৬ (নির্বাচিত)

মিডিয়া ও আইটি সম্পাদক

* ফয়সল মাহমুদ - ১৯০ (নির্বাচিত), * মো. আব্দুস সাত্তার মিশু - ১৩০

ইভেন্টস ও ফ্যাসিলিটিজ সম্পাদক

* রূপি আমিন - ১৯০ (নির্বাচিত), * আনিসুর রহমান আনিস - ১৩১

কার্যনির্বাহী সদস্য

* ফারজানা চৌধুরী - ১৬১ (নির্বাচিত), * ফজলে রহমান পিনাক - ৯৭
* লোকমান হোসেন গাজী - ১৮১ (নির্বাচিত), * মো. সারোয়ার হোসেন - ২০১ (নির্বাচিত),
* সৈয়দ রুম্মান - ৮৬, * এনামুল হক চৌধুরী - ১৬১ (নির্বাচিত)
* হাসনাত চৌধুরী - ১৪৮, * মোহাম্মদ আবু তালেব - ১০৯, * মোহাম্মদ সাজু আহমেদ - ১৩০, * শহিদুর রহমান সোহেল - ১৮৯ (নির্বাচিত)

এজিএম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এজিএম শুরু হয় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে এবং শেষ হয় বিকেল ৩টার দিকে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৬টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা ৬টার পর লাইফ মেম্বারস রিসেপশন, এলবিপিসি মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এমপি আপসানা বেগমসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিদায়ী সভাপতির বার্তা

এবারের নির্বাচনে বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ফেসবুকে তিনি লেখেন-

“লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি হিসেবে আমার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হচ্ছে নেতৃত্ব কেবল দায়িত্ব নেওয়া নয়; কখন দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে, সেটিও নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশৃ আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।”

ঐক্যই সংগঠনের শক্তি

এলবিপিসির নির্বাচন সবসময়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সদস্যরা প্রার্থীদের পেশাদারিত্ব, সাংবাদিকতায় অবদান, সাংগঠনিক দক্ষতা ও দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা বিবেচনা করে ভোট প্রদান করেন। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা সদস্যদের কাছে পৌঁছানো সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় কোনো প্যানেলই কখনো এককভাবে বিপুল বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

এবারের নির্বাচনে দুটি প্রধান প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে-

* তারেক-আকরাম-শাহনাজ প্যানেল
* সাইয়েম-শালেহ-হান্নান প্যানেল

সহ-সভাপতি পদে আহাদ চৌধুরী বাবু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারক মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন। কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাহগীর বখত ফারুক ও সিরাজুল বাসিত চৌধুরী।

ফলাফল যাই হোক, সদস্যরা একই পরিবারের অংশ-একই লক্ষ্য ও স্বপ্নের যাত্রায় সহযাত্রী।

তাকওয়ায় গড়া অন্তরই আল্লাহর কাছে প্রিয়

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, বরং এটি সৌন্দর্য ও আদব বা শিষ্টাচারের এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলো।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ৮৩) যা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সৌন্দর্য, আদব ও রুচিবোধের শিক্ষা দেয়।

সৌন্দর্যের প্রকৃত রূপ ও মহান আল্লাহ। সৌন্দর্য বলতে ইসলাম শুধু বাহ্যিক জৌলুস বা দামি পোশাককে বোঝায় না, বরং এর মূল নিহিত রয়েছে মানুষের অন্তরে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চাল-চলন ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৩৭)

মানুষ আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে হলে তার অন্তর সুন্দর ও পবিত্র হওয়া উচিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।
' (মুসলিম, হাদিস : ১১৬)

তাই মানুষের উচিত তার অন্তর ও আমলকে ঈমানের অলংকারে সাজিয়ে তোলা। যার জন্য প্রয়োজন হলো তাকওয়া অবলম্বন। মানুষের অন্তর যখন তাকওয়ায় পরিপূর্ণ হয়, তখন তার মনে অহংকার, রিয়া ইত্যাদির মতো আবর্জনা স্থান পায় না। এভাবে যখন তার অন্তর পবিত্র হয়ে যায়, তখনই মহান আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

এর বিপরীতে যদি কারো অন্তরে সংকীর্ণতা থাকে, তবে তার দুনিয়া-আখিরাত সবই সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। তার অন্তরে জমে থাকা অন্ধকারের কারণে সে হেদায়েতের আলো দেখতে পায় না। ফলে সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত

থাকে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'সুতরাং যাকে আল্লাহ হেদায়েত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তর প্রশস্ত করে দেন।

আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সংকীর্ণ-সংকুচিত করে দেন, যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের ওপর, যারা ঈমান আনে না। (সুরা : আনআম, আয়াত : ১২৫)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হতো এমন হৃদয়, যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান, যা দ্বারা তারা শুনতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়। (সুরা : হজ, আয়াত : ৪৬)

এ জন্যই হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুসা (আ.)-কে অন্তর প্রশস্তকরণের দোয়া শিখিয়েছেন। তিনি দোয়া করেছেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিন।' (সুরা : ত্বহা, আয়াত : ২৫)

প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য অন্তরের প্রশস্ততা ও পবিত্রতা খুব জরুরি। পবিত্র অন্তর ছাড়া হেদায়েত মেলে না। ঈমানে পূর্ণতা আসে না। পবিত্র অন্তরে অন্যের ভালো না চাইলে নিজের জীবনেও কল্যাণ আসে না। মুমিন যখন আন্তরিকভাবে অন্যের ভালো চায়, তার জন্য দোয়া করে, তখন আল্লাহর নিষ্পাপ ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে। আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলমান বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করলে একজন ফেরেশতা তার জবাবে বলেন, আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপ দান করুন। (মুসলিম, হাদিস : ৬৬৭৮)

মহান আল্লাহ মুমিনের আন্তরিকতাকে ভীষণ পছন্দ করেন। তাই তো তিনি অন্তরের প্রশস্ততাকে কল্যাণ ও সফলতার চাবি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা মদিনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে, তাদের ভালোবাসে। আর মুহাজরিদের যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।' (সুরা : হাশর, আয়াত : ৯)

তাই আমরা যদি আমাদের অন্তরকে সুন্দর করতে পারি, ঈমানে পরিপূর্ণ করতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ আমাদের ইহকাল-পরকাল সব সুন্দর করে দেবেন।

বাহুবল নয়, আত্মনিয়ন্ত্রণই প্রকৃত বীরত্ব

মুফতি সাইফুল ইসলাম

মানুষের ইতিহাস মূলত শক্তির ইতিহাস; সেটি কখনো বাহুবলের, কখনো অস্ত্রের, আবার কখনো ক্ষমতার। সমাজে সাধারণত সেই ব্যক্তিকেই 'বীর' বলা হয়, যে অন্যকে পরাস্ত করতে পারে, শারীরিকভাবে শক্তিশালী কিংবা প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখতে সক্ষম। হোক তা কুস্তির ময়দান কিংবা ক্ষমতার লড়াই। বিজয়ীই সেখানে বীর হিসেবে পরিচিত হয়।

কিন্তু ইসলাম মানুষের এই চিরাচরিত ধারণাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে।

ইসলাম বাহ্যিক শক্তির চেয়ে আত্মিক শক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু বাইরের কেউ

নয়; বরং নিজের নফস, ক্রোধ ও আবেগ। রাগের মুহূর্তে মানুষ নিজের বিবেক হারিয়ে ফেলে, সীমালঙ্ঘন করে ফেলে, সম্পর্কগুলো ভেঙে দেয়, এমনকি গুনাহেও লিপ্ত হয়।

তাই ইসলামে প্রকৃত বীরত্বের সংজ্ঞা নির্ধারিত করেছে ভেতরের শত্রুর বিরুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমকে।

এই সত্যটি রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ একটি হাদিসে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন; যেখানে তিনি বীরত্বের প্রচলিত ধারণাকে সংশোধন করে দিয়েছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضى الله عنه
- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ
الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا
الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ
عِنْدَ الْغَضَبِ " .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

(বুখারি, হাদিস : ৬১১৪)

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) 'শিদ্দাহ' বা শক্তি শব্দের প্রচলিত অর্থকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন। আরব সমাজে কুস্তি ও শারীরিক শক্তি ছিল বীরত্বের প্রধান মাপকাঠি। মহানবী (সা.) সেই সংস্কৃতির মাঝেই দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন; প্রকৃত শক্তিমান সে নয়, যে অন্যকে মাটিতে ফেলে দিতে পারে; বরং সে-ই প্রকৃত শক্তিমান, যে নিজের রাগকে দমন করতে পারে।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, "এই হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাগ দমন করা আত্মসংযমের সর্বোচ্চ স্তর। কারণ রাগ মানুষকে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের দিকে ঠেলে দেয়।

সত্যিকারের মুমিনের আসল পরিচয় কী?

পোস্ট ডেস্ক : জীবন কখনো মসৃণ পথ নয়। কখনো আনন্দ, কখনো অশ্রু, কখনো প্রাপ্তি, কখনো শূন্যতা- এই সবকিছুর মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হয়। অনেক সময় মনে হয়, 'এই কষ্টটা কেন আমার জীবনে?' কিন্তু একজন মুমিন যখন এই সত্যটি মনে গেঁথে নেন যে- প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ক্বদর, তখন দুঃখও হয়ে ওঠে ইবাদত, কষ্টও হয়ে যায় সাওয়াবের সিঁড়ি। ধৈর্য তখন আর বোঝা নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্যের পথ।

ক্বদর ও ধৈর্য : একজন মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন। এখানে সুখ যেমন আসে, তেমনি আসে দুঃখও। তবে পার্থক্য গড়ে দেয় আমাদের প্রতিক্রিয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ
الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ
الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ
الصَّابِرِينَ

'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।' (সুরা বাকারা: আয়াত ১৫৫)

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে- 'এই পরিস্থিতি আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে' সে হতাশ হয় না, ভেঙে পড়ে না; বরং ধৈর্য ধরে আল্লাহর ওপর ভরসা করে।

কুরআনের আলোকে ধৈর্যের মর্যাদা

১. ধৈর্যশীলদের জন্য আল্লাহর বিশেষ সুসংবাদ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

'আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন- যারা যখন কোনো বিপদে পড়ে, তখন বলে- 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই এবং আমরা তার দিকেই ফিরে যাব।' (সুরা আল-বাকারা: আয়াত ১৫৫-১৫৬)

২. ধৈর্যের প্রতিদান সীমাহীন

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ

'নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অগণিতভাবে।' (সুরা আয-যুমার: আয়াত ১০)

হাদিসের আলোকে ধৈর্যের সৌন্দর্য

১. মুমিনের সব অবস্থাই কল্যাণ

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ
ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর! তার সব অবস্থাই কল্যাণকর। যদি সে কষ্টে পড়ে, সে ধৈর্য ধারণ করে- আর সেটাও তার জন্য কল্যাণ।' (মুসলিম ২৯৯৯)

২. ধৈর্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ
مِنَ الصَّبْرِ

'ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বিস্তৃত কোনো দান কাউকে দেওয়া হয়নি।' (বুখারি ১৪৬৯, মুসলিম ১০৫৩)

প্রতিটি মুহূর্ত ধৈর্যের ওপর অটল থাকার করণীয়

১. ক্বদরের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন

নিজেকে বারবার বলুন- 'আল্লাহ যা করেন, তা আমার জন্যই কল্যাণ।'

২. কষ্টের সময় মুখে অভিযোগ নয়, দোয়া রাখুন

অভিযোগ মানুষকে দুর্বল করে, আর দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।

৩. সালাত ও কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করুন

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।' (সুরা আল-বাকারা: আয়াত ৪৫)

৪. ধৈর্যকে ইবাদত মনে করুন

আপনি যখন কষ্ট চেপে আল্লাহর ওপর ভরসা করেন- সেই নীরব ধৈর্যও লিখিত হয় ইবাদত হিসেবে।

৫. সব অবস্থায়- 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার অভ্যাস করুন

শোকর ও সবর- এই দুই ডানায় ভর করেই মুমিন এগিয়ে যায়।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর ক্বদরের অংশ। আপনি যা পার করছেন- তা আল্লাহ জানেন, দেখেন এবং এর প্রতিদান সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ধৈর্য মানে দুর্বলতা নয়; ধৈর্য মানে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা। আজ হয়তো আপনি কাঁদছেন, কিন্তু ইনশাআল্লাহ একদিন এই ধৈর্যই হবে আপনার জান্নাতের কারণ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রতিটি মুহূর্তে ধৈর্যের ওপর অটল থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
৩০.০১.২৬ শুক্রবার	6:31	7:48	01:00	2:47	4:44	7:30
৩১.০১.২৬ শনিবার	6:30	7:47	12:45	2:49	4:46	7:30
০১.০২.২৬ রবিবার	6:29	7:46	12:45	2:50	4:48	7:30
০২.০২.২৬ সোমবার	6:28	7:45	12:45	2:52	4:49	7:30
০৩.০২.২৬ মঙ্গলবার	6:26	7:43	12:45	2:54	4:51	7:30
০৪.০২.২৬ বুধবার	6:25	7:42	12:45	2:55	4:53	7:30
০৫.০২.২৬ বৃহস্পতিবার	6:23	7:40	12:45	2:57	4:55	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

অবসরে গেলেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার কেন রিচার্ডসন

পোস্ট ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার কেন রিচার্ডসন ১৭ বছরের পেশাদার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের পর আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী এই বোলার সোমবার নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবর শেয়ার করেন।

কেন রিচার্ডসন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২৫টি ওয়ানডে ও ৩৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ওয়ানডেতে তার সংগ্রহ ৩৯টি উইকেট এবং টেস্টে ৪৫টি উইকেট। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি বিশেষ করে বিগ ব্যাশ লিগে সফল ছিলেন। ১৫ মৌসুমে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স, মেলবোর্ন রেনেগেডস ও সিডনি সিক্সার্সের হয়ে ১৪২ উইকেট নিয়ে বিগ ব্যাশ ইতিহাসে পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২০০৯ সালে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে রাজ্যভিত্তিক বিগ ব্যাশে অভিষেক হওয়া রিচার্ডসন পরের বছর বিবিএল-এর প্রথম ম্যাচে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের হয়ে খেলে ছয় মৌসুমে ৩৬ ম্যাচ সম্পন্ন করেন। পরে মেলবোর্ন রেনেগেডসে যোগ দিয়ে ৮০ ম্যাচে ১০৪ উইকেট নিয়ে দলের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হিসেবে নাম লেখান।

অবসর ঘোষণার সময় রিচার্ডসন বলেন, '২০০৯ সালে ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকে আমি সবসময় নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে খেলেছি। এই অধ্যায় শেষ করার সময় এসেছে। দেশের হয়ে এবং বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টিমে খেলার সুযোগকে কখনো হালকাভাবে নিইনি।'

৩৪ বছর বয়সী এই বোলার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চোটের কারণে সীমিত খেলেছেন। সদ্য শেষ হওয়া বিগ ব্যাশ আসরে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেই শেষ করেন নিজের শেষ মৌসুম।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তিনি ৩৪টি ম্যাচে ১০২ উইকেট নিয়েছেন, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ৮৮ ম্যাচে ১৫০ উইকেট সংগ্রহ করেছেন। টি-টোয়েন্টিতে মোট ২০১ ম্যাচ খেলে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি টিমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আইপিএলে তিনি খেলেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, রাজস্থান রয়্যালস ও পুনে ওয়ারিয়র্সের হয়ে। এছাড়া ইংল্যান্ডের কেন্ট ও বার্মিংহাম ফিনিক্স এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই ক্যাপিটালস ও আইএলটি-২০ তেও খেলা তার অভিজ্ঞতার অংশ।

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ায় বিশ্বজুড়ে হতাশা

পোস্ট ডেস্ক : বিষয়টি যেন মানতেই পারছেন না ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ডব্লিউসিএ) প্রধান নির্বাহী টম মোফাট! ভারতে অনুষ্ঠেয় আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না থাকা তাকে চরমভাবে ব্যথিত করেছে। তার মতে, এই ব্যাপারটি শুধু বাংলাদেশের ক্রিকেটার ও সমর্থকদের জন্যই নয়, খেলাটির জন্যও একটি দুঃখজনক ঘটনা।

শুধু মোফাট নন, বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অনুপস্থিতি হতাশ করেছে রশিদ লতিফ, জেসন গিলেস্পি, শহীদ আফ্রিদি এবং মোহাম্মদ ইউসুফের মতো সাবেক তারকাদেরও। সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক রশিদ লতিফ মনে করেন, কোনো পূর্ণ সদস্য দেশ ছাড়া বিশ্বকাপ আয়োজনের চিন্তাই অর্থহীন।

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানেরও বিশ্বকাপ বয়কট করে এগিয়ে আসা উচিত। যদিও সব জল্পনার মধ্যেই গতকাল বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। এর এক দিন আগে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি জানিয়েছিলেন, বয়কটের বিষয়ে তারা সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন। একই সুর শোনা গেছে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের রাজনৈতিক উপদেষ্টা রানা সানাউল্লাহর কণ্ঠেও।

তিনি বলেন, 'হয়তো এতে কিছু অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে, তবে তা সামাল দেওয়া সম্ভব। পাকিস্তান যদি

বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়, তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।' পাকিস্তানের বয়কটের প্রসঙ্গটি টেনে রশিদ লতিফ বলেন, 'পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপে না যায়, তাহলে পুরো পরিস্থিতিই ওলট-পালট হয়ে যাবে। তখন এটি আর বিশ্বকাপ হিসেবে টিকে থাকবে না।

বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনাকে দুঃখজনক জানিয়ে ডব্লিউসিএ-এর প্রধান নির্বাহী মোফাট বলেন, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে সরিয়ে দেওয়া এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির শীর্ষ আসর থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট জাতির অনুপস্থিতি আমাদের খেলাটির জন্য, বাংলাদেশের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক মুহূর্ত। এ বিষয়ে গভীরভাবে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে।' বিভক্তি দূরে সরিয়ে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'খেলাটির নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের প্রতি আমার আহ্বান, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, লিগ, খেলোয়াড়সহ সব অংশীদারকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করুন, যাতে ক্রিকেট বিভক্ত না হয়ে আরো ঐক্যবদ্ধ হয়।'

এদিকে ভারতের উদাহরণ টেনে আইসিসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার গিলেস্পি। সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তানে খেলতে রাজি না হওয়ায় ভারতের জন্য আলাদা ভেন্যু দেওয়া হয়েছিল।

পুরো টুর্নামেন্ট একই হোটেলে থেকে খেলেছিল ভারত। আইসিসির কাছে তাই গিলেস্পির প্রশ্ন, 'ভারত যখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে পাকিস্তানে খেলতে রাজি হয়নি, তখন তাদের জন্য আলাদা ভেন্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুরো টুর্নামেন্ট তারা একই হোটেলে থেকে খেলেছিল। তাহলে বাংলাদেশ কেন ভারতের বাইরে খেলতে পারবে না? আইসিসি কি এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে?' আইসিসির আচরণে সরাসরি হতাশা প্রকাশ করেছেন আফ্রিদিও। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে এবং আইসিসির বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আইসিসির ভূমিকা আমাকে হতাশ করেছে। ২০২৫ সালে পাকিস্তান সফর নিয়ে ভারতের নিরাপত্তা উদ্বেগ আইসিসি মেনে নিলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ভিন্ন মনে হচ্ছে।' আফ্রিদির স্বদেশি ইউসুফও একই সুরে কথা বলেছেন। তাঁর মতে, 'নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের মতো ক্রিকেটপ্রেমী একটি দেশকে বিশ্বকাপ থেকে বঞ্চিত হতে দেখা অত্যন্ত দুঃখজনক। আইসিসিকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল হিসেবে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে হবে, যেন কোনো একক বোর্ডের স্বার্থ রক্ষার অভিযোগ না ওঠে।' সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ায় আইসিসির নীতিগত অবস্থান নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

পিএসজিতে বার্সার 'নতুন ইনিয়েস্তা', ক্ষুব্ধ ফ্লিক

পোস্ট ডেস্ক : বার্সেলোনার তরুণ প্রতিভা পেদ্রো ফার্নান্দেস দলে ভিড়িয়েছে ফরাসি জায়ান্ট প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি)। লা লিগার ক্লাবটি থেকে রিলিজ ক্লজের চেয়ে সামান্য বেশি অর্থে (প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার) বার্সার 'নতুন ইনিয়েস্তা'-খ্যাত এই বিস্ময়বালককে দলে ভিড়িয়েছে এনরিকের দল।

জানুয়ারিতেই ক্লাব ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে বার্সা কর্তৃপক্ষকে চমকে দেন ১৮ বছর বয়সী এই আক্রমণভাগের মিডফিল্ডার। মূল দলে নিয়মিত খেলার সুযোগের খোঁজেই এই সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্বে ফের্নান্দেস বলেন, 'প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ে যোগ দিতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত ও গর্বিত। এটা আমার এবং আমার পরিবারের জন্য বড় গর্বের মুহূর্ত। এই জার্সির জন্য সর্বোচ্চটা দিতে আমি ভীষণ উচ্ছ্বসিত ও অনুপ্রাণিত।'

ইউরোপের বেশ কয়েকটি শীর্ষ ক্লাব ফের্নান্দেসকে দলে নিতে আগ্রহ দেখালেও শেষ পর্যন্ত দৌড়ে এগিয়ে যায় পিএসজি।

এই চুক্তিতে বড় ভূমিকা রেখেছেন পিএসজির কোচ লুইস এনরিক।

ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনের সূত্র জানায়, এনরিক ব্যক্তিগতভাবে ফোনে কথা বলে ফের্নান্দেসকে ফ্রান্সে পাড়ি জমাতে রাজি করান। উল্লেখ্য, দুজনেরই এজেন্ট সাবেক স্প্যানিশ ফুটবলার ইভান দে লা পেনা। ফের্নান্দেসের এই সিদ্ধান্ত বার্সেলোনা কোচ হানসি ফ্লিককে ক্ষুব্ধ করেছে।

ইনিয়েস্তার পাশাপাশি থিয়াগো আলকান্তারা ও পেদ্রির সঙ্গে তুলনা করা তরুণ এই মিডফিল্ডারের ওপর আস্থা ছিল ফ্লিকের।

২০২২ সালে ১৪ বছর বয়সে বার্সেলোনার একাডেমিতে যোগ দেওয়া ফের্নান্দেসকে গত গ্রীষ্মে এশিয়ায় প্রাক-মৌসুম সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন ফ্লিক। সেখানে দেও এফসির বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে গোলও করেন তিনি।

চলতি মৌসুমে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগে তার

অভিষেকও করান ফ্লিক।

তবে ফের্নান্দেসের বিদায়ের সিদ্ধান্ত জানানোর পর গত সপ্তাহে ফ্লিক বলেন, 'যারা শতভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, আমি তাদের চাই না।'

ইঙ্গিত দেন, খেলোয়াড়কে ঘিরে থাকা 'কিছু মানুষ' তার সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ফেলেছে।

অন্যদিকে ইএসপিএনের সূত্র জানায়, ফ্লিকের কৌশলগত ছকে বার্সার মূল দলে ফের্নান্দেস নিজের জন্য পরিষ্কার কোনো ভবিষ্যৎ দেখছিলেন না। ফ্লিকের পছন্দের ৪-২-৩-১ ফরমেশনে ফ্রেংকি ডি ইয়ং ও পেদ্রি মিডফিল্ডের ভিত্তি হিসেবে থাকায় সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছিল তার জন্য।

এই ব্যবস্থায় ফের্নান্দেসের সেরা ভূমিকা হতে পারত 'নম্বর ১০' পজিশনে। কিন্তু সেখানে নিয়মিত খেলছেন ফেরমিন লোপেজ, দানি ওলমো ও রাফিনিয়া। যেকোন এক প্রান্তে খেলানোর সম্ভাবনা থাকলেও ভবিষ্যতে 'নম্বর ৮' হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চান তিনি।

চলতি মৌসুমে বার্সার হয়ে পাঁচটি ম্যাচ খেললেও মাঠে ছিলেন মোটে ১৪৮ মিনিট। সর্বশেষ ২ ডিসেম্বর আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে বদলি হিসেবে নামেন তিনি।

ফের্নান্দেসের সিদ্ধান্তে ক্লাব কর্তৃপক্ষও বিস্মিত হয় বলে জানিয়েছে সূত্রগুলো। বার্সার প্রত্যাশা ছিল, ১৮ বছরে পা দেওয়ার পর নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন তিনি, যেখানে বাড়ানো হবে রিলিজ ক্লজ।

১২ জানুয়ারি ১৮ বছরে পা রাখেন ফের্নান্দেস। স্প্যানিশ সুপারকোপার ফাইনাল শেষে সৌদি আরব থেকে ফেরার ফ্লাইটে সতীর্থ রাফিনিয়া তাকে জন্মদিনের কেকও দেন। তবে সেটিই হয়ে থাকল বার্সেলোনার জার্সিতে তার শেষ স্মৃতি।

আবারও লজ্জার রেকর্ডে লিভারপুল

পোস্ট ডেস্ক : লিভারপুলের হয়ে মিশরীয় তারকা ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহর নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি অস্বস্তিকর রেকর্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সালাহ শুরুর একাদশে থাকা সর্বশেষ আট ম্যাচের মধ্যে সাতটিতেই হারের মুখ দেখেছে লিভারপুল। ক্লাবের ইতিহাসে এমন হতাশাজনক পরিসংখ্যান সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ২০১২ সালে।

ব্যক্তিগতভাবে ভালো ছন্দে থাকলেও বড় কোনো সাফল্য পাননি সালাহ। আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে মিশর ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়। টুর্নামেন্ট শেষ করে গত সপ্তাহে লিভারপুলে ফেরেন তিনি।

চ্যাম্পিয়নস লিগে মার্সেইয়ের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ে শুরুর একাদশে ছিলেন সালাহ। সেই ধারাবাহিকতায় প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের বিপক্ষেও তাকে প্রথম একাদশে রাখেন কোচ। তবে ওই ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে হেরে যায় লিভারপুল।

এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে সালাহ ঢুকে পড়েন এক বিব্রতকর রেকর্ডে। এর আগে ২০১২ সালে ডার্ক কুইটের সময়ে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল লিভারপুল। সে সময় ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত কুইট শুরুর একাদশে থাকা ম্যাচগুলোতে নিয়মিতভাবে পয়েন্ট হারিয়েছিল দলটি।

সাম্প্রতিক সময়ে সালাহ শুরু করা ম্যাচগুলোতে লিভারপুল হেরেছে ক্রিস্টাল প্যালেস, চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ব্রেন্টফোর্ড, ম্যানচেস্টার সিটি, নটিংহাম ফরেস্ট ও বোর্নমাউথের বিপক্ষে। একমাত্র জয়টি এসেছে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে। সেই ম্যাচেই চলতি মৌসুমে নিজের শেষ লিগ গোলটি করেন সালাহ।

২০১২ সালে কেনি ডালগ্লিশের শেষ সময়ে সেই বাজে পারফরম্যান্সের কারণে লিগ শেষ হয়েছিল অষ্টম স্থানে। মৌসুম শেষে ক্লাব ছাড়েন ডার্ক কুইট। বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলে ছয় নম্বরে রয়েছে লিভারপুল। ২৩ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৩৬ পয়েন্ট। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে তারা পিছিয়ে ১৪ পয়েন্টে, আর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। এমতাবস্থায় চলতি মৌসুমে নিজেদের অবস্থান উন্নত করার সুযোগ এবং সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণই বলা চলে লিভারপুলের।

দ্বৈত নাগরিকদের অংশগ্রহণ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

নির্বাচনি ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন যে কোনো বিচারেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী। এটি শুধু রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদলের নির্বাচন নয়, এটি যুগান্তকারী একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে জাতি কি উদার গণতান্ত্রিক পথে যাত্রা শুরু করবে, নাকি আবারও স্বৈরশাসনের নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। যেমনটি হয়েছিল ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর। চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে গণ-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, তা বাস্তবায়ন এবং জুলাই শহীদদের চাওয়া অনুযায়ী সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সত্যিকার একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার এ সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য আসন্ন নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচনের মাধ্যমে যদি সত্যিকার জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন করা না যায়, তাহলে দেশ আবারও দীর্ঘমেয়াদের জন্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে পারে। জনগণ যদি তাদের পছন্দমতো উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচিত করতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রপরিচালনায় জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে এবং দেশ সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আগামীতে আর কোনো সরকার যাতে নির্বাচনব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে বিগত সরকারের মতো স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত সরকারামলে ১৬ বছর দেশের মানুষ নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। ২০০৯ সালে যাদের বয়স ছিল ১৮ বছর, তারা অন্তত ১৭ বছর নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। ভোটাধিকারবঞ্চিত এ বিপুলসংখ্যক তরুণসহ দেশের জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নির্বাচনে কারা জয়লাভ করবে, কারা পরাজিত হবেন, এটি বিবেচ্য বিষয় নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে, নির্বাচনটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কিনা।

ইলেকশন কমিশন (ইসি) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই কাজ সম্পন্ন করেছে। গত ২০ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন পর্যন্ত ২৯৮টি সংসদীয় আসনে প্রায় ২ হাজার প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অর্থাৎ প্রতিটি আসনে প্রায় সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর মধ্যে শীর্ষ রাজনৈতিক দল বিএনপির প্রার্থীরা ২৮৫টি আসনে এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী আছেন ২৪৩টি আসনে। দল দুটো অবশিষ্ট আসন তাদের রাজনৈতিক মিত্রদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। পাবনা-১ ও পাবনা-২ আসনে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। এ দুটি আসনে নতুন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচন ব্যাপকমাত্রায় অংশগ্রহণমূলক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তারা ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। নির্বাচনে ৭৯টি সংসদীয় আসনে বিএনপির ৯২ জন বিদ্রোহী প্রার্থী এবং একটি সংসদীয় আসনে জামায়াতের একজন বিদ্রোহী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ৪৭৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ২ হাজার ৫৬৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের বাছাইয়ে ৭২৩ জন প্রার্থী বাদ পড়লেও পরবর্তীকালে আপিলের মাধ্যমে ৩০৫ জন তাদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকরাও রয়েছেন, যা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনার পরিপন্থি।

রিটার্নিং কর্মকর্তাদের বাছাইয়ে প্রার্থীদের বাদ দেওয়া-না দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রাথমিক বাছাইয়ে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে ২৪ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলেও আপিলের মাধ্যমে ২১ জন তাদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। একইভাবে ঋণখেলাপিদের অনেকেই নানা কৌশলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা নিশ্চিত করেছেন। নির্বাচন কমিশন থেকে দাবি করা হয়েছে, তারা জুলাই চেতনাকে সামনে রেখে নির্বাচনি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন; কিন্তু দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগদান কোনোভাবেই জুলাই চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে পারে না। এছাড়া সংবিধানের ৬৬ নম্বর অনুচ্ছেদ ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) ১২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক, দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। তাহলে কীভাবে দ্বৈত নাগরিক ও ঋণখেলাপিরা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন? একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ‘আইন পারমিট করায় ঋণখেলাপিদের মনে কষ্ট নিয়ে ছাড় দিয়েছি।’ অন্য একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ‘মনোনয়ন বৈধ করলাম। মানুষ হিসাবে বলছি, ব্যাংকের টাকা দিয়ে দিয়েন।’

কথায় বলে, ‘চোরা নাহি শুনে ধর্মের কাহিনি’। একজন নির্বাচন কমিশনার পরামর্শ দেবেন, আর ঋণখেলাপিরা ভালো হয়ে যাবেন; ব্যাংকের ঋণকৃত অর্থ ফেরত দেবেন, এটা কি প্রত্যাশা করা যায়? আরেকজন নির্বাচন কমিশনার আইনের দোহাই দিয়েছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো আইনই চিরস্থায়ী নয়। আর আইন মানুষের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই তৈরি হয়, মানুষ আইনের জন্য তৈরি হয় না। ইসি যদি ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বাদ রাখতে চাইত, তাহলে সে ব্যবস্থাও ছিল। তারা নিজেরা অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রশাসনিক অধ্যাদেশ জারি করাতে পারতেন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংক ২ শতাংশ নগদ ডাউন পেমেন্ট জমাদানসাপেক্ষ ঋণখেলাপিদের দুই বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ ১০ বছরের জন্য খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সুবিধা দিয়েছে। বিগত সরকারামলে আ হ ম মোস্তফা কামাল অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ঋণখেলাপিদের এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যা নিয়ে সেই সময় প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছিল। তখন গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয়েছিল এক বছর, আর এখন গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হয়েছে দুই বছর। প্রশ্ন হলো, নির্বাচনের ঠিক আগমুহূর্তে ঋণখেলাপিদের এমন আপত্তিকর সুবিধা কেন দেওয়া হলো? ইসি হয়তো বলবে, বাংলাদেশ ব্যাংক খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের সুযোগ দিয়েছে, এক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয় থাকতে পারে? তাদের করার অনেক কিছুই ছিল। নির্বাচন কমিশন নিজেরা অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এমন একটি অধ্যাদেশ জারি করতে অথবা করাতে পারতেন যে, কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে তাকে অন্তত এক বছর আগে থেকে ঋণখেলাপিমুক্ত থাকতে হবে। কোনো বিশেষ সুবিধার আওতায় নয়, কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে এক বছর আগেই নিজেকে ঋণখেলাপি ‘তকমা’ মুক্ত করতে হবে। নির্বাচন কমিশন কি সত্যি ঋণখেলাপিদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য আন্তরিক? নাকি তারা লোকদেখানোর চেষ্টা করছেন? একজন নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, মনে কষ্ট নিয়ে ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছি। তার এ বক্তব্যের মধ্যে ইসির অসহায়ত্ত ফুটে উঠেছে। তারা কি কোনো বিশেষ মহলের চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন? অন্তর্বর্তী সরকার স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে অঙ্গীকারবদ্ধ। কিন্তু কোনো কোনো উপদেষ্টার কার্যকলাপে তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

নির্বাচন কোন ধরনের সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হলো, তা যতটা না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে, যারা মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনা করবেন, তাদের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ কেমন, তার ওপর। নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্মকর্তা; যেমন-রিটার্নিং কর্মকর্তা, প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসাররা নির্বাচনকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা চাইলে যে কোনো সময় নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলতে পারেন। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ, যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি দলবিশেষের লিপ্সা বেশি থাকে, সেখানে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সত্যিই খুব কঠিন। অন্তর্বর্তী অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেই তা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ২০০৮ সালে সেনাশাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারে অধীনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনে জেতানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছিল। ফলে যে সরকার নির্বাচিত হয়, তারা পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারেনি।

এমন ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে, যেখানে একজন মানুষ চাইলেই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে। আর ভোটাররা তাদের ইচ্ছামতো পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। নির্বাচনে সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনকে যদি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও বিতর্কমুক্ত করতে হয়, তাহলে অন্তত চারটি প্রতিবন্ধকতা থেকে নির্বাচনকে মুক্ত রাখতে হবে। অন্যথায় নির্বাচন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় টাকার খেলার কথা। আমাদের দেশে নির্বাচন মানেই টাকার খেলা। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে বিপুল পরিমাণ টাকা থাকতে হয়। ভোটারদের সন্তুষ্ট করার জন্য টাকা ব্যয় করতে হয়। এ অবস্থায় যারা দরিদ্র বা স্বল্প সম্পদের মালিক, তাদের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভ করা সম্ভব হয় না। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পেশিশক্তির ব্যবহার। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পেশিশক্তি প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভোটারদের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করে থাকে। তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতা এবং আঞ্চলিকতার প্রচার-প্রচারণা। চতুর্থ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং কারসাজি বন্ধ করা। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে এসব সমস্যার কারণে নির্বাচনব্যবস্থাটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচনব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা না যাবে এবং বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নির্বাচনব্যবস্থাকে পুরোপুরি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে পারব না। নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা সম্ভাব্য বিজয়ী দলের পক্ষে কাজ করেন। এটি সম্পূর্ণ নৈতিকতাবিরোধী এবং কোনোভাবেই গ্রহণীয় হতে পারে না।

অন্তর্বর্তী সরকার যতই চাক না কেন, মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্মকর্তারা যদি সঠিক এবং সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে কোনোভাবেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য একটি বিশেষ মহল তৎপর রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার যদি গণপ্রত্যাশা অনুযায়ী সুষ্ঠু এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারে, তাহলে তাদের অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আর যদি তা করতে ব্যর্থ হয় এবং কোনো কারণে নির্বাচন বিতর্কিত হয়, তার ‘দায়ভার’ সম্পূর্ণরূপেই তাদের ওপর বর্তাবে এবং তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণকারী একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কোনো পক্ষেরই দায়িত্ব পালনে গাফিলতির সুযোগ নেই। তাহলে জাতি তাদের ক্ষমা করবে না।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Medical Justice raises concerns over the detention of asylum seekers

Post Desk: Medical Justice last week published a new report examining the impact of the UK's "one in, one out" agreement with France on people detained for removal from the UK, concluding that the policy has caused serious harm to survivors of torture, trafficking and other trauma.

BoatThe 28-page report, Politics over people? How the UK's 'one in one out' knowingly harms and forcibly removes torture and trafficking survivors to France.

Under the July 2025 agreement, the UK detains people who arrive by small boat and seeks to remove them to France, in return for accepting an equal number of people from France to seek asylum in the UK.

While the Government's stated aim of the scheme is deterrence, Medical Justice says that the way the policy is implemented results in the arbitrary detention of highly vulnerable people whose asylum claims are not considered before removal decisions are made. It states: "With vaguely defined selection criteria, people with serious mental health conditions and experiences of trauma who have arrived by boat to seek safety in the UK are being detained under the scheme. Their claims for protection are not being considered, nor are their risks of harm in detention. Survivors of torture and trafficking are being harmed by detention, by the anticipation of forced removal to France and during forced removals themselves. Clinical safeguards in detention are failing to protect these vulnerable people, with alarmingly high levels of suicidality among this group of clients. Many people have not been able to access adequate and timely legal advice."

The report analyses the cases of 33 Medical Justice clients detained under the UK–France Treaty since August 2025 and draws on clinical, legal and documentary evidence. The men, women and age-disputed young people were detained in immigration removal centres for periods ranging from one month to more than three and a half months. Their nationalities include Eritrean, Iranian, Palestinian, Sudanese, Afghan, Syrian and Ethiopian. All had arrived in the UK by small boat and claimed asylum on arrival.

Of the 33 clients, 20 were assessed in detention by independent Medical Justice clinicians, who produced medico-legal reports. All 20 had clinical evidence of a history of torture, ill-treatment and/or trafficking, and all were experiencing at least one serious mental health condition or symptoms requiring further assessment. Diagnoses and symptoms documented by clinicians included post-traumatic stress disorder, depression and anxiety disorders. Medical Justice states that many of those assessed described severe violence and highly traumatic events prior to arrival in the UK, including experiences in France such as threats from traffickers and witnessing the violent death of another person.

The report finds that clinical safeguards intended to protect vulnerable people in immigration detention were largely ineffective for this group. Under the Detention Centre Rules, individuals should be offered a GP appointment within 24 hours of arrival and clinicians should complete safeguarding reports where detention is likely to cause harm. Medical Justice reports that only two of the 20 people assessed had a GP appointment within 24 hours, and in neither case was the mental health assessment sufficiently detailed to meet safeguarding requirements. Only three individuals had a safeguarding report identifying that detention was likely to cause harm, including in cases where health had already deteriorated.

Levels of suicidality documented in the report are described as "alarmingly high". Twelve of the 20 assessed individuals reported suicidal thoughts, one attempted to take their own life in detention and two self-harmed. Five were identified by detention centre staff as being at risk of suicide or self-harm, with one placed on constant supervision, yet only one safeguarding report was completed to alert the Home Office to suicidal risk. Medical Justice states that in 14 cases where it had access to Home Office responses to safeguarding reports, only one person was released as a result.

The report also documents the use of force and segregation during removal attempts. One client, referred to as Hamid, who had clinical evidence of a history of torture, described being restrained during an attempted removal to France in a way that obstructed his breathing. A Medical Justice clinician later documented physical injuries and psychological harm. Hamid has since been removed to France.

Medical Justice further reports that many clients were unable to access adequate and timely legal advice, particularly given the accelerated nature of the removal process. Some individuals were released in the UK after being granted bail by a tribunal judge, while others were released and subsequently re-detained for removal. At the time of publication, 16 of the 33 clients had been released in the UK, and 14 had been forcibly removed to France.

The report raises particular concern about the detention of age-disputed young people, noting that Medical Justice is receiving proportionately more referrals from this group under the UK–France scheme than in other detention cohorts. The report states: "The failures of safeguards in detention are not new. However, for this cohort, there is a near-total disregard for identified vulnerabilities in decisions to maintain detention – and what appears to be active decision-making to detain and remove vulnerable people. While almost half of clients detained under this scheme have been released after being granted bail by a Tribunal judge, only one was released by the Home Office in response to safeguarding reports completed by GPs within the IRCs. Although historically the Home Office only releases a low number of people in response to Rule 35 reports, the number for this cohort is particularly low. Keeping vulnerable people from this cohort in detention despite clear evidence that they are at risk and with few 'immigration factors' to justify the decision is difficult to reconcile with the Home Office's Adults At Risk policy and effectively renders the safeguarding system a futile exercise. "

In its conclusions, Medical Justice states that the UK government has chosen to detain and forcibly remove survivors of torture, trafficking and other trauma in full knowledge of the harm detention is known to cause. While many of the report's findings reflect long-standing concerns about immigration detention, the organisation argues that what is new is the detention and removal of people immediately after a traumatic journey to seek protection, without consideration of their asylum claims. The report concludes that detention safeguards have been rendered largely ineffective for this cohort and calls for an end to the scheme, the release of those detained under it, and for affected individuals to be allowed to have their asylum claims processed in the UK.

How "earned settlement" scheme will affect Skilled Workers

Post Desk: Earned settlement scheme stipulates a new 10-year baseline requirement for settlement which will apply across most immigration categories and may, in some cases, extend the residence requirement for ILR to 30 years.

Dependants will no longer qualify for ILR at the same time as the main applicant or after 5 years of continuous residence and will have to "earn settlement" in their own right.

In the past, successive governments were on the whole careful to respect legitimate expectations of migrants. Where immigration options were offered as a 5-year route or 10-year route to settlement, this was considered as a promise that at the end of the requisite period the person will be eligible for settlement provided other requirements are met. It is not clear if such legitimate expectations will be respected on this occasion.

Sponsored workers are understandably worried if they are going to be affected and immigration lawyers are making guesses, but there is no definitive answer. Sadly, it may be anticipated that at least some of the existing skilled workers may be adversely affected.

Here is my guess at what skilled workers and their families may expect.

High earners and their dependants

Earned settlement framework will bring good news for high earners. Skilled workers with an annual salary of £125,140 or more for a period of at least three years will qualify for settlement after 3 years rather than 5. I would expect that the qualifying three years will include time before the introduction of the new rules in 2026.

Dependants of high earners may have two options: either proceed to settlement in their own right if they are tax payers in the UK and have taxable income of at least £50,270, they may qualify for at least three consecutive years, they may qualify for ILR after 5 years of residence.

If the dependant does not have the sufficient level of earnings, they will be able to switch into the partner route once the main visa holder gets ILR. This way they will qualify for ILR after 5 years of residence as the spouse or partner of a settled person.

If the dependent is earning a salary of at least £12,570 for the requisite period of time (which is still subject to consultation), they would qualify for ILR after 10 years of residence, or after 9 years if they pass the English language test to C1 level.

Mid earners and dependents

The new rules place mid earners in the salary bracket between £50,270 and £125,000 a year.

Mid earners will qualify for ILR after 5 years of residence provided they were in receipt of this level of salary for at least 3 years. The five year period cannot be reduced further by voluntary work or knowledge of English.

So skilled workers earning £50,270 a year and above will not be affected.

Dependants of mid earners will either qualify in their own right through their own earnings, or will have to switch into the partner route once the main visa holder is settled and qualify for ILR as a partner of a settled person. In this scenario, they should be eligible for settlement after 10 years of residence.

Low earners

The minimum salary requirement for skilled workers is currently set to £41,700. But even lower historic thresholds will be well above the minimum "contribution" requirement for earned settlement, which will be £12570 per year. So workers with a salary under £50,270 will require a longer period of sponsorship to meet the 10-year residence requirement.

Those who studied in the UK and then held a graduate visa may have accumulated a considerable period of continuous residence that would count towards the qualifying period for settlement under the long residence rule and may potentially be spared the adverse effect of the new rules. But those who came to the UK to work with the expectation of settlement after 5 years will face a prolonged period of uncertainty, unless transitional arrangements will be there to save them.

Skilled workers in occupations below RQF level 6

This category of workers will be hit the most and most unfairly. It is proposed that the baseline for skilled workers in occupations below RQF level six should be 15 years rather than 10.

We don't know if such a severely discriminatory provision will apply to workers already in the UK with the expectation of settlement after 5 years.

Annual income of at least £50,270 will reduce this baseline by 5 years, bringing the residence requirement down to 10 years.

The idea of taxable earnings

Interestingly enough, the concept of taxable earnings is open to interpretation. Will taxable earnings include the 0-rated personal allowance? Will taxable income from property, including overseas property rental count towards taxable earnings?

For many skilled workers, concerned if their salary would be sufficient to reduce the baseline residence requirements, supplementary or secondary employment may offer additional opportunities.

It may also be appropriate to review the roles of the skilled worker and their dependant. Under the current rules, it is not unusual for the sponsored worker to earn a lower salary than their dependant who is not restricted by the sponsored employment and has a wider choice of options. The "earned settlement" framework will make it important for the family that the sponsored worker earns not less than £50,270 – otherwise the whole family will face years of uncertainty before qualifying for ILR. So the roles within the family may be reviewed to expedite settlement.

Dependent children

Children born in the UK are eligible to be registered as British citizens as soon as at least one of the parents becomes settled. If the child was not born in the UK, the child will qualify for ILR when both parents are settled or when one parent is already settled and the other is applying at the same time with the child.

When the qualifying baseline period for ILR is extended, there will be more young adults who came to the UK as children but didn't qualify for ILR before they reached 18. This is particularly disconcerting, as there are no provisions in the consultation paper as to any kind of arrangements to protect these people or prevent them from falling into a limbo category, with no ties with their country of origin and no rights in the country where they live.

Become Virtuous and Worthy

– Jannatul Ferdous Doly

If you know the virtues of the virtuous,
Another virtue in you will arise.
Only then will talent reach its true prize.
Floating through the waves of pain, enduring the age,
It's not always simple to walk with life's stage.
Through changing seasons, one must hear and see:
Is the burden of home on a woman or a man to be?
If I say, "I live for that," O beloved,
Why then does your hunger need a woman's hand to be fulfilled?
You stay busy outside, day and night,
The virtuous one works tirelessly from morning to night.
With wisdom and care, the housewife maintains every task,
From outside, how can you perceive the suffering she masks?
The garden blooms all year under her tender care,
Yet you, O man, may hardly notice the sacrifices there.
The flow of her voice will never cease,
The deserving of wisdom deserves peace.
To shape a woman of heart and mind,
First be worthy of the virtues you hope to find.
If you desire a garden full of happiness and bloom,
Remember her, the wife, tending year-round in every room.
Separated from you, the king, in pursuit of her devotion,
She pours her life quietly, without seeking promotion.
So do not think her efforts small or vain,
It takes both partners' contributions for a home to gain.
Hence it is rightly said:
"A household thrives by a woman's grace,
If the husband is worthy and stands in her place.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1074 ◆ Friday 30 January - Thursday 05 February 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

গাজার শাসনভার ফিলিস্তিনিদের কাছে হস্তান্তরে প্রস্তুত হামাস

পোস্ট ডেস্ক : গাজার শাসনভার একটি ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটিক কমিটির কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত বলে বুধবার জানিয়েছে হামাস। তবে একই সঙ্গে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং পুরোপুরি পুনরায় খুলে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছে তারা।

হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম এএফপিকে বলেন, 'প্রোটোকল প্রস্তুত, নথিপত্র সম্পূর্ণ, এবং গাজা উপত্যকার সব খাতে শাসনভার টেকনোক্র্যাটিক কমিটির কাছে সম্পূর্ণভাবে হস্তান্তরের তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় কমিটিগুলো গঠন করা হয়েছে।'

১৫ সদস্যের ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব গাজা (এনসিএজি) যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে গঠিত একটি ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটদের দল।

গত ১০ অক্টোবর কার্যকর হওয়া ওই চুক্তির আওতায় যুদ্ধ-পরবর্তী গাজার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি। এটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সভাপতিত্বে গঠিত 'বোর্ড অব পিস'-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করবে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাবেক উপমন্ত্রী আলি শাথের নেতৃত্বাধীন এনসিএজির সদস্যরা গাজায় প্রবেশ করবেন মিসরের সঙ্গে সীমান্তবর্তী রাফাহ ক্রসিং পুনরায় চালু হলে।

কাসেম বলেন, রাফাহ ক্রসিং 'উভয় দিকেই খুলে দিতে হবে এবং গাজা উপত্যকায় প্রবেশ ও প্রস্থানের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, কোনো ধরনের ইসরায়েলি বাধা ছাড়া।

রাফাহ হলো গাজার একমাত্র বহির্বিশ্বের সংযোগপথ যা ইসরায়েলের দিকে যায় না এবং এটি মানুষ ও পণ্য প্রবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ।

২০২৪ সালের মে মাসে ইসরায়েলি বাহিনী নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে রাফাহ ক্রসিংটি বন্ধ রয়েছে। ২০২৫ সালের শুরুতে সীমিতভাবে এটি খোলা হয়েছিল, তবে পুনরায় চালুর অন্যান্য উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি।

এনসিএজির প্রধান আলি শাথ গত সপ্তাহে ঘোষণা দেন, পরবর্তী সপ্তাহে রাফাহ ক্রসিং উভয় দিকেই খুলে দেওয়া হবে।

কাসেম বলেন, 'স্বাধীন জাতীয় কমিটির রাফাহ ক্রসিং খোলার ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ।'

তিনি যোগ করেন, 'এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলোড়এই কমিটি নাগরিকদের যাতায়াত পূর্ণ স্বাধীনতায় পরিচালনা করছে কি না, চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েলি শর্ত অনুযায়ী নয় সেটি পর্যবেক্ষণ করা।'

ইসরায়েল জানিয়েছে, শেষ জিম্মি রান গিভিলির মরদেহ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের তথাকথিত 'সীমিত পুনরায় খোলা'র আওতায় কেবল পথচারীদের চলাচলের অনুমতি দেবে।

ইসরায়েলি বাহিনী সোমবার গিভিলির মরদেহ উদ্ধার করে এবং বুধবার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর মেইতারে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

কাসেম বলেন, 'এতে স্পষ্ট যে গাজা উপত্যকায় যুদ্ধ বন্ধের --১৭ পৃষ্ঠায়

ভারতে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কা

পোস্ট ডেস্ক : দরজায় কড়া নাড়ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বৈশ্বিক এই আসরের মূল আয়োজক ভারত। পাশাপাশি সহ-আয়োজক হিসেবে থাকছে শ্রীলঙ্কা। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের। তবে তার আগে বড় বাধার সম্মুখীন হয়েছে মূল আয়োজক ভারত।

মূলত ভারতে হানা দিয়েছে নিপাহ ভাইরাস। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত পাঁচজন নিপাহ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। জরুরি স্বাস্থ্য সতর্কতার অংশ হিসেবে প্রায় ১০০ জনকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। যা বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগে বড় বাধা।

এনডিটিভি জানিয়েছে, ভারতে নিপাহ ভাইরাস ধরা পড়ার পর থেকে এশিয়ার অনেক দেশে ভারত-ফেরত যাত্রীদের স্ক্রিনিং করা হচ্ছে। অবস্থা বেগতিক হলে ফিরে আসতে পারে কোয়ারেন্টিনের যুগ।

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সের সভাপতি ডা. নরেন্দ্র কুমার আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছেন, ১০০ থেকে ২০০ জনের --১৭ পৃষ্ঠায়

জি-২৪ কে শেখ হাসিনা

সংবিধানসম্মত শাসনব্যবস্থা ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে দেশে ফিরব

পোস্ট ডেস্ক : বিএনপি যদি সরকার গঠন করে, আমি আশা করব তারা আওয়ামী লীগের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে প্রকৃত সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। প্রকৃত বিরোধী দল ছাড়া সংসদ কখনও সংসদ হতে পারে না। ভারতের সংবাদমাধ্যম জি-২৪ ঘণ্টাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এতে তিনি মব-সন্ত্রাস, গণ-গ্রেফতার, অর্থনীতির ধসসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেছেন। তার সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো-

মৌমিতা চক্রবর্তী, জি ২৪ ঘণ্টা : বাংলাদেশে পা রাখার পর আপনার প্রথম অগ্রাধিকার কী হবে?

শেখ হাসিনা: আমার প্রথম এবং সর্বোচ্চ

অগ্রাধিকার হবে, সংবিধানসম্মত শাসনব্যবস্থা ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ কার্যত আইনের বাইরে চলছে। মব-সন্ত্রাস, বিচারবহির্ভূত গ্রেফতার, গণহারে আটক-গোটা গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আজও প্রায় এক লক্ষ বাহান্ন হাজার মানুষ মিথ্যা রাজনৈতিক মামলায় কারাবন্দি, যাঁদের অনেকেই নির্মম নির্যাতনের শিকার। --১৭ পৃষ্ঠায়

ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

পোস্ট ডেস্ক : পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে ইরানকে চুক্তিতে আসার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তেহরান যদি চুক্তিতে না আসে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী হামলা হবে 'আরও ভয়াবহ'। এর জবাবে ইরান জানিয়েছে, চাপ দেওয়া হলে তারা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

আজ বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, 'আশা করি, ইরান দ্রুত আলোচনার টেবিলে আসবে এবং একটি ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক চুক্তি করবেড়কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নয়। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। এখনই চুক্তি করুন।'

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে বিশ্বশক্তিগুলোর সঙ্গে ইরান একটি --১৭ পৃষ্ঠায়

মসজিদুল হারাম ও নববীতে এবারও ১০ রাকাত তারাবি

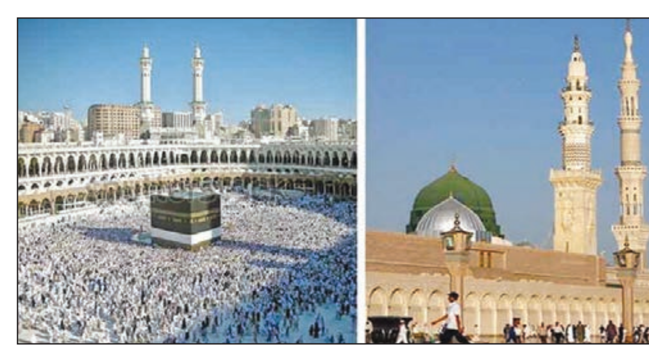

পোস্ট ডেস্ক : আসছে পবিত্র রমজান ২০২৬ উপলক্ষে মক্কা ও মদিনার পবিত্র মসজিদে তারাবিহ নামাজের কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়েছে। পবিত্র দুই মসজিদে প্রতিদিন ১০ রাকাত তারাবিহ নামাজ আদায় হবে, এরপর ৩ রাকাত বিতর।

মোট ১৩ রাকাত নামাজে পাঁচবার সালাম ফিরানো হবে, শেষ সালাম বিতরের মাধ্যমে। দুই মসজিদের জেনারেল প্রেসিডেন্সি জানিয়েছে, রাতের তারাবিহ নামাজ এই নিয়মে আদায় করা হবে এবং রমজান শুরু হওয়ার আগে নির্দিষ্ট সময়সূচি ও ইমামদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, করোনার আগে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের ১০৪টি দেশে তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য ও সেবা রপ্তানি করছে বাংলাদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে বিশ্বের ১০৪টির বেশি দেশে সফটওয়্যার ও আইটিএস সেবা রপ্তানি হচ্ছে। প্রায় ৫০০টি বেসিস সদস্য প্রতিষ্ঠান রপ্তানিতে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে সফটওয়্যার ও আইটিএস সেবা রপ্তানি করছে। এখন পর্যন্ত ১০ হাজার উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠান রপ্তানিকারক হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে।

বুধবার 'বেসিস আইটি এক্সপোর্টার্স নাইট-২০২৬' শীর্ষক আয়োজনে এ তথ্য জানানো হয়।

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি রপ্তানি খাতের অগ্রযাত্রা, অর্জন ও ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো বেসিস আইটি এক্সপোর্টার্স নাইট-২০২৬। সরকারের বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের সহযোগিতায় ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk